ইঞ্জিনিয়ার্স নিউজ
সোনার বাংলার স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়ে
মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100
GDP
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ
স্থাপিত ১৯৪৮ সাল

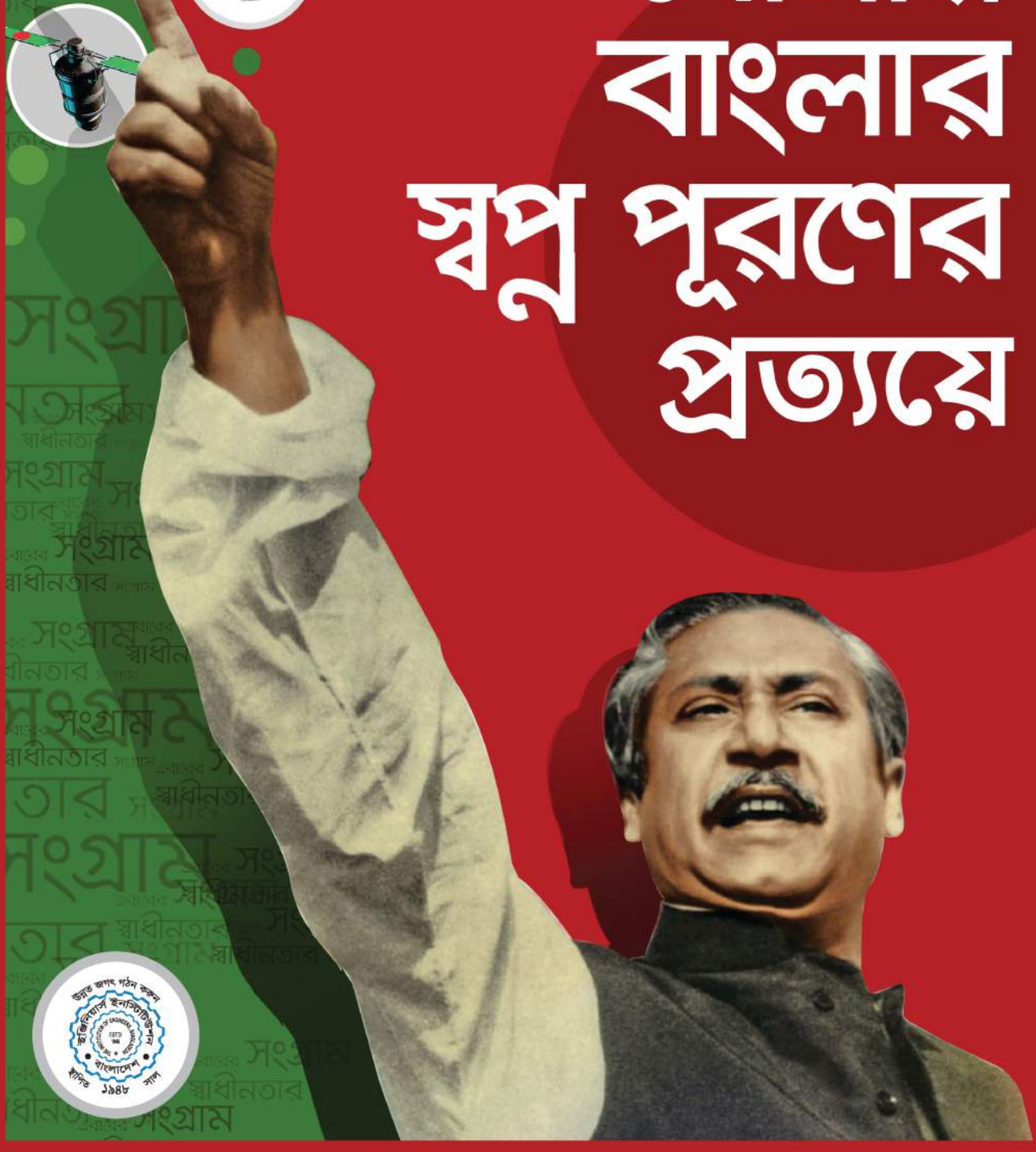

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোন লেখা ই-মেইলে *iebnews48@gmail.com* পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি

- **চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ** জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- **ধারাবাহিক ঃ** স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- **মুক্তমঞ্চ ঃ** প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- **প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ** তেল, গ্যাস, আহরণ বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- **গ্রীণ টেকনোলজি ঃ** গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ** প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- **উদ্ভাবন ঃ** নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- **পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ** বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ** নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- **সাক্ষাৎকার ঃ** গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- **অতিথি কলাম ঃ** অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষে আমরা গীভর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ৩০ লাখ বীর বাঙালিকে। পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে নিহত সকল শহীদদের।

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ বর্তমান সংখ্যাটি মুজিববর্ষ বিশেষ সংখ্যা হিসেবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানতে লেখাগুলো সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

কোভিড-১৯ করোনা মহামারী দুর্যোগেও প্রকৌশলী সমাজ তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করে আসছে। আইইবি ও ম্যাক্স গ্রুপের যৌথ আয়োজনে করোনা রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া আইইবি ও NWPGCL'র যৌথ উদ্যোগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আইইবি সদর দফতর ছাড়াও দেশজুড়ে ১৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা শীর্ষক ত্রাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার দেশে সড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার, পাতাল সড়ক, পদ্মাসেতু, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ এছাড়া বহু উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। এসব উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। আর সেজন্যই প্রকৌশলীদের কাছে দেশ ও জাতির প্রত্যাশা অনেক। কয়লা, তেল গ্যাসসহ প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৌশলীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন।

প্রযুক্তি প্রকৌশল ও সামগ্রিক অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৌশলীরা দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছেন।

প্রিয় পাঠক,

আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন। পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী মোহাম্মদ হোসাইন

সম্পাদক
প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.

সম্পাদকমন্ডলী
প্রকৌশলী মো. রনক আহসান
প্রকৌশলী ইমু রিয়াজুল হাসান
প্রকৌশলী মো. আলী নুর রহমান, পিইঞ্জ.
প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান
প্রকৌশলী ধরিত্রী কুমার সরকার
প্রকৌশলী সাইফুল্লাহ আল মামুন

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. এন্ড প্রকা.)
মো. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

নির্বাহী সহকারী (গ্রাফিক্স)
সুব্রত সাহা

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ
ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

সম্পাদকীয় কার্যালয়
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর
রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫৯৪৮৫, ৯৫৬৬৩৩৬, ৯৫৬৭৮৬০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬২৪৪৭
ই-মেইল : iebnews48@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

এই সংখ্যায়

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর
ভাষণ-আমাদের স্বাধীনতার প্রকাশ্য
উন্মুক্ত ঘোষণা

কেউ আমাদের দাবায়ে
রাখতে পারবা না...

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা
এবং আজকের বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণে
ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্যবাদী চেতনা

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ
আমার পিতার স্মৃতি

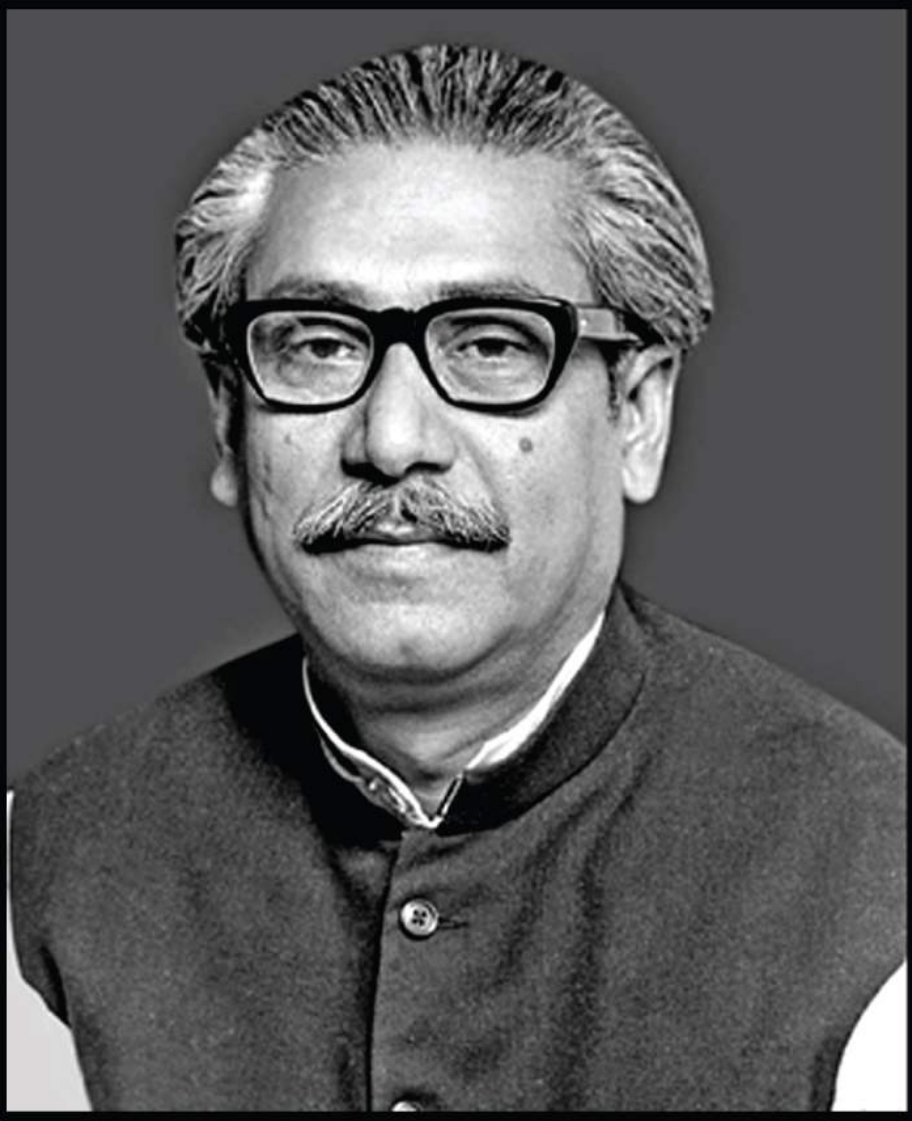

“ বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষ মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানদের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খৃস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধরাও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্ম নিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার, আল-বদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না। ”

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ থেকে (৭ জুন ১৯৭২)
সংগ্রহ : ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু গ্রন্থ থেকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা ও
১৫ আগস্টের সকল শহিদদের প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাৎবরণকারী বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

শেখ কামাল

শেখ জামাল

শেখ রাসেল

শেখ আবু নাসের

সুলতানা কামাল

পারভিন জামাল রোজী

আবদুর রব সেরনিয়াবাত

শেখ ফজলুল হক মণি

বেগম আরজু মণি

শহীদ সেরনিয়াবাত

বেবী সেরনিয়াবাত

আরিফ সেরনিয়াবাত

সুকান্ত আবদুল্লাহ

কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমেদ

আবদুল নঈম খান রিন্টু

ইতিহাসের পাতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কলকাতায় ১৯৪৭ হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার সময় প্রতিবাদ সভায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মহাত্মা গান্ধী ও তরুণ মুজিব

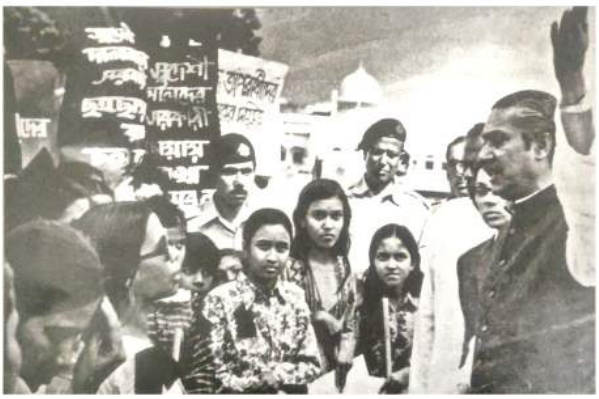

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে শহীদ বুদ্ধিজীবী পরিবার সদস্যদের সাথে কথা বলছেন

বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় ও বঙ্গবন্ধু (ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)

১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রচারণায় ভাষণরত বঙ্গবন্ধু

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের ফুটবল লীগে প্রথম ম্যাচে কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলসহ বঙ্গবন্ধু

১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যুবলীগের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে ভাষণ দিচ্ছেন

ইতিহাসের পাতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আলজেরিয়ায় কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর সাথে আলাপচারিতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৫৭ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ও রাষ্ট্রপ্রধান মাওসেতুং এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু

১৯৭৫ সালে ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে শিশু কিশোরদের সঙ্গে গণভবনে

নাতি সজীব ওয়াজেদ জয়কে কোলে নিচ্ছেন শেখ মুজিব

১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিশেষ মুহূর্তে পিতার সঙ্গে শেখ হাসিনা

১৯৬৬ সালে ৬ দফা প্রচারকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

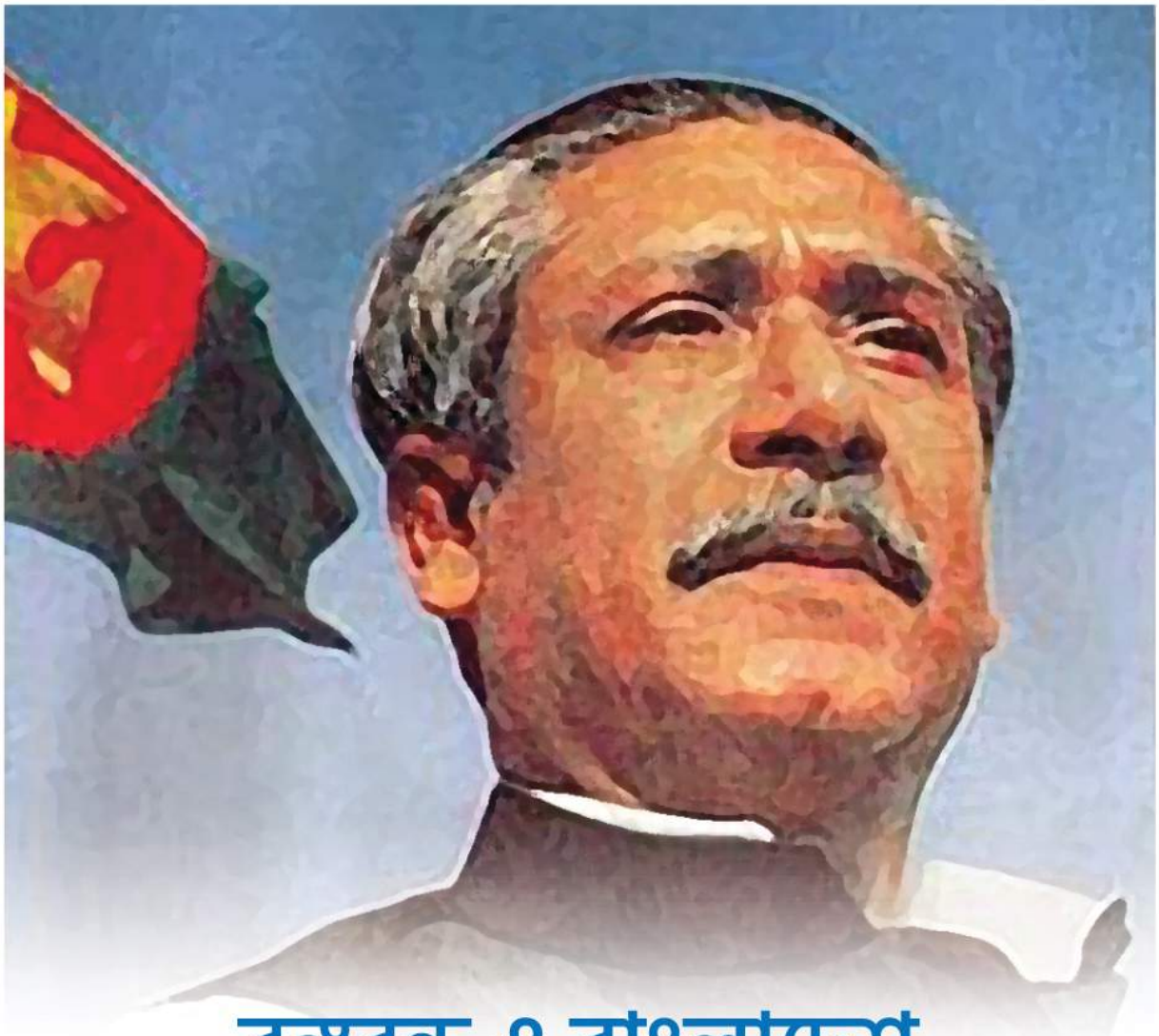

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ

ড. আতিউর রহমান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ও সাবেক গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক

তিনি বাংলাদেশের আরেক নাম। যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। রাজনীতির এই অমর কবির শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের নাম বাংলাদেশ। অথচ–

এ দেশের যা-কিছু তা হোক না নগণ্য, ক্ষুদ্র
তাঁর চোখে মূল্যবান ছিল–
নিজের জীবনই শুধু তাঁর কাছে খুব তুচ্ছ ছিল;
স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে পড়ে আছে
বিশাল শরীর...।
- রফিক আজাদ (এই সিঁড়ি)

স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে পড়ে থাকা এই 'দিঘল পুরুষের' নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যিনি 'হাত বাড়ালেই/ধরে ফেলতো পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইল/সাড়ে সাত কোটি হৃদয়/ধরে ফেলতো বৈশাখী মেঘ কেমন অনায়াসেই' (বাবুল জোয়ারদার, 'সে ছিল দিঘল পুরুষ')। তিনি জাতির জনক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ইতিহাসের এই বরপুত্রের 'চোখে ধরা পড়েছিল রূপসী বাংলার স্নিগ্ধ মুখশ্রী',/তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল- 'আমার সোনার বাংলা'/ তাই তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল 'মুক্তি-স্বপ্ন প্রিয়/স্বাধীনতা' (নির্মলেন্দু গুণ, 'পুনশ্চ মুজিবকথা')। আর সে কারণেই বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু

সমার্থক। তাই বেদনায় নীল হয়ে রক্তাক্ত এই আগস্টে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাকে, তার পরিবারের সদস্যদের এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ অসংখ্য নাম জানা না জানা শহীদদের। বঙ্গবন্ধুর পুরো জীবনটাই বাংলাদেশ সৃষ্টির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস। হাজার বছরের দুঃখী, বঞ্চিত বাঙালির আশা-আকাঙ্খা, প্রত্যাশা, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার বাংলাদেশকে তিনি শৈশব থেকেই তার পাঠের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে পরিণত করেছিলেন। মধ্যবিত্ত ঘরের এই সন্তান সাধারণের মাঝেই বেড়ে ওঠেন কিন্তু শৈশব থেকেই তার ভাবনা-চিন্তা ছিল স্বদেশকেন্দ্রিক। ছাত্র জীবন থেকেই তার অন্তর জুড়ে ছিল প্রিয় স্বদেশ। সেই দিনের সেই শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা- সে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান এবং সর্বশেষ জাতির জনকের মর্যাদায় আসীন হওয়ার পথ-পরিক্রমা খুবই বর্ণিল ও বৈচিত্র্যময়। নিজে সাহসী ছিলেন, ছিলেন নিরন্তর সংগ্রামী। সেই সাহস ও সংগ্রামের চেতনা তিনি নিপুণ দক্ষতার পুরো জাতির মননে গেঁথে দিতে পেরেছিলেন। তিনিই বীর যিনি মৃত্যুকে ভয় পান না। বরাবর তিনি সেই বীরত্বের প্রমাণ রেখেছেন। কি নিবিষ্ট মনে এককালের শেখ মুজিব এদেশের কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত তথা সাধারণ মানুষের স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন থেকে বঙ্গবন্ধুতে রূপান্তর হলেন– তা এক বিস্ময়কর উত্থানের কাহিনী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা কেবল এই উপমহাদেশেই নয়, সারা বিশ্বের জন্যই ছিল এক ব্যতিক্রমী অনন্য অসাধারণ ঘটনা। সুদীর্ঘকাল ধরে অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন যেমন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, শরৎ চন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায়, সোহরাওয়ার্দী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবুল হাশিম- তারা সবাই ছিলেন অভিজন, এলিট শ্রেণীর মানুষ। এমন কি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক এবং মওলানা ভাসানীও ছিলেন স্ব স্ব অবস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাদের সকলের অনুজ ও স্নেহধন্য বঙ্গবন্ধু ছিলেন ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর আত্মপরিচয়ে স্বীকৃত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সাধারণ ঘরের এক অসাধারণ সন্তান। নন-এলিট শ্রেণী থেকে উঠে আসা এক বিরল নেতৃত্ব। বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অহংকার। একদিনেই তিনি এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হননি। খনি শ্রমিকের মতো তিলে তিলে এগিয়ে গেছেন এই মর্যাদায় আসীন হওয়ার জন্য। অকুতোভয় এই অসাধারণ নেতার পুরোটা জীবন সাহস ও সংগ্রামের নজিরবিহীন এক উত্থানের গর্বিত উপাখ্যান। সব অর্থেই বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বদেশের প্রতিচ্ছবি। তার পুরোটা জীবনই স্বদেশের মুক্তির সংগ্রামের এক ধারাবাহিক ইতিহাসেরই নাম। তিনি জন্মেছিলেন বলেই আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। তার অতুলনীয় প্রজ্ঞা, সাহস, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং দৃঢ় নেতৃত্বের কারণেই এত অল্প সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। আসলে জাতি কেউ তৈরি করে না, জাতি হয়ে ওঠে। এই জাতি বা রাষ্ট্র হয়ে ওঠার পর্ব যার উপস্থিতির কারণে সম্ভব হয়েছে, তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক ও স্থপতি। বাংলাদেশের যাত্রাবিন্দুই হলেন বঙ্গবন্ধু, আর কেউ নন। ইতিহাস তাকে সৃষ্টি করেনি, তিনিই সৃষ্টি করেছেন আমাদের সংগ্রামী ইতিহাস। বাঙালির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া, আশা-হতাশার এক মূর্ত প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। তাই ৩০ মে ১৯৭৩ তারিখে ডায়রিতে লিখতে পেরেছিলেন, As a man, what concerns mankind concerns me. As a Bengalee, I am deeply involved in all that concerns Bengalees. This abiding involvement is born out of and nourished by love, enduring love, which gives meaning to my politics and to my very being.

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তান গণপরিষদে কৃষকদের পক্ষে জোরাল ভূমিকা গ্রহণ; ষাটের দশকে বাঙালির মুক্তির সনদ ৬-দফা ঘোষণা, সত্তরের নির্বাচনী কর্মসূচিতে কৃষকসহ সাধারণ মানুষের কল্যাণে অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি সংস্কার ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সবার অংশগ্রহণে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি বাঙালির সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে সর্বক্ষণ সোচ্চার ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এভাবেই দিনে দিনে বেড়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য এবং যা তিনি আজীবন সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেছিলেন। সর্বসাধারণের মঙ্গল ভাবনায় তিনি সব সময় থাকতেন নিমগ্ন। 'নিজেদের প্রাণ দিয়েও যদি এ দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে কন্টকমুক্ত করতে পারি, আগামী দিনগুলোকে সকলের জন্য সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে পারি এবং দেশবাসীর জন্যে যে কল্পনার নকশা এতদিন ধরে মনের পটে এঁকেছিলাম– সে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের পথ প্রশস্ত করে দুঃখের বোঝা যদি কিছুটাও লাঘব করে যেতে পারি তাহলে আমাদের সংগ্রাম সার্থক হবে' (বঙ্গবন্ধু, গণমাধ্যমে বিবৃতি, ১ ডিসেম্বর ১৯৭০)।

অনুপম দেশপ্রেমও দেশের মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস আর ভালোবাসা বঙ্গবন্ধুকে ইস্পাতসম সাহসী ও দৃঢ় করেছিল। তাই বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যথার্থ বীরের মতো অবিচল থেকেছেন বাঙালির মুক্তির দাবিতে; আপস করেননি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক চক্রের সাথে। দৃঢ় প্রত্যয়ী বঙ্গবন্ধু তার সম্মোহনি শক্তি দিয়ে পুরো জাতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণে; সহায়-সম্বলহীন বাঙালি জাতি তার সেই তেজোদীপ্ত সংগ্রামী আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাতৃভূমি রক্ষার সংগ্রামে। স্বাধীনতা ও মুক্তি– দুটোরই আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি সেদিন। 'বাঙালির ক্ষোভ, দুঃখ, অপমান, জেদ, অহং, সংযম, স্বপ্ন, প্রতিরোধ, সংকল্প সব কিছুই সমন্বিতভাবে অর্কেস্ট্রার মতো সেদিন বেজে উঠেছিল তাঁর বজ্রকণ্ঠে।' বর্তমান বিশ্বায়নের মোকবেলায় একটি শক্তিশালী অর্থনীতির গুরুত্ব আজ থেকে ছয় দশক আগেই প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ঐতিহাসিক ৬-দফায় তার সেই ভিশনের যথার্থ প্রতিফলন দেখতে পাই। সে জন্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক নীতিকে চিহ্নিত করে দুর্বার আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। রেসকোর্স ময়দানে একাত্তরের ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন,

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।' সেই মুক্তির সংগ্রাম ছিল সর্বাঙ্গীন। মুক্তির সংগ্রামের এই ডাক ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তির। এলিট নিয়ন্ত্রিত বৈষম্যের অর্থনীতির তিনি ঘোরবিরোধী ছিলেন। গরীব, দুঃখী ও মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফোটানো একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ার স্বপ্ন ছিল তার মনের গহীনে।

স্বাধীনতার পর রক্তাক্ত, ছিন্ন ভিন্ন, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনৈতিকে চাঙ্গা করা তথা তার স্বপ্নের আলোকে উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার কাজে তিনি নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই দেশ পুনর্গঠনে কর্মসূচি গ্রহণ, পুরো দেশবাসীকে এ কাজে উজ্জীবিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর নেওয়া পদক্ষেপসমূহ আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগত উন্নযন, ব্রিজ, কালভার্ট, সেতু নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ধ্বংস প্রায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন, দক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন, উত্তর-দক্ষিণ শীতল রাজনৈতিক মেরুকরণে দেশকে 'জোট নিরপেক্ষ-সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বৈরিতা নয়' নীতিতে প্রতিষ্ঠিতকরণ, আদমশুমারি ইত্যাদি ছিল তার উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রয়াস। কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে ধ্বংস প্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, কৃষি পণ্যের ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দেওয়া, বকেয়া কৃষিঋণ মওকুফ, নামমাত্র মূল্যে বীজ সরবরাহ-এমনতর বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মনে করতেন, 'আমাদের চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণী এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্যে আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে' (বঙ্গবন্ধুর বেতার ও টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণ, ২৬ মার্চ ১৯৭২)। তার ছিল স্বদেশী উন্নয়ন চিন্তা। দিনবদলের জন্য তিনি বলেছিলেন, 'আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে, আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এ দিন থাকবে না' (১৯৭৫ সালের ছাব্বিশে মার্চের বক্তৃতা)। বঙ্গবন্ধুর আজন্ম স্বপ্ন ছিল মাটি ও মানুষ ঘনিষ্ঠ অর্থনীতি গড়ে তোলা। তাই তো তিনি বলতেন, 'আমার মাটির সাথে, আমার মানুষের সাথে, আমার কালচারের সাথে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে, আমার ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেই আমার ইকোনমিক সিস্টেম গড়তে হবে।'

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রয়াসে তার সুকন্যার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার সূচিত উন্নয়ন রূপকল্প বাস্তবায়নে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা, উচ্চ প্রবৃদ্ধি সহায়ক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বা financial inclusion কর্মসূচি বাস্তবায়ন, আর্থিক ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধনকল্পে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিংসেবার প্রচলনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। Digital Bangladesh বিনির্মাণে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত তার সর্বোচ্চ অবদান যাতে রাখতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংক তা নিশ্চিত করতে সর্বক্ষণ তৎপর রয়েছে। এ কাজের অংশ হিসেবে এরই মধ্যে আমরা বঙ্গবন্ধুর আত্মার আত্মীয় এ দেশের কৃষক, ক্ষুদে উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তাসহ বিরাটসংখ্যক

সৃজনশীল উদ্যোক্তা শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নে সরকারের নানামুখী উদ্যোগের সহযাত্রী হিসেবে ব্যাংকিং খাতকে গতিশীল রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। বঙ্গবন্ধুর এই গরিব হিতৈষী স্বদেশী উন্নয়ন ভাবনা সাম্প্রতিক বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় প্রধানতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে সারা বিশ্বে। নিশ্চয় আমরা গর্ব করতে পারি তার স্বদেশী উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিকে আমাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিঋণের পরিমাণ ও গুণগত ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। গত বছর আমাদের ব্যাংকিং খাতের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে এ যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ১৮৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৯৭ শতাংশ। বর্গাচাষিদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের জন্য প্রথমবারের মতো ৫০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম চালু করা হয়েছে। উক্ত স্কিম এবং বার্ষিক কৃষিঋণ কর্মসূচির আওতায় মোট ৬ লাখ ৬১ হাজার বর্গাচাষিকে প্রায় ১ হাজার ১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, আমদানি বিকল্প ফসল চাষের জন্য কৃষকদের ২ শতাংশ রেয়াতি সুদ খাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

গত অর্থবছরে ৩ লাখ ৩২ হাজার নারীকে ৭২৫ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের জন্যে ১৩ হাজার ৮০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকি ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে প্রাপ্তির জন্য মাত্র ১০ টাকা জমা দিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৯৫ লাখ কৃষক ব্যাংকে গিয়ে তাদের অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষিঋণ বিতরণ ব্যবস্থাকে টেকসই করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে বঙ্গবন্ধু বলতেন, 'গ্রামে গ্রামে সব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে, যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।' তার এ উন্নয়ন চিন্তাকে বাস্তবে রূপায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসএমই খাতের অধিকতর বিকাশ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি পৃথক বিভাগ খোলা এবং ২০১০ সাল থেকে প্রথমবারের মতো ৩৮ হাজার ৮৫৮ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত বছরে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মোট ৫৩ হাজার ৫৪৪ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ১৩৮ শতাংশ। ২০১১ সালে এসএমই ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৬ হাজার ৯১৮ কোটি টাকা। চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে (জুন ২০১১ পর্যন্ত) ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানদগুলো ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮৭৪টি এসএমই প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৬ হাজার ১১৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ৪৬ শতাংশ। এছাড়া বার্ষিক এসএমই ঋণ কর্মসূচির আওতায় এ বছরের প্রথম ৬ মাসে ৬ হাজার ৬৮৬ নারী উদ্যোক্তাকে ৯৮৯ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৩ হাজার ২৭৭ নারী উদ্যোক্তাকে ২৩৩ কোটি টাকা এসএমই ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে। গত অর্থবছরে বিদ্যুৎ সুবিধাবিহীন এলাকায় ব্যাংকগুলো ১০ হাজার ৯৬৭ টি বাসগৃহে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন, ৩টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প স্থাপন এবং সমন্বিত গরু পালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যার বিপরীতে উক্ত স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক ১৭.৪৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করেছে। এসব পদক্ষেপের ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। একই সঙ্গে ব্যক্তি খাতের ও সরকারি ব্যাংকগুলোকে গ্রামে আরও বেশি শাখা খোলার জন্য আমরা উৎসাহী করে যাচ্ছি। প্রযুক্তি নির্ভর মোবাইল ব্যাংকের প্রসার ঘটিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রিয়জন সাধারণ মানুষকে বেশি করে ব্যাংকিং সেবার সুযোগ সৃষ্টি করছি।

১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি যদি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে না পারি, আমি যদি দেখি বাংলার মানুষ দুঃখী, আর যদি দেখি বাংলার মানুষ পেট ভরে খায় নাই, তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না- পারব না- পারব না।' কী নিবিড় ছিল তার জনগণের জন্য ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধুর সে ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি, ক্ষুদে উদ্যোক্তাদের উন্নতি, নারী উদ্যোক্তাদের উন্নতি এমনি করে সমাজের প্রতিটি পরতে পরতে আমরা উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দিতে চাই। একই সঙ্গে বর্তমান সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তৎপর হতে হবে জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আপনারা জানেন, জীবনে আমি কোনোদিন মিথ্যা ওয়াদা করি না। ... আমি চাই আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কী চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক' (বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ৯ মে ১৯৭২, রাজশাহী)। বঙ্গবন্ধু নিরন্তর শুধু আমাদের দিয়ে গেছেন। কিছুই নেন নি। এই আদর্শ অন্যদের মনে গেঁথে দেয়ার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে তিনি বলেছিলেন, 'দুঃখের বিষয় আজ শুধু আমরা বলি, আমরা কী পেলাম। তোমরা কী পেয়েছো? তোমরা পেয়েছো শিক্ষার আলো, যে শিক্ষা পেয়েছো বাংলার জনগণের টাকায়। তুমি কী ফেরত দিয়েছো। বাংলার দুঃখী মানুষকে, যে দুঃখী না খেয়ে মরে যায়? যে মানুষের কাপড় নাই, যে মানুষ বন্ধু খুঁজে পায় না, যার বস্ত্র নাই, শার্ট নাই, বুকের হাঁড়গুলো পর্যন্ত দেখা যায়, তাকে আজকে তোমরা কী দিয়েছো? এ প্রশ্ন আজ এখন জেগে গেছে।' তার তোলা এই প্রশ্নের আলোকে আজ আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের মানসিকভাবে নিঃস্বার্থ দেশ হিতৈষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট যেন দেশ পরিচালকদের সমভাবে ব্যথিত করে। তবেই না বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মা শান্তি পাবে। জনগণের দুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্য নিরন্তর আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আর এর মাধ্যমেই জাতির পিতার কাছে আমাদের আরাধ্য ঋণ পরিশোধ করতে চাই। কেননা, '৭৫-এর বিয়োগান্তক ঘটনার মধ্যদিয়ে তার স্বপ্নের স্থাপত্যকর্ম আধুনিক বাংলাদেশের যে সমূহ ক্ষতি হয়ে গেছে, তার পুনঃনির্মাণের দায়িত্ব তাঁরই প্রিয় সন্তান দেশপ্রেমী নাগরিকদের নিতে হবে। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া বাংলাদেশের সংরক্ষণ ও নতুন নির্মাণ প্রচেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করার মাধ্যমেই আমরা বাঁচতে পারি ও বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারি। শুধু উপযুক্ত সুকর্মের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকেও আমরা চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারি। আসুন সকলেই এমন প্রতিজ্ঞা করি যেন তাঁর স্বপ্নের বাংলাদেশ আমরা নির্বিঘ্নে গড়ে তুলতে পারি। তবেই না তিনি থাকবেন আমাদের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। আবারও বঙ্গবন্ধুর আত্মাকে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। পরিশেষে, অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই কালজয়ী কবিতার দুটি লাইন উচ্চারণ করতে চাই–

যতকাল রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান। ■

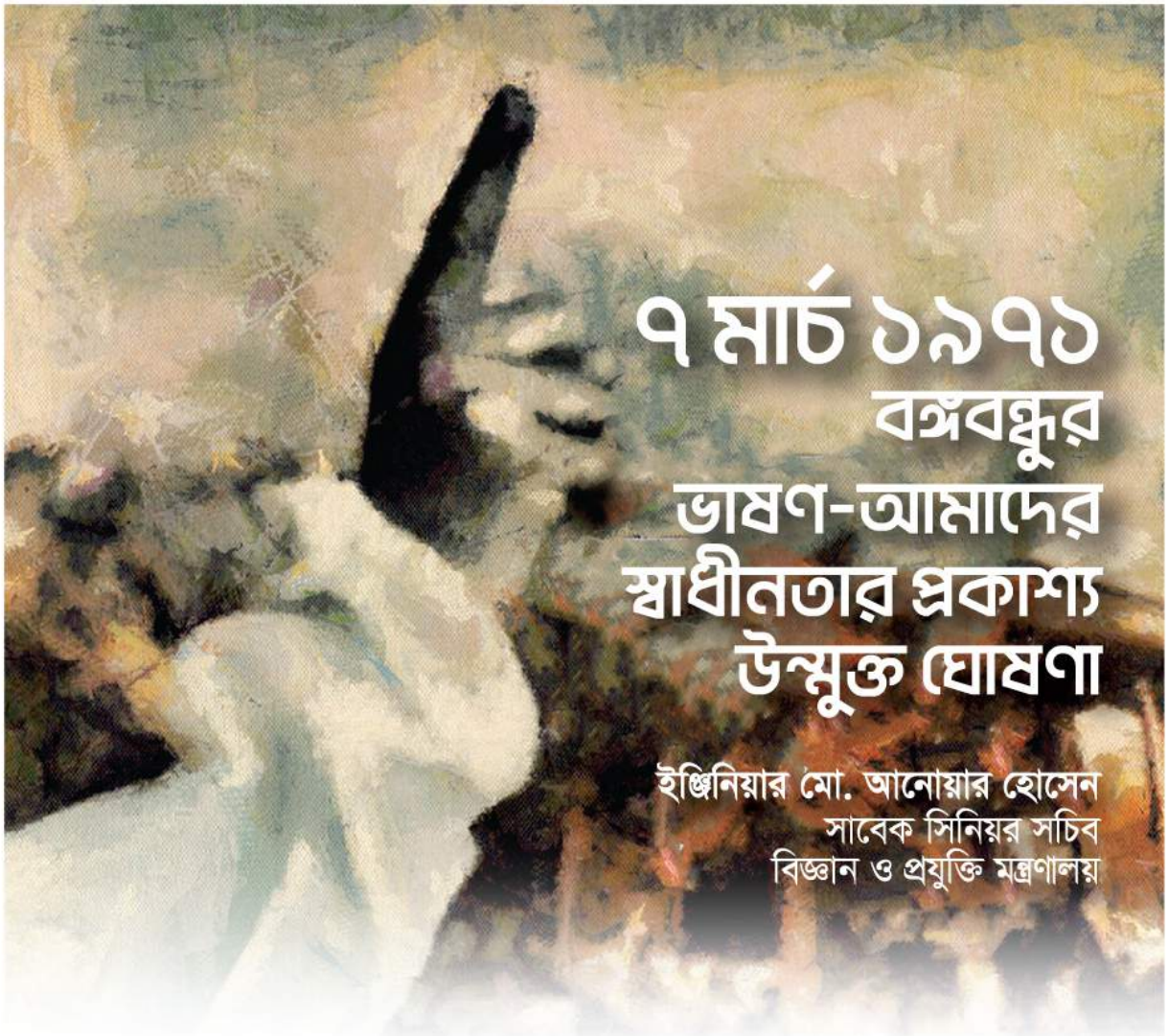

৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ-আমাদের স্বাধীনতার প্রকাশ্য উন্মুক্ত ঘোষণা

ইঞ্জিনিয়ার মো. আনোয়ার হোসেন
সাবেক সিনিয়র সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ- বাঙালির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। ঐ দিন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি বাংলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে পাকিস্তানি সামরিক শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দৃঢ়চিত্তে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এটি ছিল আমাদের স্বাধীনতার প্রকাশ্য উন্মুক্ত ঘোষণা। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সাত কোটি বাঙালি ভেবেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁদের হাজার বছরের স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্নসাধ পূরণ হয়েছে। এই ঘোষণার পর বাংলার মানুষ আর কখনও পাকিস্তানি সামরিক শাসকের কোন আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ মানে নি। সব শ্রেণির বাঙালি, সামরিক-বেসামরিক, সরকারি কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) সমস্ত অফিস-আদালত থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। বাংলার সব শ্রেণি-পেশার মানুষের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত চলতে থাকে ঢাকার ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের দিকে। বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরের বাসভবন হয়ে উঠে স্বাধীন বাংলার সচিবালয়। আর বঙ্গবন্ধু হয়ে

যান স্বাধীন বাংলার অঘোষিত প্রধানমন্ত্রী- ৭ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশ চলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। ৭ মার্চ ১৯৭১ এর পর বাংলার সংগ্রামী জনতা ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দেয়। ২৩ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস হওয়া সত্ত্বেও ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হাউজ এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ওড়েনি। প্রতিদিন ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবন থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ দেশ পরিচালনার জন্য নির্দেশনা জারী করতেন এবং ঐ অনুযায়ী বাংলাদেশ চলেছে। এরপর বাংলাদেশে আর কখনও পাকিস্তানি শাসন কায়েম হয়নি। এ জন্য ৭ মার্চ ১৯৭১-ই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্মদিন। এ দিনই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ১৯৭১-এর ভাষণের একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হলো, এটি পুরো বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। এর আগে ও পরে আজ পর্যন্ত এ ধরণের ভাষণ কোন নেতা কোথাও দেন নি। কারণ ঐ একটি মাত্র ভাষণই সেদিন বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দিয়েছিল। এই একটি ভাষণ একটি নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল। বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী গেরিলা যুদ্ধের পর বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনে। এ যুদ্ধে ত্রিশ লাখ বাঙালি শহীদ হন ও দুই লাখ মা-বোন নির্যাতিত হন। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন পরাধীন দেশ কোন একজন নেতার একটি মাত্র ভাষণে স্বাধীন হয় নি। এখানেই ভাষণটি অনন্য সাধারণ। এ ভাষণের সঙ্গে অন্য কোন নেতার কোন ভাষণের তুলনা চলে না।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর শুধু তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর ছিল না, এটি ছিল সাত কোটি শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত ও হাজার বছরের পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ বাঙালির মিলিত কণ্ঠস্বর। তিনি ঐ ভাষণে যা বলেছেন, এর প্রতিটি বাক্য ও শব্দ ছিল বিক্ষুব্ধ প্রত্যেক বাঙালির। প্রত্যেক বাঙালি ঐ ভাষণ শুনেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে স্লোগানে স্লোগানে প্রত্যুত্তর দিয়ে বলেছেন, এটি তাঁর মনের কথা। এই কথাটিই তাঁরা বলতে চেয়েছেন এবং বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে শুনতে চেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু আর সাত কোটি বাঙালি সেদিন মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু মাত্র ১৮ মিনিটে এ কালজয়ী, মর্মস্পর্শী, উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন; যার শব্দ সংখ্যা ছিল মাত্র ১১০৭টি। এ ভাষণে কোন বিরক্তিকর শব্দ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি নেই, নেই কোন বাহুল্য। আছে শুধু উচিত কথা স্পষ্ট করে বলা। দু'একটি জায়গায় বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি থাকলেও তা এই ভাষণকে করেছে শ্রুতিমধুর এবং বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে করেছে বেগবান। আজও ভাষণটি শোনামাত্র প্রত্যেক বাঙালির গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় ও থমকে দাঁড়াতে হয়। এ ভাষণ বারবার শুনলেও আবার শুনতে ইচ্ছে করে। বাঙালি জাতির কাছে এর আবেদন চিরদিন অম্লান থাকবে। ১৮ মিনিটের এ ভাষণের প্রতি মিনিটে যেন বাঙালি জাতি একশ বছর করে মোট ১৮০০ বছরের পরাধীনতার শৃংখল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে এবং যখন জনতা ঐ জনসভা শেষে ফিরে যাচ্ছিলেন; তখন তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ফিরে যাচ্ছিলেন। এ এমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা- যা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। এ কারণে এই ভাষণের সঙ্গে পৃথিবীর আর কোন রাজনৈতিক ভাষণ তুলনীয় নয়। এটি একটি অসাধারণ ও অতুলনীয় ভাষণ।

বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণ ছিল একটি মহাকাব্যিক ভাষণ। মহাকাব্যের সব উপাদান এ ভাষণে রয়েছে। যেমন- এ ভাষণের শুরুতে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ে রক্তদানের ইতিহাস উল্লেখ করেছেন; সাধারণ নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের কথা বলেছেন; গণমুখী শাসনতন্ত তৈরি করা ও বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কথা বলেছেন; বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির কথা বলেছেন; ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনের জুলুম, নির্যাতনের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রতিটি সাল উল্লেখ করে বাঙালিকে বঞ্চিত করার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এ ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি গণতন্ত্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে- 'যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও হয় তাঁর ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' সারা বিশ্ব সবসময় জেনে এসেছে, গণতন্ত্র হলো সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে প্রতিষ্ঠিত করা কিন্তু বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হয়েও ন্যায্য কথা বলার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতকে মেনে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এটি ইতিহাসে বিরল। এভাবে বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রের একটি চমৎকার ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। যা বিশ্ববাসী আগে শোনেনি। পুরো ভাষণে যেভাবে তিনি আলাপ-আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে বঙ্গবন্ধুকে একজন গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। পুরো ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাবার আহবান জানিয়েছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে ২৩ বছর থাকার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছেন- 'কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-আর্ত মানুষের মধ্যে। তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি।' এই ছিল পাকিস্তানি শাসকদের চরিত্র ও নীতি। এভাবে গণহত্যা করেই পাকিস্তানিরা বাংলায় তাদের শাসন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ডাকে দখলদার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে পাকিস্তানের সামরিক শাসককে নির্বিচারে মানুষ হত্যার বিচার করতে বলেছেন এবং তা আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেন- 'ঐ শহীদদের রক্তের উপর দিয়ে, পাড়া দিয়ে আর.টি.সি'তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না।' এর পরপরই তিনি অ্যাসেম্বলীতে যোগদানের জন্য চারটি শর্ত দিয়েছেন- প্রথম, সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। দ্বিতীয়, সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে। তৃতীয়, যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। চতুর্থ, জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই চারটি শর্ত পাকিস্তানি সামরিক

সরকার মানলে বঙ্গবন্ধু অ্যাসেম্বলীতে বসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান কিন্তু ইতিহাসের নির্মম সত্য হলো পাকিস্তানি শাসকরা বঙ্গবন্ধুর এসব শর্তের কোনটিই মানে নি। এর পরিবর্তে তারা সারা বাংলায় গণহত্যা চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বাংলাদেশে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে। তারা বাংলাদেশে কোন মানুষকেই চায় নি। চেয়েছে শুধু মাটি। উল্লিখিত শর্ত প্রদানের পরপরই বঙ্গবন্ধু এ ভাষণে বলেন- 'আমি, প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই।' এটিই ছিল বাংলার মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর আজীবনের অঙ্গীকার এবং সেটিই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসে বাংলার কোন রাজনৈতিক নেতা এভাবে প্রধানমন্ত্রিত্ব বা সিংহাসন বা ক্ষমতা পায়ে ঠেলতে পারেন নি। এখানেই বঙ্গবন্ধু এক ও অনন্য। বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসমসাহসী ও বাঙালির অধিকার আদায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ইতিহাসের এক আপোসহীন কালজয়ী নেতা। তিনি মানুষের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন।

অতঃপর এ ভাষণেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। বললেন- 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাচারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো- ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।' তারপর বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষকে প্রকৃতপক্ষে প্রতিরোধ ও গেরিলাযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহবান জানান এই বলে যে- 'আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের উপর আমার অনুরোধ রইল প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।' ভাষণের এই অংশটি স্পষ্টতই সরাসরি গেরিলাযুদ্ধে অংশগ্রহণের আহবান। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু আশংকা করেছিলেন যে, পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা অথবা বন্দী করতে পারে। এ আশংকা থেকেই তাঁর অনুপস্থিতিতে কি করতে হবে সে নির্দেশনাও তিনি দিয়েছিলেন। আমরা জানি, পরবর্তীতে পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে বন্দী করে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ রাখে।

এরপর বঙ্গবন্ধু গেরিলা যুদ্ধে কীভাবে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পর্যদুস্ত করতে হবে তার কৌশল সম্পর্কে নির্দেশনা দিলেন- 'আমরা ভাতে মারবো। আমরা পানিতে মারবো।' একই সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদের উদ্দেশ্যে সর্তকবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন- 'তোমরা আমার ভাই- তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবা না।' এখানে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের সাবধান করে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, বাংলার সাত কোটি মানুষ আজ তাঁর অধিকার আদায়ের জন্য তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ এবং এ জন্য নির্ভয়ে জীবন উৎসর্গ করে চলেছে- এ পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষকে তাঁর অধিকার আদায়ের পথ থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। তাঁরা তাঁদের অধিকার আদায় করেই তবে ঘরে ফিরবে।

এই প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধ কীভাবে সংগঠিত করতে হবে সে সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণে সংগ্রামী জনতাকে নির্দেশনা দিচ্ছেন এইভাবে- 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো।' বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী একজন মহান যোদ্ধা ও নেতা। তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন যে প্রতিরোধ ও গেরিলা যুদ্ধ প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা ও বাড়িতে ছড়িয়ে পড়বে। এটি হবে একটি জনযুদ্ধ- যেখানে প্রত্যেকটি মানুষকে তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করতে হবে। কারণ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত সেনাদল। তাদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনগণকে লড়াই করে জিততে হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে যার যা কিছু আছে তাই নিয়েই যুদ্ধ করতে হবে। পাশাপাশি তিনি তাঁর সংগ্রামী জনগণকে আশ্বস্ত করে বলছেন যে- 'মনে রাখবা রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব- এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্।' অর্থাৎ এ যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করবই। হাজার বছরের পরাধীন বাংলা মুক্ত হবেই।

ভাষণের এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা শহীদ হয়েছেন ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আওয়ামী লীগ, শিল্পের মালিক এবং জনগণকে আহবান জানান। এই ভাষণে বাংলার মুকুটহীন সম্রাট বঙ্গবন্ধু সরকার প্রধান হিসেবে সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন- 'সরকারি কর্মচারীদের বলি আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো। কেউ দেবে না। শোনেন- মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে

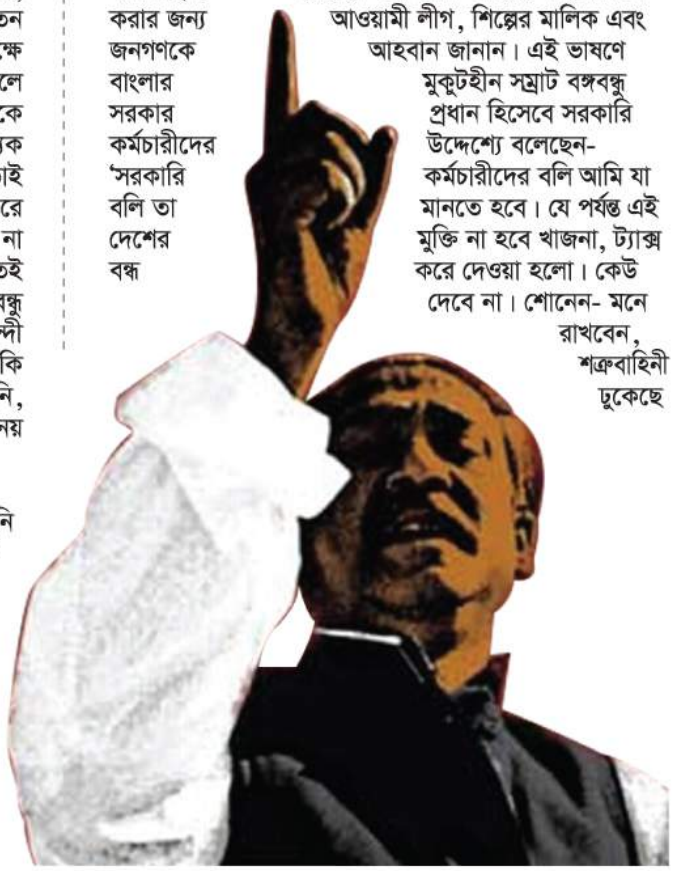

নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-ননবেঙ্গলি যাঁরা আছে, তাঁরা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে, আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মায়না-পত্র নেবার পারে কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন কিন্তু যদি এদেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।' এই নির্দেশনার পর কোন সামরিক-বেসামরিক বাঙালি কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের কোন নির্দেশ মানে নি। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছে। পুরো বাংলাদেশ চলেছে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে, বঙ্গবন্ধুর অঙ্গুলি হেলনে। পলাশীর আম্রকাননে হারানো বাংলার স্বাধীনতা যেন আবার ফিরে এলো ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বরে।

পাকিস্তান সরকার যাতে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে জাতিসংঘ এবং সারা বিশ্বে উপস্থাপন করতে না পারে, এ জন্য চারটি শর্ত দিয়ে রেসকোর্সে স্বাধীনতার জন্য অপেক্ষমান, তৃষ্ণার্ত ও উদ্বেলিত জনতার উদ্দেশ্যে কৌশলে বাঙালি জাতির হাজার বছরের কাঙ্খিত ঘোষণা তাঁর মহানায়কের কণ্ঠে এভাবে দিলেন-

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

উল্লেখ্য, পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। এটি অত্যন্ত কঠিন ও দুর্জয় সাহসের বিষয় ছিল। কারণ রেসকোর্স ময়দানের চারপাশ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘিরে রেখেছিল। আকাশে উড়ছিল সামরিক হেলিকপ্টার। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা জানতে পেরেছিল, বঙ্গবন্ধু সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন। যদি তিনি তা করেন, তাহলে রেসকোর্সের উপস্থিত লাখ লাখ জনতাসহ বঙ্গবন্ধুকে নিশ্চিহ্ন করার প্রস্তুতি তারা নিয়েছিল। অন্যদিকে হাজার বছরের শত সহস্র সংগ্রামের পর সংগ্রামী ও বিক্ষুব্ধ জনতা রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হয়েছিল তাঁদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু কণ্ঠ হতে ঐ একটি মাত্র ঘোষণা শুনতে। তা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। এ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ঐ ঘোষণাটি দেন। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণাকে সংগ্রামী জনতা স্বাধীনতার ঘোষণা হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে মনে করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালনের জন্য ফিরে যায়। আর পাকিস্তানি সৈন্যদল বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন নি ভেবে ফিরে যায়। বঙ্গবন্ধুর কৌশলের কাছে পাকিস্তানের পরাজয় ঘটে, জনতার বিজয় হয়।

অনেকেই বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের সঙ্গে অন্যান্য অনেক ভাষণের বিশেষ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মি. আব্রাহাম লিংকনের গ্যাটিসবার্গ এ্যাড্রেস ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিলের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রদত্ত ভাষণের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন; যা আদৌ তুলনাযোগ্য নয়। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল অলিখিত। বঙ্গবন্ধু অধিকাংশ সময়েই বক্তৃতা করেছেন তাৎক্ষণিকভাবে। ৭ মার্চের ভাষণও তিনি দিয়েছেন কোন নোট, মুসাবিদা ছাড়াই- তাৎক্ষণিকভাবে। তিনি সারাজীবন বাংলার মানুষের অধিকার আদায় এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন। এ জন্য তিনি কি বলবেন তাঁর সুনির্দিষ্ট মানসিক প্রস্তুতি ছিল। সেই প্রস্তুতি থেকেই তিনি মঞ্চে উঠে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে এই ঐতিহাসিক ভাষণটি দিয়েছেন। বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে কোন লিখিত নোট বা মুসাবিদা ছাড়াই একনাগাড়ে এমন উদ্দীপনাময় ও নির্দেশনামূলক এবং একই সাথে কাব্যময় ছন্দে বক্তৃতা প্রদান একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল বিধায় আমেরিকার নিউজউইক সাময়িকী বঙ্গবন্ধুকে 'Poet of Politics' অর্থাৎ 'রাজনীতির কবি' বলে আখ্যায়িত করেছিল তাদের ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিলে প্রকাশিত সংখ্যার প্রচ্ছদে। পক্ষান্তরে মি. আব্রাহাম লিংকন ও স্যার উইনস্টন চার্চিলের ভাষণ ছিল সুচিন্তিতভাবে সুলিখিত। আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর গ্যাটিসবার্গে বক্তৃতা দিয়েছেন আমেরিকার গৃহযুদ্ধে সেখানে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস এবং আমেরিকাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ধারণা উপস্থাপনের জন্য। এটি কোন বিদেশি শক্তিকে পরাজিত করে মাতৃভূমি স্বাধীন করার ভাষণ নয়।

আবার স্যার উইনস্টন চার্চিলের দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালের ২০ আগস্ট প্রদত্ত 'নেভার সো মেনি' শীর্ষক ভাষণটি ছিল ব্যাটল অফ ব্রিটেনে নিহত বৈমানিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য লিখিত ভাষণ। এর পূর্বে মি. চার্চিল ১৯৪০ সালের ৪ জুন বিবিসির মাধ্যমে প্রদত্ত ভাষণে হিটলারের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে তাঁর দেশবাসীকে আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the field and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender.' মি. চার্চিলের এ ভাষণটিও ছিল লিখিত। তিনি কোন পরাধীন জাতিকে শত্রুমুক্ত করতে এ ভাষণ দেননি- বহিঃশত্রু ফ্যাসিস্ট হিটলার যাতে তাঁর দেশ দখল করতে না পারে তা প্রতিরোধ করার জন্য দেশবাসীকে আহবান জানিয়েছেন কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৩ বছর পাকিস্তানিরা বাংলাদেশ দখল করে শাসন করছিল।

মার্চ মাসে প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি সৈন্য আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাংলাদেশে অবস্থান করছিল কিন্তু বাঙালিদের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কোন অস্ত্র ছিল না, ছিল না কোন সেনাবাহিনী। শুধু ছিল বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বে সাত কোটি বাঙালির বাংলাদেশ স্বাধীন করার আকাঙ্খা, দৃঢ় প্রত্যয় এবং সাহস। তাই সেদিন ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু ২৩ বছরের পাকিস্তানি শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিয়ে এক লাখ নরঘাতক বর্বর দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য ঐ ভাষণ দিয়েছিলেন। এই জন্য মি. আব্রাহাম লিংকন ও স্যার উইনস্টন চার্চিলসহ কোন নেতার ভাষণের সাথে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের এ ভাষণ তুলনা করা যায় না।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত লেখক ও ইতিহাসবিদ জ্যাকব এফ ফিল্ড কর্তৃক বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে সংকলিত ও সম্পাদিত 'We shall fight on the beaches: The Speeches that Inspired History' নামক গ্রন্থে খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১ থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত ঐতিহাসিক ভাষণগুলোর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চে ভাষণও স্থান পেয়েছে। বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। ইউনেস্কো যথার্থই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর 'মেমরি অফ দ্য ওয়াল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রার'-এ তালিকাভুক্ত করেছে; যা মানবজাতির জন্য বিশ্বসম্পদ হিসেবে আনুষ্ঠানিক ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হবে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মূল স্পিরিটই ছিল স্বাধীনতার প্রকাশ্য ঘোষণা। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা এই ভাষণে দিয়েছেন। যা ছিল পাকিস্তানি শাসকের মুখের উপর বাঙালি জাতির স্বাধীনতার উন্মুক্ত ঘোষণা। এই ঘোষণার পরই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল- এটিই সত্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু স্বয়ং ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'স্বাধীনতার ইতিহাস কোনদিন মিথ্যা করতে নাই। আমার সহকর্মীরা যারা এখানে ছিলো- তারা সকলে জানতো যে, ২৫ তারিখ রাত্রে কি ঘটবে। তাদের বলেছিলাম- আমি মরি-বাঁচি, সংগ্রাম চালিয়ে যেও। বাংলার মানুষকে মুক্ত করতে হবে।' ৭ মার্চ কি স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলার বাকী ছিলো? প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চেই স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়েছিল। সেদিন পরিষ্কার বলা হয়েছিল- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।' এই ভাষণ যুগে যুগে বাঙালিকে তাঁর অধিকার আদায় ও স্বাধীনতা রক্ষায় অনুপ্রেরণা যোগাবে। অন্যদিকে বিশ্বের অন্যান্য পরাধীন স্বাধীনতাকামী মানুষকেও তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার প্রেরণা যোগাবে। বাংলাদেশের অন্যতম কবি নির্মলেন্দ গুণ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে নিয়ে একটি কালজয়ী কবিতা রচনা করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা ৭ মার্চের প্রকৃত মর্মার্থ ও তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। ওই ঐতিহাসিক কবিতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পংক্তি এ রকম-

"একটি কবিতা লেখা হবে, তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা
নিয়ে লক্ষ লক্ষ উন্মুক্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে
আছে ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে : 'কখন আসবে
কবি ?'

একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের : 'কখন আসবে কবি?'
'কখন আসবে কবি?'

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিলো জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিলো জোয়ার সকল দুয়ার খোলা।
কে রোধে তাহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর
অমর কবিতাখানি :
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।'
সত্যিই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ থেকেই আমরা স্বাধীন এবং স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের ।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

তথ্য উৎস ও সহায়ক গ্রন্থ:
১। *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ রাজনীতির মহাকাব্য*
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২। *বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্বাধীনতার মহাকাব্য*
সম্পাদনা- মোহাম্মদ শাহজাহান
৩। *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক সংকলিত ■

আমরা যাঁদের হারিয়েছি

১. প্রকৌশলী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, এম/১৮৪৭৬
২. প্রকৌশলী খালেদা শাহরিয়ার কবীর, এফ/১৫৪৯
৩. প্রকৌশলী এ.এস. নাজিমউদ্দিন আহমেদ, এফ/১৭৪৬
৪. প্রকৌশলী মো. আলতাফ হোসেন, এফ/৭৮৮৩
৫. প্রকৌশলী মো. ইসমাইল
৬. প্রকৌশলী জহিরুল ইসলাম খান
৭. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী আশরাফ, পিইঞ্জ., এফ/২১৩২
৮. প্রকৌশলী সাইদুর রহমান
৯. প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম
১০. প্রকৌশলী মো. আলমগীর
১১. অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এ এম এম সফিউল্লাহ, এফ/১৩১৯
১২. প্রকৌশলী এ আর এম আনোয়ার হোসেন,পিইঞ্জ. এফ/১৯৬৭
১৩. অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক আখন্দ
১৪. প্রকৌশলী এ কে এম রিয়াজুল ইসলাম, এফ/২০৭৩
১৫. প্রকৌশলী তোফাজ্জল হোসেন
১৬. প্রকৌশলী মো. হাবিবুল্লাহ সিরাজী, এফ/১১৬০৯
১৭. প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মাসুম
১৮. প্রকৌশলী খোরশেদ আলম
১৯. প্রকৌশলী কাজী নজিবুল হক
২০. প্রকৌশলী মো. জাকারিয়া
২১. প্রকৌশলী সাইদ রশিদুল হাসান
২২. প্রকৌশলী মো. আব্দুল খালেক
২৩. প্রকৌশলী একেএম শাহজাহান পাটওয়ারী, এফ/১৯৩৮
২৪. প্রকৌশলী সাইদুর রহমান
২৫. প্রকৌশলী আবু সাইদ
২৬. প্রকৌশলী মো. আনোয়ারুল হক, এফ/১২৯৪৭
২৭. প্রকৌশলী গোলাম মাওলা
২৮. প্রকৌশলী এটিএম লুৎফর রহমান চৌধুরী, এফ/১১০৬
২৯. প্রকৌশলী মুমিনুল ইসলাম
৩০. প্রকৌশলী আবুল হোসেন
৩১. প্রকৌশলী মো. সিরাজুল ইসলাম
৩২. অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. মিজানুল হক, এফ/১৩১৮

কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না...

ইঞ্জিনিয়ার ইমু রিয়াজুল হাসান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা জীবন বাংলার শোষিত নির্যাতিত সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন এবং তাদের মুখে হাসি ফুটানো অর্থাৎ তাদের মুক্তির চিন্তাই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের ভাবনায় ও সাধনায় ছিল হাজার বছরের বাংলাদেশ ও বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর স্বপ্ন। বাঙ্গালী জাতির তিন হাজার বৎসরের ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে অনেক নায়কের দেখা মিলেছে কিন্তু মহানায়কের অস্তিত্ব একেবারেই বিরল। আমাদের ইতিহাসের মহানায়ক- বঙ্গবন্ধু।

সব ইতিহাসেই কিছু নাম আছে, ব্যাখ্যা দিয়ে যার নাগাল পাওয়া যায় না, উপমা দিয়ে যাকে ধরার উপায় থাকে না- সামনে এনেই তাকে চিনতে হয়। আকাশ যেমন বিশাল। তার বিশালতাকে যেমন ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমুদ্রে গর্জনকে যেমন বলে বুঝানো যায় না। তাকে অনুভব করতে হয়। ঠিক তেমনি শেখ মুজিবুর রহমান। হিমালয়ের উচ্চতায় তার অবস্থান। জোট-নিরপেক্ষ নেতা ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছেন, "আমি হিমালয় দেখিনি, আমি বঙ্গবন্ধুকে দেখিছি...."। দেশে বিদেশে অনেক নেতাই আছেন। তাদের কেউ ইতিহাসের একটি মাত্র পংতি, কেউ একটি পাতা বা একটি অধ্যায়। আবার কেউ নিজেই সমগ্র ইতিহাস। আর বঙ্গবন্ধু হচ্ছেন বাঙালি জাতির সমগ্র ইতিহাস। ২০০৪ সালে বিবিসি'র বিশ্বজরীপে বঙ্গবন্ধু হয়েছেন- **সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি**। মৃত্যুর শত সহস্র বছর পরেও বাঙালির সমগ্র জীবনে থাকবে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর প্রবল উপস্থিতি। বঙ্গবন্ধু মানুষের মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছিলেন, মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালির মনে মুক্তির আকাঙ্খার বীজ বপন

করেন এবং দীর্ঘ সংগ্রাম, আন্দোলন ও নেতৃত্বের বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মধ্যে দিয়ে বঙ্গবন্ধু সে আকাঙ্খাকে বিকশিত করে যথাসময়ে যৌক্তিক পরিণত অবস্থায় চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ দীর্ঘ সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর সতীর্থ অনেকেই ছিলেন কিন্তু তার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। শেখ মুজিবুর রহমান তাই আন্দোলন উত্তাল দেশে বঙ্গবন্ধু এবং স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের জাতির জনক। একটি আত্মবিস্মৃত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে স্বাধীকার ও স্বজ্যাত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, সচেতন ও সংগঠিত করে তোলা, এবং এক জীবনের সাধনায় স্বাধীনতা অর্জন করার কৃতিত্বই বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশের দুজর্য় সংগ্রাম আর সাহসের প্রতীক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। ১৯৬৯ সনে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও স্বাধীনতার আকাঙ্খার মূর্ত-প্রতীক হয়ে উঠেন। অন্য কোন নেতা তাঁর ধারে কাছেও যেতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু তার সুদীর্ঘ সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের চব্বিশ বৎসরে আঠার বার কারা ভোগ করেন এবং প্রায় বারো বৎসর কারাগারে কাটিয়েছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই- ৪৮ এ প্রথম ভাষা আন্দোলন ও ছাত্রলীগ গঠন, ৪৯ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ন্যায্য আন্দোলনে সমর্থন, সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে বহিষ্কার এবং অন্যান্যদের মতো বঙ্গবন্ধুর "মুচলেকা" দিয়ে বহিস্কারাদেশ-প্রত্যাহার প্রস্তাব নাকচ, ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষনের প্রতিবাদে কারাগারে বঙ্গবন্ধুর আমরণ অনশন, তেপান্নতে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে মুসলীম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন, ৫৪ এর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয়, ৫৭ এ আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার জন্য মন্ত্রীত্ব থেকে বঙ্গবন্ধুর পদত্যাগ, ৬২ তে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন, ৬৬ তে বাংলার মানুষের মুক্তির সনদ স্বায়ত্বশাসনের দাবী সম্বলিত ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রণয়ন, ৬৮ তে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীর কাঠগড়ায়, ৬৯ এ সারা দেশব্যাপী উত্তাল গণঅভ্যুত্থান, বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি প্রদানের আইয়ুবের ঘোষণা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ৩৪ জন বন্দীকে রেখে বঙ্গবন্ধুর প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখান এবং পরর্বতীতে আন্দোলনের তীব্রতায় এ মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুসহ সকল বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি লাভ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ৬৯ এ রেসকোর্সের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা এবং বঙ্গবন্ধুর ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবীর প্রতি সমর্থন প্রদান। তারপর ৭০ এর নির্বাচন। তখনকার অনেক নেতাই "ভোটের আগে ভাত চাই" স্লোগান দিয়েছিলেন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার কারণে আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু ৬ দফার উপর জনগণের ম্যান্ডেট চান এবং সে নির্বাচনে তিনি জনগণের ঐতিহাসিক ম্যান্ডেট পান। সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬৯ টির মধ্যে ১৬৭ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩১০টির মধ্যে ৩০৫ টি আসন লাভ করে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকার আন্দোলনে তিনি বাংলাদেশের সকল মানুষকে স্বজ্যাত্ববোধ, জাতীয়তাবাধী চেতনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্খায় সচেতন, উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করেন। প্রতিটি পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন– অকুতোভয়, আপোসহীন, অসীম সাহসী ও দৃঢ়চেতা আর তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ। তিনি ছিলেন তার লক্ষ্যে স্থির ও অবিচল। নেতৃত্বের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ছিল তার বিস্ময়কর- আর তার ছিল গভীর দেশপ্রেম।

দেশের মানুষ অকারণে বা নিছক আবেগের তাড়নাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসাবে বরণ করে নেয়নি। ষাটের দশকের শেষ দিকে উনসত্তরে দেশব্যাপী উত্তাল গণ-অভ্যুত্থানকে এবং সত্তরের গণ-জাগরণ ও গণ-আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনা করে বঙ্গবন্ধু যেভাবে দুর্বার জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলেন এবং দেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা তুঙ্গে নিয়ে যান তা– এক কথায় তুলনাবিহীন। ১৯৭১ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে ঐই অঞ্চল তথা সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান হয়ে উঠেছিল– স্বাধীন বাংলাদেশ। ৭১ এর ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে সারা দেশে উড়েছিল বাংলাদেশের পতাকা এবং বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সেই বাংলাদেশের জনগণমন অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে তখনকার সে অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপ্তিতে, শান্তিপূর্ণ প্রয়োগে, দৃঢ়তায় এবং সর্বাত্মক সাফল্যে বিশ্ব ইতিহাসে অভূতপূর্ব ও নজীরবিহীন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসে প্রভাব বিস্তারকারী সেরা ৪৬টি ভাষণের মধ্যে অন্যতম। ১৯ মিনিটের এ ভাষণটি ছিল অধিকার বঞ্চিত বাঙ্গালীর শত সহস্র বছরের সংগুপ্ত আশা-আকাঙ্খা ও স্বপ্নের উচ্চারণ। এ ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল অসাধারণ। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক যেমন দেন, তেমনি এমন কোন প্রস্তুতিমূলক খুটি নাটি বিষয় ছিলনা যা তিনি বলেননি। বঙ্গবন্ধুর দিকে তখন ইয়াহিয়ার কামান তাক করা ছিল আর ছিল এক জনসমুদ্রের আকাশছোঁয়া প্রত্যাশার চাপ। বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাঁর ভাষণ শর্তযুক্ত বার্তাবরণে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও হঠকারীতার দোষে কখনো দুষ্ট হয়নি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীনতার মূল স্থপতি। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান সারথি ও অগ্নিপুরুষ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি আমাদের মাঝে ছিলেন না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা এবং বাংলাদেশের অবরুদ্ধ জনতা ঐ নয় মাস তার দৃপ্ত মুখমন্ডলকে হৃদয়ে গেথেঁ নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে এবং তার স্লোগান "জয় বাংলা, বাংলার জয়" কণ্ঠে ধারণ করে জীবনকে বাজি রেখে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু বেশী সময় পাননি। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি যা দিয়েছেন- তাও বিস্ময়কর। ১০ই জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরলেন, ১১ই জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বায়িত্ব নেন।

তিনি দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পূনর্গঠন শুরু করেন, যমুনা নদীসহ প্রধান প্রধান নদীতে ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা ও বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্স্থাপন করেন, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসিত করেন, ব্যাংক, বীমা, বস্ত্রকল, পাটকল, পরিত্যাক্ত শিল্পকারখানা ইত্যাদি জাতীয়করণ করেন, ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করে গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক

শিক্ষা জাতীয়করণ এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরী সরকারিকরণ করেন, ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ নেন, কৃষিতে ভর্তুকীদেন এবং কৃষিতে সমবায় ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা নেন। ১৭ই জানুয়ারি তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট হতে অস্ত্র জমা দেয়ার আহবান জানান এবং দেশ অস্ত্র মুক্ত করেন। অস্ত্র হাতে নেওয়া যেমন কঠিন, তার চেয়ে আরো কঠিন অস্ত্র জমা দেওয়া। একবার অস্ত্র গ্রহণ করলে তা নাকি সত্ত্বার সাথে, অস্তিত্বের সাথে মিশে যায়। বঙ্গবন্ধু ছাড়া আর কারো হাতে তারা এভাবে অস্ত্র জমা দিতেন কিনা সন্দেহ। বঙ্গবন্ধুর জন্যই মাত্র তিন মাসের মাথায় ভারতীয় সেনা বাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয়-দশক পরেও মিত্র বাহিনী আজও জার্মানি থেকে চলে যায়নি)। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। আমাদের সংবিধান বিশ্বের একটি উন্নত ও মানবিক সংবিধান। অসাম্প্রদায়িকতা, ন্যায় বিচার, শ্রমিকদের ন্যায্য- মজুরি ও গ্রামীণ মানুষের বিদ্যুৎ এর অধিকার আমাদের সংবিধান স্বীকৃত- যা বিশ্বের খুব কম সংবিধানে আছে। ১৯৭৪ সনে বঙ্গবন্ধু প্রথম জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেন– যা বাংলা ভাষাকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। মাত্র তিন বছরে ১৩১ দেশের স্বীকৃতি আদায়সহ জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি, জোট নিরপেক্ষ জোটের সদস্য-ভুক্তি হওয়ায় কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুর। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার ও দৃঢ়তার কারণে ৭৫ এর ৯ই আগস্ট আন্তর্জাতিক শেল কোম্পানী হতে ৫টি গ্যাস ফিল্ড কিনে পেট্রোবাংলা গঠন করেন যা বর্তমানে আমাদের গ্যাসের প্রধান উৎস (সে কারণে ৯ই আগস্টকে সরকার জ্বালানী-নিরাপত্তা দিবস ঘোষণা করে)। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের জলসীমানা ও স্থলসীমানা নির্ধারণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ ও কার্যকর ব্যবস্থা শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সনে বাংলাদেশের জল সীমানায় বঙ্গোপসাগরের বিপুলএলাকা অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ৬৪ বছরের অভিশাপ থেকে ছিটমহলবাসী মুক্তি পায় ও বাংলাদেশের স্থল সীমানা চূড়ান্ত হয়।

১৫ই আগস্ট ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে চেয়েছিল- কিন্তু তারা পারেনি। বঙ্গবন্ধু আরও শক্তিশালী হয়েছেন, আরো জীবন্ত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু আছে আমাদের হৃদয়ে, আমাদের ভালোবাসায়, আমাদের বিশ্বাসে, আমাদের চেতনায়। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যত গান, যত কবিতা, যত লেখা রচিত হয়েছে, বিশ্বের কোথাও, কোন ভাষায় কোন নেতার মৃত্যুর পরে এত লেখা রচিত হয়নি। বঙ্গবন্ধুর কথা আসলেই আমাদের অনেক আবেগ চলে আসে। বঙ্গবন্ধুর সাথে আছে বাঙ্গালীর নাড়ীর ও আত্মার সম্পর্ক । তাইত শুনি ঃ

যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই,
যদি রাজপথে আবার মিছিল হত "বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই"
তবে বিশ্ব পেত এক মহান নেতা
আমরা পেতাম ফিরে জাতির পিতা।
অথবা
"যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা গৌরী, যমুনা বহমান
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান"

বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসূরী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলার দিকে এবং বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। বঙ্গবন্ধু যেমন বাঙ্গালীর মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, ঠিক তেমন, তার কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের মনে স্বপ্নের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের চোখে স্বপ্ন ও মনে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছেন- সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার। আমাদের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি এখন দৃশ্যমান । আমরা এখন নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পৌছে গেছি। প্রচন্ড গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। সমস্ত প্রতিকূলতা ভেঙ্গেচুরে পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে বাংলাদেশ তার অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বীরদর্পে। বিশ্বের উন্নত দেশে যেখানে অর্থনৈতিক মন্দা, কিংবা প্রবৃদ্ধি ১-২% কম, সেখানে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৬% বেশী; অবাক পৃথিবী, অবাক বিস্ময়ে বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে আছে। অবাক পৃথিবী, বাংলাদেশকে স্যালুট করছে নীরবে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসু বাংলাদেশের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিকে এক কথায় বলেছেন "বিস্ময়কর"। ভারতের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন বলেছেন, "বেশ কয়েকটি সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে"।

বাংলাদেশের এই যে অর্জন, এই অর্জনের পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা। বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার দিকে ক্রমাগত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে স্বপ্ন উপহার দিয়েছেন। তিনি বাঙ্গালীকে আবার নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন এবং সে স্বপ্নকে তিনি ধাপে ধাপে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত করছেন। বঙ্গবন্ধু যেমন ১৯৬৬ সালে ৬ দফা দিয়ে বাংলার মানুষের মনে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন "স্বাধীকারের" এবং ১৯৭১ সালে ১ দফা দিয়ে "স্বাধীনতা" অর্জন করিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখিয়েছেন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার এবং সে অনুযায়ী পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছেন। বাংলাদেশ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইতিমধ্যে যেমন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত এবং ঠিক তেমনি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে ইন্‌শাল্লাহ, কারণ আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলে গেছেন, " ...কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না। ..."

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হউক।■

কেন্দ্র পরিবর্তন ও ঠিকানা সংশোধন

আইইবি'র সম্মানিত সদস্যদের কেন্দ্র পরিবর্তন, নাম, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল, ছবি সংশোধন করতে আইইবি সদর দফতরের মেম্বারশিপ শাখায় অথবা আইইবি আইটি শাখা (iebheadquarter.it@gmail.com) অবহিত করার জন্য জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা এবং আজকের বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন
মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং
ভাইস- প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক)
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

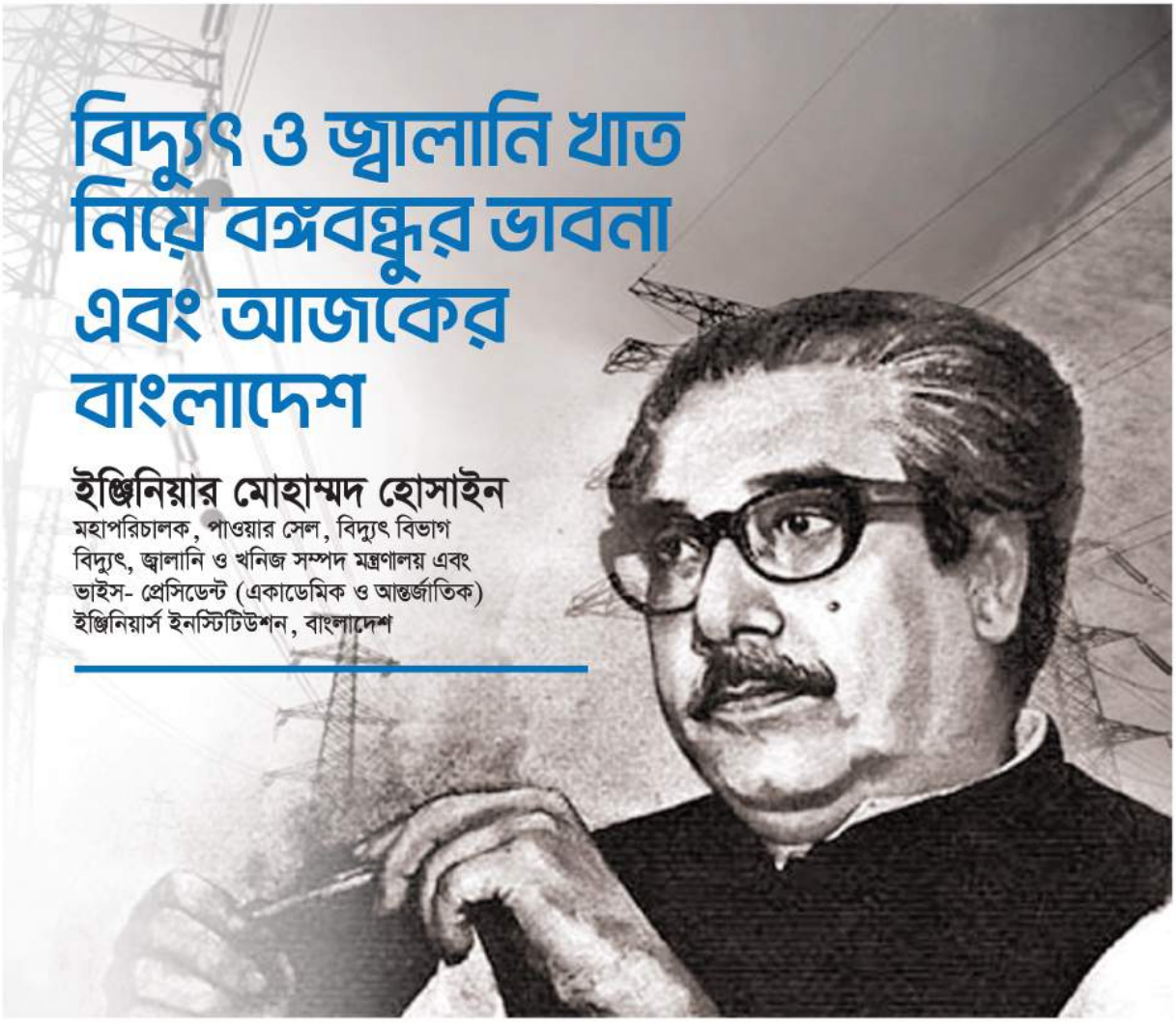

মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে আলোকিত অধ্যায়। জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে এদেশের আপামর জনগণ পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আনেক ত্যাগের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল। কিন্তু মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী চক্র আমাদের স্বাধীনতাকে ধুলিস্যাৎ করার অপচেষ্টায় জাতির জনককে স্বপরিবারে হত্যা করে।

এই শোকের মাসকে সামনে রেখে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদ, ৩০ লক্ষ শহীদ এবং দুই লক্ষ মা-বোনকে যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছি।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের জন্য তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে পুরোপুরি নিবেদিত করেছিলেন। তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে অন্তর্ভুক্তি মূলক উন্নয়নের কাঙ্খিত দিকে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য তাঁর স্বপ্নটি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার মাত্র ২-৩ বছরের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কাজে লাগাতে সফল হন। তিনি ১৯৭২ সালে মাত্র আট (৮) বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি অর্থনীতি

উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে একটি ডলারও ছিল না। বিশ্বব্যাপী তেল সংকট এবং ক্রমবর্ধমান খাদ্য ঘাটতির পরে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির চাপ সত্ত্বেও কিন্তু স্বল্প পরিমাণে দেশীয় সম্পদ এবং কিছু আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তায় এই বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অনুপ্রেরণামূলক নেতৃত্বের জন্য দেশের মানুষ তাদের নিজস্ব শক্তিতেও বিশ্বাস করতে শুরু করে। অবশ্যই, তাঁর কন্যা, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন তাঁর পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করছেন এবং বিশ্বজুড়ে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সফলভাবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে যদি বঙ্গবন্ধু, যিনি জাতির জনক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, ৪৬ বছর আগে তাকে হারিয়ে না ফেলতাম; কেমন হত আজকের এই বাংলাদেশ, সে ছবি শুধু কল্পনায় আঁকা যায়। আমরা এখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি। সুখী, সমৃদ্ধ কল্যাণমুখী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' সফলভাবে বাস্তবায়ন, এসডিজি ২০৩০ বাস্তবতায় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা' জাতির কাছে সরকারের অঙ্গীকার।

স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ এবং লেখায় সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের কথা বহুল উচ্চারিত ছিল। তবে এটা তাঁর কাছে নিছক রাজনৈতিক বক্তব্য নয়। এই আকাঙ্খা এই ভূমির অতীত গৌরবের কারণে বঙ্গবন্ধুর সদাজাগ্রত চেতনার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। তিনি জানতেন যে, কয়েক শতাব্দী আগেই বাংলাদেশ ছিল সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেশ। এই দেশটি তার কৃষিক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল (অনুকূল জলবায়ু পরিস্থিতি, উর্বর জমি, নদী ভুগোল ইত্যাদি দ্বারা চালিত)। মসলিন, রেশম, তুলা, মশলা এবং এমনকি জাহাজ নির্মাণের মতো রপ্তানির জন্যও বিখ্যাত ছিল। সেই যুগে বাংলা ছিল সত্যিকারের বাণিজ্য কেন্দ্র। ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মূলত এই আকর্ষণগুলোর কারণে এই বাংলায় ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। আঠারো শতকে, বাংলার জীবনযাত্রা গ্রেট ব্রিটেনের সাথে তুলনামূলক ছিল। বঙ্গবন্ধু সেই গৌরবময় অতীত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য যথাযথ সংগ্রামের মাধ্যমে অতীতের গৌরব পুনরুখিত হতে পারে এবং তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এই সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই লড়াইয়ের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন পাকিস্তান আমলের প্রথম বছরগুলোতে যখন পূর্ববঙ্গকে (আজকের বাংলাদেশকে) পশ্চিম পাকিস্তানের নব্য-উপনিবেশ করার চেষ্টা করেছিল। তিনি জনগণের নেতা এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবেও শোষণের এই প্রক্রিয়াটি দেখেছিলেন। যদিও তা কেবল অল্প সময়ের জন্য। বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের (অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ) মানুষের পক্ষে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

বিগত এক দশকের দেশ তথা বিদ্যুৎ খাতের অভাবনীয় অর্জনের শুরু ২০০৯ থেকে নয় বরং সোনার বাংলা বিনির্মাণে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমুল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার থেকে সূচিত হয়। বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করেন, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি। তাই দেশের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৫ সালে ৯ আগস্ট তৎকালীন শেল ওয়েল কোম্পানি থেকে ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ডে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ, বিতরণ ও বিক্রয় সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ জারিকৃত The ESSO Undertaking Acquisition Ordinance, ১৯৭৫ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc এর দায়িত্ব বঙ্গবন্ধুর সরকার গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার এ দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা ঘটে।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দিক নির্দেশনামূলক ভাষণে বলেন যে, বিদ্যুৎ ছাড়া কোন কাজ হয় না । তিনি বলেন যে, দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান- গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রেই উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হইবে না। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ৫৯ (PO-59) এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ৩১ মে ওয়াপদা-কে দুই ভাগে বিভক্ত করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের এক নবদিগন্তের সূচনা করেন। ফলশ্রুতিতে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ দায়িত্ব অর্পিত হয় বিউবোর উপর। বঙ্গবন্ধুর সূদুর প্রসারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় সিদ্ধিরগঞ্জ ঘোড়াশাল এবং আশুগঞ্জে পাওয়ার হাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। লোড সেন্টার বিবেচনায় উক্ত পাওয়ার হাবসমূহ এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তবে ১৯৭৫ পরবর্তী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নির্মম হত্যাকান্ডের পর স্বাধীনতা বিরোধী সরকার ক্ষমতায় থাকায় পরবর্তীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতের আশাব্যঞ্জক কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

৭৫ এর পর দীর্ঘ ছয়টি বছর সীমাহীন কষ্টসাধ্য নির্বাসিত জীবন শেষ করে ১৯৮১ সালে ১৭ মে নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে নিজের মানুষের কাছে ফিরে আসেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। সুদীর্ঘ ১৫ বছরের সংগ্রামের পর ১৯৯৬ এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাংলাদেশকে আবারো পুনরুজ্জীবিত করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার যাত্রা শুরু করে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে অনেক বৈশ্বিক

পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ১৬০০ থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার জন্য Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh প্রস্তুত করে। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি অংশগ্রহণ প্রায় ৫০ ভাগ। বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎ খাতের কাঠামোগত সংস্কার করে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণখাতে নানা সংস্থা ও কোম্পানি গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ খাতের ন্যায় জ্বালানি খাতেও কাঠামোগত সংস্কার করে নানাবিধ সংস্থা ও কোম্পানি গঠন করা হয়।

জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আবারো মাথা উচুঁ করে উঠে দাঁড়াতে শুরু করে ২০০৮ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর। ২০০৯ সালে সারাবিশ্বে তখন ভয়াবহ অবস্থা। এই ভয়াবহ অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন দিন বদলের সনদ রূপকার ২০২১। তিনি ঘোষণা দিলেন ২০২১ সালের মধ্যে সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো হবে। বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিকে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। ২০২১ সালের আগেই বিদ্যুৎ এখন প্রায় সবার ঘরে পৌঁছেছে। অর্থনীতিতে ক্রমাগতভাবে উঁচু প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার পরেও মূল্যস্ফীতিকে রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। বিশ্বের অনেক দেশকেই পিছনে ফেলে আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন করে সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী, সাহসী ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ফলে একদশকে বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যা বিগত ১০০ বছরেও হয়নি। সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় রেখে জ্বালানি বহুমুখীকরণের জন্য গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, এলএনজি, তরল জ্বালানি ডুয়েল ফুয়েল, পরমাণু বিদ্যুৎ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণসহ বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনাও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দেশে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ও টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদী মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রায় ৯০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩ সাল হতে প্রতিবেশী ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যে সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ২০ হাজার ২৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। ফলে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ক্যাপটিভসহ ২৫ হাজার ২২৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে যা সরকারের নেয়া লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বেই অর্জিত হয়েছে। বর্তমান বিদ্যুতের সুবিধাভোগী জনসংখ্যা ৭৪ হতে ৯৯.৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে। যেগুলো খুব শীঘ্রই কার্যক্রম শুরু করবে। তাছাড়া ৬৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো ১৯ হাজার ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সংরক্ষণ মেরামতের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকারের বিগত দুই মেয়াদের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১২ হাজার ৭৪৪ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ১২ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ১৬.৮৫ শতাংশ হতে প্রায় ৫ শতাংশে হ্রাস পেয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১১.২৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ' এ স্লোগানকে সামনে রেখে সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষমাত্রা পূরণকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। এ সাফল্যের পিছনে বিদ্যুৎ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিব বর্ষকে সেবা বর্ষ হিসেবে পালন করছে। বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিব বর্ষে দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা উপলক্ষে বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। রূপকল্প ২০২১ এর ধারাবাহিকতায় রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী দিনের সুখী ও সমৃদ্ধ উন্নত আলোকিত বাংলাদেশ রূপান্তরের নিমিত্তে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ■

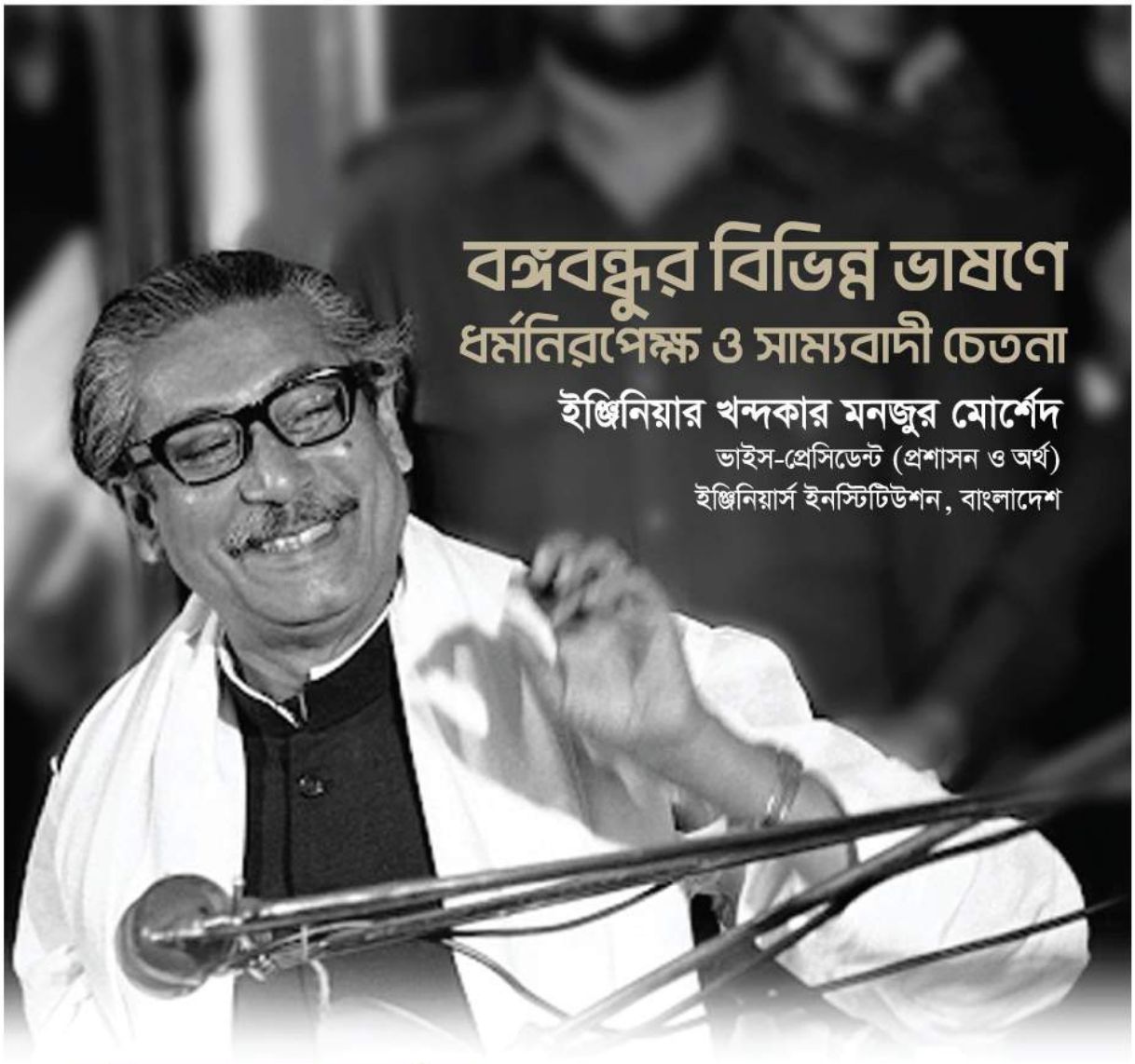

বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণে ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্যবাদী চেতনা

ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ
ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ)
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বাধীন বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের নির্মাতা হলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, সাম্যবাদী, মানবতাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার যে শিকল তা ছিন্ন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বাংলা ও বাঙালির মুক্তি ও জয় চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু একটি শোষণমুক্ত মানবতাবাদী-ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

এ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তৃতায় ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্যবাদী চেতনার প্রকাশ তুলে ধরা হলো- বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। ইন্দোনেশিয়ার পরেই এর স্থান। মুসলিম জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের স্থান তৃতীয় ও পাকিস্তানের স্থান চতুর্থ কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী ইসলামের নামে এ- দেশের মুসলমানদের হত্যা করেছে, আমাদের নারীদের বেইজ্জত করেছে। ইসলামের অবমাননা আমি চাই না। আমি স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিতে চাই যে, আমাদের দেশ হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ। এ-দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা, পৃষ্ঠা-২১

আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার শপথ নিয়েছি। সোনার বাংলার সোনার মানুষদের নিয়ে ধৈর্য ধরে কাজ করে আমরা গড়ে তুলবো এই শোষণহীন সমাজ।

১৬ জানুয়ারি ১৯৭২, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে ঢাকা শহরতলীর বাস্তুহারাদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩

বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা হবে। শোষকদের আর বাংলাদেশে থাকতে দেয়া হবে না। কোন 'ভুঁড়িওয়ালা' এদেশে সম্পদ লুটতে পারবে না। গরীব হবে এই রাষ্ট্র এবং এই সম্পদের মালিক, শোষকরা হবে না। এই রাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ থাকবে না। এই রাষ্ট্রের মানুষ হবে বাঙালি। তাদের মূলমন্ত্র-'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে কিন্তু এর অর্থ বিশৃঙ্খলা নয়।

২৪ জানুয়ারি ১৯৭২, টাঙ্গাইলের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২৮

সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা, আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। এখন থেকে অতীতের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করে নিজেদের জনগণের খাদেম বলে বিবেচনা করতে হবে।

০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, সরকারি কর্মচারী ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩২

আমরা একটা আদর্শের জন্য সংগ্রাম করেছি। আমার সরকারের নীতিই হচ্ছে স্বাধীনতার সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সাধারণ মানুষ আর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। তাই স্বাধীনতার সুফলও তারা যাতে ভোগ করতে পারে, অবশ্যই তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

আমাদের দেশের জনগণ সাম্প্রদায়িক নয়। সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীই দুই দেশে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়েছে। আর এরই জন্যে বার বার ব্যাহত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র আমাদের দুই দেশেরই আদর্শ। এই আদর্শের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে আমাদের দুই দেশের মৈত্রী। এই মৈত্রীতে ফাটল ধরানোর ক্ষমতা বিশ্বের কোন শক্তিরই নেই।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, কলকাতার ব্রিগেড
প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৪

বাংলাদেশ যে চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। আমার সরকার বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের মধ্যে কোন পার্থক্য করবে না। আমার জনগণ ও সরকার যে কত সহনশীল বাংলাদেশের মুক্তির পর একজন অবাঙালিকেও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হত্যা না করার মধ্যে তার প্রমাণ নিহিত। বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবার বর্বর পাক-বাহিনীর নৃশংসতার শিকার হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনী কখনো প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করেনি। যদি তারা চাইত তবে বাঙালি হত্যার ব্যাপারে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতাকারী সকল অবাঙালিকে তারা ১৬ই ডিসেম্বরেই খতম করে দিতে পারত। তবে বাংলাদেশে বসবাসকারী অবাঙালিদের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। সর্ববিষয়ে তাদের বাঙালি হতে হবে। যদি তারা তাই করে তবে আমাদের মতই তারাও হবে বাংলাদেশের নাগরিক। এজন্য "তাদেরকে এখানে অবশ্যই বাঙালি হিসেবে বসবাস করতে হবে।" প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে সত্যিকার কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলে আমি বিশ্বাস করিনা।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, কলকাতা কর্পোরেশন আয়োজিত
নাগরিক সংবর্ধনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৫

আওয়ামী লীগ যায়নি। তার যে প্রতিনিধি এতে কিন্তু এক বিপ্লবের হয়েছে একথা রাখতে হবে। আর দেশকে গড়ে কাজে এক জরুরী ভিত্তিতে বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের অবশ্যই একথা স্মরণ রাখতে হবে–সরকার একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় এবং দুর্গত জনতার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে বদ্ধপরিকর। আর এজন্যে কাজ করতে হবে যুদ্ধকালীন অবস্থারই মনোভাব নিয়ে।

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, সরকারি কর্মচারী ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩২

ক্ষমতার লোভে সরকারে জনগণের নির্বাচিত কোন সন্দেহ নেই। মাধ্যমে যে দেশ স্বাধীন অবশ্যই স্মরণ এ জন্যেই তোলার

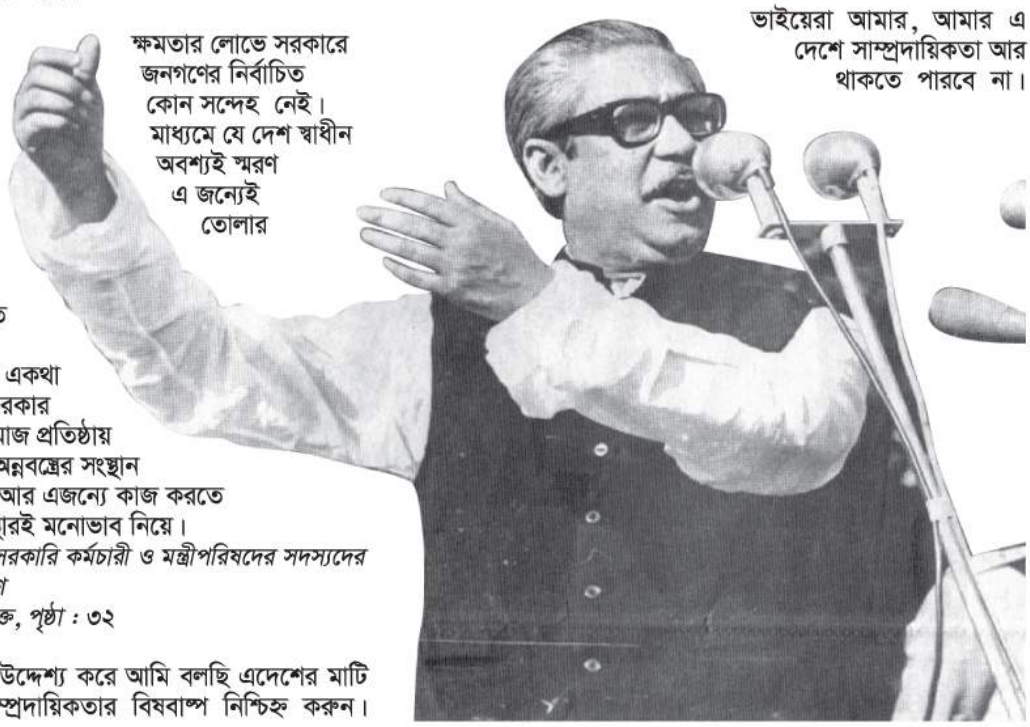

ভাইয়েরা আমার, আমার এ দেশে সাম্প্রদায়িকতা আর থাকতে পারবে না।

ভারতের জনগণকে উদ্দেশ্য করে আমি বলছি এদেশের মাটি থেকে আপনারা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প নিশ্চিহ্ন করুন।

আপনারা আমাকে ভালবাসেন আমি জানি। আমি জানি আপনারা আমার কথা রাখবেন। আমরা বাঙালি। আমরা জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছি। আমরা বাঙলি। আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমরা আর পাকিস্তানী নই। আমরা আর কোন দেশের মানুষ নই। আমরা বাংলাদেশের মানুষ–আমরা বাঙালি।

৭ জুন ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫০

আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের নামে আর বাংলাদেশের মানুষকে লুট করে খেতে দেওয়া হবে না। পশ্চিমারা ২৩ বৎসর ইসলামিক টেবলেট দেখিয়ে আমাদেরকে লুটেছে। আপনারা জানেন? খবর রাখেন? এই বাংলা থেকে ২৩ বৎসরে তিন হাজার কোটি টাকা পশ্চিমারা আমার কৃষকের কাছ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেছে।

৭ জুন ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫১

জাতির আদর্শ :

এখন আমাদের একটা স্লোগান। আগে ছিল ৬ দফা, এখন বলি ৪টা স্তম্ভ। আমার বাংলার সভ্যতা, আমার বাঙালি জাতি,–এ নিয়ে হলো, বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলার বুকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ থাকবে। এ হলো আমার এক নম্বর স্তম্ভ।

৭ জুন ১৯৭২, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৯

আপনাদের একটু পরিবর্তন হওয়া দরকার। মানবিক পরিবর্তন। মানবতাবোধ আপনাদের ভিতর জাগিয়ে তুলতে হবে। এবং মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই আপনারা দেখতে পাবেন যে আপনাদের দেশের চেহারা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

৮ অক্টোবর ১৯৭২, পি জি হাসপাতালের রক্ত সংরক্ষণাগার এবং মহিলা ওয়ার্ডের উদ্বোধন উপলক্ষে ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৭৪

সোশ্যালিজম–অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি; এবং বিশ্বাস করি বলেই আমরা ঐগুলি জাতীয়করণ করেছি। যারা বলে থাকেন, সমাজতন্ত্র হলো না, সমাজতন্ত্র হলো না, তাদের আগে বোঝা উচিত, সমাজতন্ত্র কি? সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় ৫০ বছর পার হয়ে গেল, অথচ এখনও তারা সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্র গাছের ফল নয়–অমনি চোখে খাওয়া দেখা যায় না। সমাজতন্ত্র বুঝতে অনেক দিনের প্রয়োজন, অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়। সেই পথ বন্ধুর। সেই বন্ধুর পথ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্রে পৌঁছা যায়। এবং সেজন্য পহেলা স্টেপ যাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয়, সেটা আমরা গ্রহণ করেছি; শোষণহীন সমাজ। আমাদের সমাজতন্ত্রের মানে শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র আমরা দুনিয়া থেকে হাওলাত করে আনতে চাই না। এক এক দেশ এক এক পন্থায় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হলো শোষণহীন সমাজ। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই দেশের কি আবহাওয়া, কি ধরণের অবস্থা, কি ধরণের মনোভাব, কি ধরণের আর্থিক অবস্থা, সবকিছু বিবেচনা করে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয় সমাজতন্ত্রের দিকে এবং তা আজকে স্বীকৃত হয়েছে। রাশিয়া যে পন্থা অবলম্বন করেছে, চীন তা করেনি, সে অন্য দিকে চলেছে। রাশিয়ার পাশে বাস করেও যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া নিজ দেশের পরিবেশ নিয়ে, নিজ জাতির পটভূমি নিয়ে সমাজতন্ত্রের অন্য পথে চলেছে। মধ্যপ্রাচ্যে যান দেখা যাবে, ইরাক একদিকে এগিয়ে চলেছে, আবার মিশর অন্যদিকে চলেছে। বিদেশ থেকে হাওলাত করে এনে কোনদিন সমাজতন্ত্র হয় না; তা যারা করেছেন, তাঁরা কোনদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। কারণ লাইন, কমা, সেমিকোলন পড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না– যেমন তা পড়ে আন্দোলন হয় না। সেজন্য দেশের পরিবেশ, দেশের মানুষের অবস্থা, তাদের মনোবৃত্তি, তাদের রীতিনীতি, তাদের আর্থিক অবস্থা, তাদের মনোভাব, সবকিছু দেখে ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে হয়। একদিনে সমাজতন্ত্র হয় না। কিন্তু আমরা ৯ মাসে যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছি, তা আমার মনে হয় দুনিয়ার কোন দেশ, যারা বিপ্লবের মাধ্যমে সোশ্যালিজম এনেছে তারাও সেগুলি করতে পারেন নাই,–এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করছি। কোন কিছু প্রচলন করলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়ই। সেটা Process-এর মাধ্যমে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

তার পরে আসলো ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার থাকেব। আমরা আইন করে ধর্মকে বন্ধ করতে চাই না এবং করব না। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রে কারো নাই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নাই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খৃস্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বৎসর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন।

৪ নভেম্বর ১৯৭২, গণপরিষদের খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদন উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৯০

সমাজতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা আর একটা জিনিস। রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে, যারা সাম্প্রদায়িক তারা হীন, নীচ, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালবাসে সে কোনদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যাঁরা এখানে মুসলমান আছেন তাঁরা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলামীন–রাব্বুল মুসলেমিন নন। হিন্দু হোক, খৃস্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক সমস্ত মানুষ তার কাছে সমান।

১৮ জানুয়ারি ১৯৭৪, আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১১৪

বঙ্গবন্ধুর এই সব ভাষণ ও বক্তৃতায় তাঁর জীবন দর্শন, সমাজচিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্যবাদী চেতনা উদ্ভাসিত হয়েছে। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট তাঁর ট্র্যাজিক মৃত্যুই তাঁকে ইতিহাসের মহানায়কে পরিণত করেছে। তাঁর শারীরিক মৃত্যু হলেও বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শের কখনো মৃত্যু হবে না। ■

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আমার পিতার স্মৃতি

ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.

সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ সৈয়দুর রহমান

ইতিহাসের মহানায়ক তিনি। তাঁর নাম ছিল খোকা। ছোট্ট খোকাই একদিন হলেন এ মাটির সবচেয়ে দীর্ঘাঙ্গী সন্তান। মাটি ও মানুষের ভেতরেই তাঁর উত্থান। পাখি ডাকা, ছায়া ঢাকা নিভৃত নিঝুম গ্রাম টুঙ্গিপাড়া। শাখা নদী বাইগার। বাইগার নদীর কোল ঘেঁষেই গড়ে উঠেছে পাটগাতী ইউনিয়ন। গোপালগঞ্জের পাটগাতী ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বাংলার মাটি ও মায়ের কোল ভরিয়ে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ মঙ্গলবার, বাংলা ১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র জন্মগ্রহণ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান।

মা-বাবা আদর করে ছেলের নাম রাখলেন খোকা। খোকাই একদিন সময়ের পালাবদলে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিতে পরিণত হলেন। হলেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি। বাঙালি জাতি রাষ্ট্রের জনক। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুনের তিনি তৃতীয় সন্তান। পিতা ছিলেন গোপালগঞ্জ মহকুমা দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার এবং স্থানীয় ভূস্বামী। সাত বছর বয়সে তিনি পার্শ্ববর্তী গিমাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীতে গোপালগঞ্জ সরকারি পাইলট স্কুলে ও পরে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। খোকার দু'জন গৃহশিক্ষক ছিলেন। একজন শাখাওয়াত উল্লাহ, অন্যজন হামিদ মাস্টার। হামিদ মাস্টার মূলতঃ বিপ্লবী। হামিদ মাস্টারের বিপ্লবী প্রভাব বঙ্গবন্ধুর জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। মাধ্যমিক স্তরে পাড়াশোনার সময় তিনি দূরারোগ্য বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে কলকাতায় তাঁর চোখের

অপারেশন হয়। এ সময় কয়েক বছর তাঁর পড়াশোনা বন্ধ থাকে। গাঁয়ের ছেলে শেখ মুজিব টুঙ্গিপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বাইগার নদী আর হাওর বাওরের মিলন গড়ে ওঠা বাংলার অবারিত প্রাকৃতিক পরিবেশে শৈশব আর কৈশোরের দুরন্ত সময় অতিবাহিত করেন। গ্রামের হিন্দু এবং মুসলমানের সম্মিলিত সামাজিক জীবনে তিনি অসাম্প্রদায়িকতার দীক্ষা পান । আর পড়শি গরীব মানুষের দুঃখ কষ্ট তাঁকে সারাজীবন সাধারণ দুঃখী মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় সিক্ত করে তোলে। এ সময়ে তিনি শিশু এবং কিশোরদের নিজ নেতৃত্বে সংগঠিত করতে গিয়ে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতারও পাঠ নেন। এরই প্রমাণ আমরা পাই ১৯৩৮ সালে গোপালগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শনে আসা বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে মুজিবের প্রতিবাদী নেতৃত্বের ভূমিকায়। মিশন স্কুলের ভাঙ্গা ছাদ দিয়ে পানি পড়া বন্ধে নেতাদের দৃষ্টি আর্কষণ করে শেখ মুজিব বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। গোপালগঞ্জের এই দুঃসাহসী সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ যুবক মন্ত্রীবর্গের সান্নিধ্যে গিয়ে খুঁজে পান তাঁর যোগ্য দিক্ষাগুরুর, আর গুরু খুঁজে পান তাঁর যোগ্যতর শিষ্য। সোহরাওয়ার্দী আর মুজিবের সাক্ষাৎ মুহূর্তটি বাংলার তথা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে।

আমার শৈশব-কৈশোর কেটেছে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের নায়ক মাস্টার দা সূর্য সেনের স্মৃতিঘেরা চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে। আমার পিতা ছিলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দুর রহমান। দেশভাগের আগে তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৭ এর পর তিনি পাকিস্তান রেলওয়েতে যোগ দেন। রেলওয়েতে চাকুরীর সুবাদে পাকিস্তানী শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের চিত্র আমার বাবাকে প্রবলভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়েও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নিতেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পরিবার পরিজনকে গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে চট্টগ্রামে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকেন। পাহাড়তলী পাঞ্জাবী লেনের শহীদ সৈয়দুর রহমানের এল ২৫০/বি, বাসাটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্তানা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র কয়েক দিন আগে ১০ নভেম্বর, ১৯৭১, ২০ রমজান আমার বাবাকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় রাজাকার আলবদরদের দোসর বিহারীরা। আমার বাবার সঙ্গে সেই দিন হানাদার বাহিনীর দোসরেরা দুই সহস্রাধিক মুক্তিকামী বাঙালিকে পাহাড়তলী ফয়েজলেকের বধ্যভূমিতে নির্মম নৃশংসভাবে হত্যা করে। একইদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধী প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ড. গাজী সালেহ উদ্দিন সেলিম ভাইয়ের বাবাকেও হানাদারদের দোসররা নির্মম নৃশংসভাবে হত্যা করে। সেলিম ভাই ও আমি চট্টগ্রাম পাহাড়তলী রেলওয়ে উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। সেলিম ভাই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের সংগঠন প্রজন্ম'৭১-চট্টগ্রাম বিভাগীয় শাখার সভাপতি ছিলেন। আমি ঐ কমিটির একজন সদস্য ছিলাম। ১৯৯৩ সালে চট্টগ্রাম পাহাড়তলী ফয়েজলেক শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি বিজড়িত বধ্যভূমিতে "বধ্যভূমির নাম ফলক" সেলিম ভাই ও আমি স্থাপন করেছিলাম। পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় হাসান ইমাম ভাই ও আলী যাকের ভাইয়ের নেতৃত্বে একটি টিম চট্টগ্রামে এসে ফয়েজলেক বধ্যভূমির মাটি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য সংগ্রহ করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মাননীয় মেয়র জননেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী বধ্যভূমির মাটি সংগ্রহের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন আমি ও সেলিম ভাই উপস্থিত ছিলাম। ৬ আগস্ট ২০২১ করোনায় আক্রান্ত হয়ে ড. সালেহ উদ্দিন সেলিম ভাই আমাদের ছেড়ে পরকালে পাড়ি দেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

দেশ স্বাধীনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাহাড়তলীর পাঞ্জাবী লেনকে 'শহীদ লেন' নামে রূপান্তরিত করেন। মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আমার বাবার লাশও খুঁজে পাইনি। আমার বাবার মতো ৩০ লাখ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে লাখো লাখো নারীর সম্ভ্রম হারিয়ে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা কিন্তু অচিরেই আমাদের সকল স্বপ্ন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে মগ্ন তখন পাকিস্তানের দালালরা নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানের সমর্থনপুষ্ট দেশীয় দালালেরা বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। নানাভাবে বঙ্গবন্ধুর সাফল্যকে নস্যাৎ করার অপতৎপরতা শুরু করে। সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দার সুযোগে জনগণের বৃহত্তর কল্যাণকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সনের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ 'বাকশাল' নামে বহুমাত্রিক রাজনীতির একটি একক রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কায়েমী স্বার্থের এজেন্টরা রাতের অন্ধকারে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে। ভাগ্যক্রমে দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশ থাকার ফলে বেঁচে যায়। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভার কুলাঙ্গার সদস্য খন্দকার মোশতাক, তাহের ঠাকুর, ওবায়েদুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম প্রমুখ রাজনীতিকসহ সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দলছুট অংশ এই হত্যাকান্ডের নীল নকশা বাস্তবায়ন করে। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎবরণের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি আলোকিত সময়ের অবসান হলেও তাঁর আদর্শের মৃত্যু হয়নি। স্বৈরতন্ত্র, সামরিক স্বৈরশাসন একনায়কতন্ত্র-বিরোধী বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের মাঝে তাঁর আদর্শ অবিনাশী হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুর কাছে মৃত্যুই পরাভূত আজ। মৃত্যুতেই তাঁর পুনর্জন্ম। ট্রাজিক মৃত্যুই তাঁকে ইতিহাসের মহানায়কে পরিণত করেছে। তিনি বাঙালি জাতির অবিনাশী চেতনার প্রতীক। তিনি আমাদের জাতির পিতা আজ। তিনি বেঁচে থাকবেন প্রতিটি বাঙালির স্বপ্নে আশায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হয়ে। ■

আইইবি সংবাদ

- সংবাদ সংক্ষেপ
- বিবিধ সংবাদ

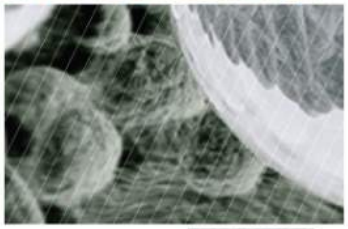

আইইবি
সদর দফতর সংবাদ

শহীদ দিবস ও মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আল্পনা অঙ্কন, একুশের গান, কবিতা, দলনৃত্য, শহীদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও গান পরিবেশনা উদযাপন

মহান ভাষার মাসে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ১৯ ফেব্রুয়ারি'২১ খ্রি., শুক্রবার, রাত ১০ টা থেকে আইইবি সদর দফতর, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি'র যৌথ উদ্যোগে আল্পনা অঙ্কন করা হয় ও ২০ ফেব্রুয়ারি' ২১খ্রি., শনিবার, সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা আইইবি প্রাঙ্গণে মহান ভাষার মাসে গানে ও আল্পনায় একুশ অনুষ্ঠানে একুশের গান, কবিতা, দলনৃত্য, শহীদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন ও গান পরিবেশিত হয়।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আল্পনা

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উদযাপনের একাংশ

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে আইইবি র‍্যালি নিয়ে শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা করেন, র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি,

ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক আইইবি ঢাকা কেন্দ্র । এছাড়াও বিপুলসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার অংশগ্রহণে শোকার্ত পরিবেশে শহীদ মিনারে প্রকৌশল নেতৃবৃন্দ পুষ্পসিক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণ

চেতনায় ভাষা শহীদ শীর্ষক আলোচনা সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি ঢাকা, এবং বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের যৌথ উদ্যোগে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে চেতনায় ভাষা শহীদ শীর্ষক আলোচনা সভা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি. স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব কে. এম. খালিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

চেতনায় ভাষা শহীদ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট এর নিকট হতে প্রধান অতিথি ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জি. মো. হাবিবুর রহমান, উপাচার্য, ডুয়েট এবং সভাপতি, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. হাবিবুর রহমান, উপাচার্য, ডুয়েট এবং সভাপতি, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার এস.এম মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আইইবি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইইবি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, ইঞ্জিনিয়ার খান আতাউর রহমান সান্টু, সাধারণ সম্পাদক, ইআরসি, ঢাকা।

"4th Industrial Revolution : Bangladesh Perspective" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর উদ্যোগে "4th Industrial Revolution : Bangladesh Perspective" শীর্ষক সেমিনার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি. স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব মোস্তফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তথ্য ও প্রযুক্তি

সেমিনার অনুষ্ঠানে ডেস্কে অতিথিবৃন্দ

বিভাগ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। জনাব নসরুল হামিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থপন করেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মাহফুজুর ইসলাম পিইঞ্জ., উপাচার্য, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ। সম্মানিত আলোচকবৃন্দ ছিলেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জি. মো. মিজানুর রহমান পুরকৌশল বিভাগ বুয়েট, অধ্যাপক ড. ইঞ্জি.

এ. এফ. এম. সাইফুল আমিন, পুরকৌশল বিভাগ বুয়েট, অধ্যা. ড. ইঞ্জি. মুনাজ আহমেদ নূর, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি এবং চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। আহবায়ক ছিলেন, ইঞ্জি. মো. নূরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি)। সঞ্চালক ছিলেন, ইঞ্জি. মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা ও আন্ত.) আইইবি। সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জি. মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি।

অগ্নিঝরা মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

০৭ মার্চ ২০২১খ্রি., রবিবার, সকাল ৯:৩০ টায়, ৩২ নম্বর ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে অগ্নিঝরা মার্চ মাস উপলক্ষে আইইবি সদর দফতর ও আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

৩২ নম্বর ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবকসহ নেতৃবৃন্দ

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আইইবিতে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২১ অনুষ্ঠিত

মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২১ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি ঢাকার যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ৪টি গ্রুপে সাজানো হয়, ১. গিগাবাইট ২. হাইফ্রিকোয়েন্সি ৩. মোমেনটাম ৪. সুইসগ্রিয়ার ৪টি গ্রুপে মোট ৬৬টি জন্য প্লেয়ারে ৩৩টিম অংশগ্রহণ করেন। ১ম পর্বের খেলা ০৮-০২-২০২১খ্রি. শুরু হয়ে ১৮-০২-২০২১খ্রি. শেষ হয়। কুয়াটার ফাইনাল খেলা ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি. শেষ হয়। সেমিফাইনাল খেলা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ইঞ্জিনিয়ার মো. তারিকুল ইসলাম টিটু ও ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লা আল মামুন এবং ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আরমানুল কবির ও ইঞ্জিনিয়ার আহমাদুল হাসান (হাসনু) জয়ী হয়ে ফাইনালে যান।

আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্টের নিকট হতে প্রধান অতিথি ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন

০৮ মার্চ ২০২১খ্রি. ফাইনাল খেলা আয়োজন করা হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব মো. জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রিয়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর, নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান, ইআরসি ঢাকা, আহবায়ক ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। কো-আহবায়ক, ইঞ্জিনিয়ার খান আতাউর রহমান (সান্টু), সাধারণ সম্পাদক, ইআরসি ঢাকা, আইইবি। সদস্য-সচিব, ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাসার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র।

ফাইনাল খেলাটি ০৮:০০ টায় আরাম্ভ হয়। ফাইনাল খেলা সকলেই করতালির মধ্যে দিয়ে উপভোগ করেন, ফাইনাল খেলায় চ্যাম্পিয়ান হন, ইঞ্জিনিয়ার মো. তারিকুল ইসলাম টিটু ও ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লা আল মামুন এবং রানার আপ হন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আরমানুল কবির ও ইঞ্জিনিয়ার আহমাদুল হাসান (হাসনু)। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি ঢাকার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট খেলায় যারা শ্রম ও মেধা দিয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ থেকে মাদক ও সন্ত্রাস দুর করতে হলে খেলাধুলার প্রতি গুরুত্ব বারাতে হবে কারণ খেলাধুলাই পারে বর্তমান প্রজন্মকে মাদক ও সন্ত্রাস থেকে দুরে রাখতে। প্রধান অতিথি জনাব মো. জাহিদ আহসান রাসেল এমপি, বলেন, মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট এর আজকের ফাইনাল

খেলাটি মনমুগ্ধকর ছিল উভয় দলই ভালো খেলেছেন খেলায় জয় পরাজয় আছে যারা চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন আর যারা রানার আপ হয়েছেন দুই দলকেই আমি অভিনন্দন জানান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খেলাধুলার প্রতি গুরুত্ব বাড়াতে এখন বিভাগীয় শহরে শুধু নয় প্রতিটা উপজেলায় স্টেডিয়াম তৈরি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ইত্যেমধ্যে অনেক উপজেলায় স্টেডিয়াম তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিবস পালন

১৭ মার্চ ২০২১খ্রি. স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মদিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ কর্তৃক শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস উপলক্ষে আইইবি'র শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পন

(আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একা. ও আন্ত), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি। ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাসার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র।

মুজিবর, পিতা মুজিব এবং সোনার বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি ঢাকার যৌথ উদ্যোগে মুজিবর, পিতা মুজিব এবং সোনার বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভা ২১ মার্চ ২০২১খ্রি. স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি, জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, বঙ্গবন্ধুর রক্ত ঋণ আমাদের উত্তরণ অধিকার দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সন্ত্রাস দুর্নীতি, ক্ষুধা, দারিদ্র মুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আমাদের অঙ্গিকার। আইইবি আয়োজিত মুজিবর, পিতা মুজিব এবং সোনার বাংলাদেশ শীর্ষক আজকের এই আলোচনা সভা। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার সভাপতি ও উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। মুজিবর নামে যে মানুষটি আত্মপ্রকাশ করেছিল সে মানুষটি কিভাবে কাল পরিক্রমায় পিতা মুজিব হলেন। সেই পিতা মুজিব একজন দার্শনিক হিসাবে কিভাবে সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করলেন এ বিষয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনার একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়।

মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং ছিলেন স্বাধীনতার রূপকার। তিনি শুধু বাঙালি জাতির নয়, ভারতীয় উপমহাদেশের একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি বাঙালির অধিকার রক্ষায় বৃটিশ ভারত থেকে ভারত বিভাজন আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। সারাবিশ্বে যে কয়জন ক্যারিশমেটিক লিডার রয়েছেন যেমন, আব্রাহাম লিংকন, মার্টিন লুথার কিং, ফিদেল ক্যাস্ট্রো, নেলসন ম্যান্ডেলা, বঙ্গবন্ধু তাদের মতো বিশ্ব নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সারা জীবন নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সংগ্রাম করে গিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু একজন বাংলাদেশের ক্যারিশমেটিক লিডার যার অসাধারণ নেতৃত্ব দূরদর্শিতা জাতিকে পথ দেখিয়েছিল। শত শত বছরের পরাধীন হতাশা গ্রস্ত দারিদ্র, শিক্ষা দীক্ষা বঞ্চিত বাঙালি জাতিকে তিনি তার জাদুকরি নেতৃত্বে উদ্দিপ্ত অনুপ্রাণীত করেছিলেন। অশ্রুর সাগর ও রক্তের নদী সাঁতড়ে বাংলার জনগণ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ছিনিয়ে এনেছিলেন আমাদের স্বাধীনতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকা, তিনি দিয়েছেন প্রাণ ভরে নিজেদের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মহা আনন্দ। বাংলাদেশ বাঙালি, বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা এক এবং অভিন্ন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। স্বাধীনতা অর্জনে যেমন, তেমনি দেশ গঠনে অসামান্য অবদান রেখে গিয়েছেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ক্ষত বিক্ষত ও অর্থনৈতিকভাবে বির্পযস্ত প্রশাসন বিহীন একটি দেশের দায়িত্ব নেয়া এবং তা পরিচালনার সুকঠিন চ্যালেঞ্জ বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতার সাথে গ্রহণ ও মোকাবেলা করেন। এক বছরে মধ্যে তিনি দেশকে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুগী একটি সংবিধান উপহার দেন। সুদক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলেন, সেনাবাহিনী, মিডিয়া, পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। এদেশের একমাত্র

সামরিক একাডেমি তাঁরই হাতে গড়া। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পূনর্গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত কে শক্তিশালি করার আহ্বান করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

আলোচনা সভা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

বিশেষ অতিথি, কৃষিবিদ আ. ফ. ম. বাহাউদ্দিন নাছিম উপস্থিত সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, প্রকৌশলীরা উন্নয়নের অংশিদার হিসেবে নয়, প্রকৌশলীরা বাংলাদেশের গর্বিত সন্তান এবং প্রকৌশলীরা হলো এদেশের প্রকৃত মেধাবীদের উত্তরাধীকার। আর সেই উত্তরাধীকারের পক্ষ থেকে আজকের এই আলোচনা সভা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী আজকে পালিত হচ্ছে সারাদেশ ব্যাপী, বিশ্ব ব্যাপী এ একটি অন্যন্য ইতিহাস আমাদের বাঙালির জাতীয় জীবনে এই রকম একটি বিষয়ে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারবো এমন একটা সুন্দর পরিবেশে যদিও করোনা সারা বিশ্বকে বির্পযস্ত করেছে তার পরও আমরা কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছি। সেই অবস্থায় আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষের জন্য বিশেষ করে জাতির পিতার আদর্শের সৈনিকদের জন্য এটি অন্যন্য দিক ও ঐতিহাসিক দিক আমরা ধন্য, আমরা গর্বিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী একই সঙ্গে পালন করছি। বাঙ্গালির রাখাল রাজা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে আমরা পেয়েছি আমাদের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আলোচনা সভায় সম্মানিত মূল আলোচক জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, মুজিবর, পিতা মুজিব এবং সোনার বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পাকিস্তানের বন্দি শিবির থেকে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে ফিরে এসে রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন তখন আমরা একটু বিস্মিত হয়ে ছিলাম কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম এটার প্রয়োজন ছিল যেমন ধরুণ মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র সমর্পণ করছিল না বঙ্গবন্ধু যখন অস্ত্র জমা দিতে আহ্বান করলেন তখন তারা অস্ত্র সমর্পণ করলো সকলেই যে অস্ত্র সমর্পণ করেছিলেন তা না কিন্তু মোটামোটি ভাবে তখন তাদের অস্ত্র সমর্পিত হলো। দ্বিতীয়ত এই যে, ১ কোটির বেশি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসন করা হলো। এটা বড় একটি ঝুঁকি পূর্ণ কাজ ছিল এবং এই কাজটি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধু সম্পূর্ণ করলেন। যারা তাদের ভিটা মাটি দেশে রেখে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে শান্তিতে তাদের ভিটে মাটি ফিরে পেলেন এবং সেখানে পুনর্বাসিত হলেন। লক্ষ লক্ষ মা বোন পাকিস্তানিদের হাতে রাজাকার আলবদর আল শামস এদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন তাদেরও তিনি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। মুক্তিযুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়েছিলেন এসব আহত মুক্তিযোদ্ধাদের তিনি চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন এবং যাদের চিকিৎসা এদেশে সম্ভবপর নয় তাদের জন্য তিনি পূর্ব জার্মানিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো বিশেষ করে যাদের অঙ্গহানী হয়েছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাটা তিনি করলেন। এরপর তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করলেন। পাকিস্তানের যে সংবিধান করতে ১০ বছর লেগেছিল সেই সংবিধান বাংলাদেশের ১০ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করেছিলেন। এই সংবিধান অনুসারে তিনি সাধারণ নির্বাচন দিয়েছিলেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে সেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আমাদের নিজস্ব পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কিন্তু সমস্যা ছিলো অতি বাম এবং অতি ডান এদের নিয়ে, তারা কেউ মুসলিম বাংলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য লাড়াই করেছিল, কেউ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে লড়াই করছিল, কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। এদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গবন্ধু রক্ষী বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। যারা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে এসব বিভেদ সৃষ্টি কারি এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। সর্বপরি স্বাধীন বাংলাদেশ যখন যাত্র শুরু করে তার কোষাগার সম্পূর্ণ শূন্য ছিল, সেই শূন্য কোষাগার নিয়ে তিনি যে যাত্রা শুরু করলেন তাতে খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি পৃথিবীর অনেক গুলো দেশের স্বীকৃতি পেলেন এবং এমন কি তিনি জাতিসংঘের সদস্য পদ বাংলাদেশের জন্য ইসলামিক ঐক্য জোটের সদস্য পদ, এরকম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা আছে তার সদস্য পদ তিনি যেভাবেই হোক তিনি আদায় করে নিলেন মোটামোটিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ৩ থেকে ৩.৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং সেটি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি অত্যন্ত সুদক্ষ সরকারের অধিনে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্তদেশ যার যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেটা পুণরায় সংস্কার হলো এবং দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের অবস্থার চেয়েও ভালো অবস্থায় ফিরে এসেছে।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন যেহেতু জনবহুল দেশ তখন খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ ছিলো না। বাংলাদেশে অনেক সমস্যা ছিলো সেই জন্যই তিনি হয়তো বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বাকশাল গঠন করেছিল। যাতে একটি সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেলে নিজস্ব উপায়ে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি নিয়ে দেশ শাসন করা যায় এবং তিনি শুরু করেছিলেন সাফলের সঙ্গে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের যে সকল চর প্রেরিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে ধ্বংস করার জন্য তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং বঙ্গবন্ধুর একটা বিশ্বাস ছিলো এদেশের কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। তাঁকে অনেকবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। ইন্দ্রিরা গান্ধী নিজে দূত পাঠিয়ে তাকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমাকে কে মারবে। সেই জন্য তিনি ৩২ নম্বর ছেড়ে নতুন তৈরি গণভবনে জাননি। যদি তিনি গণভবনে থাকতেন, স্বপরিবারে সেখানে যে আন্ডার গ্রাউন্ড রয়েছে সেখানে ঢুকে গেলে কেউ তকে স্পর্শ করতে পরতো না।

তিনি ৩২ নম্বরে থাকলেন এবং প্রায় প্রহরীশূন্য, কোন সেনাবাহিনী ছিলো না তিনি একটি দেশের তখন প্রেসিডেন্ট (বাকশাল হবার পর থেকে) এবং তার পাহারায় কিছু পুলিশ কর্মচারী ছিলো। যে ট্যাংক তিনি মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার এর কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন, সেই ট্যাংক বহর নিয়ে এসে বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারি হত্যা করা হলো, হত্যাটা'কে করলো খন্দকার মোস্তাক যাকে তিনি বিশ্বাস করতেন। খন্দকর মোস্তাক মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী হিসেবে গোপনে মার্কিন কন্সাল জেনারেল এর মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি এটা কেন করছেন, তিনি বলেন তোমরা কি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি চাওনা, তখন তাজউদ্দিন আহমেদ উত্তর দিয়েছিলেন আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি চাই এবং বাংলাদেশের মুক্তি চাই। সেই খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে এই মীর জাফরের দল বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করলো এবং বঙ্গবন্ধুর দাফনের ব্যবস্থা টাও উপেক্ষার সঙ্গে করা হলো। টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে কবর দেয়ার জন্য পাঠালেন সেখানের ইমাম সাহেব বিনা দাফন কাফনে কবরে শোয়াতে চান নাই তিনি সামান্য একটা তিব্বত সবান দিয়ে গোসল করিয়ে একটি কাপড় পরিয়ে দাফন করেছিলেন। তারা ভেবেছিল ঢাকায় যদি তার কবর হয় তাহলে সেটা একটি তীর্থ স্থানে পরিণত হয়ে যাবে। টুঙ্গিপাড়া বাংলাদেশের তীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছে শুধু বাঙালি নয় বিশ্বের মুক্তিগামী মানুষের একটি তীর্থ স্থানে পরিণত হয়েছে। তারা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করতে পারলেই বাংলাদেশকে পাকিস্তান নামে রূপান্তর করা যাবে এবং দুই দশক তারা এই চেষ্টাই করেছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশে ফিরে ৩২ নম্বরে যেতে পারে নাই। যখন ৩২ নম্বরে গিয়েছিল তখন ৩২ নম্বরের বেহাল দশা ছিল। আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি কিন্তু এই স্বাধীনতা আমরা অনেক চড়ামূল্যে লাভ করেছি আর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তার চেয়েও অধিকতর মূল্য দিতে হবে এই কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার খান আতাউর রহমান সান্টু, সাধারণ সম্পাদক, ইআরসি, ঢাকা।

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ ছিলেন, ইঞ্জি. মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জি. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, ইঞ্জি. মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা ও আন্ত.) আইইবি, ইঞ্জি. এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) আইইবি এবং ইঞ্জি. মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ইঞ্জি. কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র। সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জি. মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি।

গণহত্যা দিবস উপলক্ষে "আলোর মিছিল ও মৌন-যাত্রা"

২৫ মার্চ, ২০২১খ্রি., বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ০৭:৩০মিনিট, গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে "আলোর মিছিল ও মৌন-যাত্রা" আইইবি ভবন হতে মৎস্য ভবন মোড় হয়ে আইইবিতে ফিরে আসে। উক্ত মৌন যাত্রায় বিপুলসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত ছিলেন।

আলোর মিছিল ও মৌন-যাত্রা

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

আইইবি সদর দফতর ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ২৬ মার্চ, ২০২১খ্রি., শুক্রবার, সকাল ১০:০০ টায়, আইইবি মুক্তিযুদ্ধ স্তম্ভে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

আইইবি মুক্তিযুদ্ধ স্তম্ভে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

তাইওয়ানে ACECC এর ৪০তম ECM অনুষ্ঠিত

সম্প্রতি Asian Civil Engineering Coordinating Council (ACECC) এর ৪০তম Executive Committee Meeting (ECM) টি অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি ২৫-২৭ মার্চ, ২০২১খ্রি. তাইওয়ানের রাজধানী শহর তাইপেতে Chinese Institute of Civil & Hydraulic Engineering (CICHE) কর্তৃক আয়োজন করা হয়। ০৩দিন স্থায়ী ভিডিও কনফারেন্সটিতে Zoom Cloud-এর মাধ্যমে সকল Participants অংশগ্রহণ করেন।

IEB থেকে যারা এই Video Conference এ অংশগ্রহণ করেন, তারা হলে- ইঞ্জি. মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি, ইঞ্জি. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, ইঞ্জি. মো. দিদারুল আলম, ফেলো, আইইবি এবং ইঞ্জি. আব্দুল মালেক সিকদার, ফেলো, আইইবি। সদ্য অন্তর্ভুক্ত নতুন সদস্য Russian Society of Civil Engineers (RSCE) এবং সকল মেম্বার সোসাইটি কনফারেন্সটিতে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী দেশগুলো হ'ল- তাইওয়ান, দঃ কোরিয়া, ASCE, নেপাল, ফিলিপাইন, ICE(I) (ভারত), পাকিস্তান, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, জাপান, মঙ্গোলিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ। ২৫ শে মার্চ, ১ম দিনের কর্মসূচি সকাল ৮.০০ টায় আরম্ভ হয়। অদ্যকার কর্মসুচিতে ২টি মিটিং অন্তর্ভুক্ত ছিল– ১) ২৯তম Technical Co-ordinating Committee Meeting (TCCM) এবং ২) ৩৪তম Planning Committee Meeting (PCM)। TCCM এর Chair ড. এস.ডি. শর্মা শুরুতে সকল delegates গণকে এবং ACCEC এর নতুন নির্বাচিত সেক্রেটারি জেনারেল ড. উদয় সিংকে দায়ীত্বভার গ্রহণের পর প্রথম সভা অনুষ্ঠানের জন্য স্বাগত জানান। সভার প্রারম্ভে বাংলাদেশের IEB সদস্য Covid-19 এ আক্রান্ত হয়ে সদ্য প্রয়াত প্রফেসর আলী আশরাফের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সকল সদস্য কর্তৃক দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। তিনি TC-14 কমিটির একজন অত্যন্ত নিবেদিত সদস্য হিসাবে বিগত দিনগুলোতে দায়ীত্ব পালন করে গেছেন। অতঃপর সভা কর্তৃক সকল TC এর (TC-14 হতে TC-26) কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনাকালে IEB এর ইঞ্জি. আব্দুল মালেক সিকদারকে TC-22 কমিটির Co-Chair হিসেবে প্রস্তাব করা হলে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। অতঃপর ৩৪তম PCM এর কর্মসূচির উপর আলোচনা শুরু হয়। আলোচনায় Strategic Planning-2020, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ, Secretariat Report, Future Leaders Forum (FLF), ACECC Awards এবং ৪২তম ECM এর কর্মসূচি, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

জুম ক্লাউডের মাধ্যমে আইইবি'র প্রেসিডেন্টের অংশগ্রহণ

ড. উদয়ের Guidance-এ তৈরী Strategic Planning document টি Engineers Australia-র শৈলেন্দ্র রাম ও সভা কর্তৃক প্রশংসিত হয়। ইঞ্জি. শৈলেন্দ্র জানান যে, অনেক সময় ও শ্রম সহকারে Documentটা তৈরী করা হয়েছে যা নিঃসন্দেহে ACCEC এর উপকারে আসবে। ড. উদয় বলেন যে, ACECC এর Constitution এর কোন Law/bi-laws এর সাথে Strategic Planning Document এর কোন ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক বা ব্যত্যয় হবেনা যাতে Constitution এর কোন Amendment বা Interference এর প্রয়োজন হতে পারে। Russian Society of Civil Engineers (RSCE) এর Alina নামক একজন প্রতিনিধি Tatina নামে অনুবাদক সহ সভায় যোগ দেন। উল্লেখ্য, RSCE ইতোমধ্যে ACECC এর সদস্যপদের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ দরখাস্ত করেছে।

২৬ শে মার্চ, ২য় দিনের কর্মসূচির প্রারম্ভে গতকাল অনুষ্ঠিত TCCM এবং PCM এর Minutes দু'টি চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়। অতঃপর ৪০তম ECM টি শুরু হয় যেখানে প্রথমে RSCE'র ACECC এর Membership Society পদ অর্জনের বিষয়টি অনুমোদন দেয়া হয়। Civil Engineering Conference for Asian Region (CECAR)10 অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দু'জন প্রতিযোগী (KSCE এবং PICE) পাওয়া গেছে বলে জানানো হলে তাৎক্ষণিকভাবে Secret Ballot এর মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা হয়। অনুষ্ঠিত Secret Ballot-এ KSCE (দ. কোরিয়া) জয়ী হলে ২০২৫ সালে CECAR10 টি অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়। এর পরে "TC-14 Seminar: Infrastructure to Support the UN SDGs in Asian Region" টির সফল অনুষ্ঠানের পর অদ্যকার কর্মসূচি পরিসমাপ্তি হয়।

৩য় দিন, ২৭ শে মার্চ, কনফারেন্সের অন্তিম দিনের কর্মসূচিটি "TC-25 Seminar: The Guidance of Civil Infrastructure Practitioners in the Design & Construction of Established Pavements in the Asia Pacific Region" আয়োজনের মাধ্যমে শুরু হয়। সেমিনারে FLF member কর্তৃক মোট ৬টি মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। FLF Committee Co-chair Engr. Shailendra Ram এর অনুপস্থিতিতে Co-chair, Mr. Shohel Bashir FLF কর্মকান্ডের বিপরীতে Updates উপস্থাপন পূর্বক FLF কর্মকান্ডের বিপরীতে উল্লেখযোগ্য Response পাওয়া গিয়েছে বলে জানান। দুপুর ১:৩০মিনিটে Zoom এর মাধ্যমে একটি গ্রুপ ফটো তোলার পর সফল কনফারেন্সটির পরিসমাপ্তি হয়।

আইইবি'র ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উদ্‌যাপন

০৭ মে, ২০২১ খ্রি., শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর ও আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ভার্চুয়ালী/স্বশরীরে দেশের প্রকৌশলীদের একমাত্র জাতীয় পেশাজীবি প্রতিষ্ঠান আইইবি'র ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উদযাপন করা হয়। ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। এতে বাণী প্রদান করেন বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা, আইইবি প্রেসিডেন্ট ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক।

আইইবি ও ম্যাক্স গ্রুপ অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টার উদ্বোধন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-ম্যাক্স গ্রুপ অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টার উদ্বোধন করা হয়েছে। রবিবার (১৮ জুলাই) আইইবি'র কাউন্সিল হলে বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলেন্ডার সার্পোট সেন্টার সরবরাহের কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান এমপি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ইআরসি ঢাকার নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.। এছাড়া অনুষ্ঠানে আইইবি-ম্যাক্স গ্রুপের অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টারের আহ্বায়ক আইইবির ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপি বলেন, শুধু সরকারের উপর দায়িত্ব না দিয়ে দেশের সকল জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে এই মহামারীর সময় এগিয়ে আসলে দ্রুত এই মহামারী রোধ করা সম্ভব। সেই ভাবেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জনগণকে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। জীবন ও জীবীকার সমন্বয় রেখেই কর্মসূচি দিয়েছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তাই পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে করোনা পরিস্থিতি অনেক ভালো রয়েছে। এটা শুধু সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী পদক্ষেপের জন্য। এসময় দেশের মহামারীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে আইইবি-ম্যাক্স গ্রুপ বিনামূল্যে অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টার কার্যক্রমের প্রশংসা করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপি।

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান এমপি বলেন, দেশের এই দুর্যোগে আইইবি-ম্যাক্স গ্রুপ বিনামূল্যে অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টার কার্যক্রম প্রশংসার দাবী রাখে। এই ভাবে যদি দেশের আরো অনেক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে তাহলে দেশে অক্সিজেনের কোন ঘাটতি দেখা দিবে না। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর বলেন, দেশের যে কোন দুর্যোগে প্রকৌশলীরা দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই দুর্যোগেও এর ব্যাতিক্রম হয়নি। করোনার শুরু থেকে আইইবি দেশে প্রথম টেলিমেডিসিন সেবা চালু করে। যা সারা দেশের মানুষের কাছে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলো। এবার করোনা পরিস্থিতি কিছুটা অবনতি হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে দেশের মানুষের জন্য বিনামূল্যে অক্সিজেন সেবা চালু

আইইবি ম্যাক্স গ্রুপ অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টার উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপি

করেছে। এই সেবা অব্যহত থাকবে। ম্যাক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর বলেন, মহামারীর এই সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক এবং মানবিক দায়িত্ব। দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল গুলোতে বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলেন্ডার সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে দেশের এই ক্রান্তিকালে দেশের মানুষের উপকার হয়। এখন মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন অক্সিজেন সহায়তা। আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. বলেন, ইঞ্জিনিয়াররা সব সময় দেশের মানুষের পাশে রয়েছে। এই মহামারী সময় আমরা ফ্রি অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টার চালু করেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে। এই কার্যক্রমে প্রাথমিকভাবে এক হাজার সিলিন্ডার নিয়ে শুরু করছি। যা পর্যায়ক্রমে আরো বাড়ানো হবে। সভাপতির বক্তব্যে আইইবির প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা বলেন, আমাদের এই কার্যক্রম দেশের মানুষের জন্য। আমাদের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যেন অক্সিজেনের অভাব বোধ না করে সেই লক্ষ্যে কাজ করবে। আগে দেশব্যপী বিনামূল্যে অক্সিজেন সরবারহের লক্ষ্যে আইইবি এবং ম্যাক্স গ্রুপ যৌথ সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইতোমধ্যে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সার্বিক তত্ত্বধানে সারাদেশে করোনা ভাইরাসের জন্য নির্ধারিত হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় এবং আইইবি প্রাঙ্গণে দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর,

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার এস. এম. মনজুরুল হক মঞ্জু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার প্রতীক কুমার ঘোষ, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এইচআরডি), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ।

আইইবি শহীদ বেদীতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

দুঃস্থদের মাঝে শুকনা খাবার বিতরণ

জাতীয় শোক দিবসে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্‌ফিল আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা ও ১৫ আগস্ট শহীদদের স্মরণে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল ১৯ আগস্ট ২০২১ খ্রি. বৃহস্পতিবার বিকাল ০৩:০০ টায় স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র সদর দফতর, রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব বি এম মোজাম্মেল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন সংসদ সদস্য, জনাব মির্জা আজম, এমপি, সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী, ডা. মো. মুরাদ হাসান এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এবং ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু) পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ আলমগীর, নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান, ইআরসি, ঢাকা, ইঞ্জিনিয়ার খান আতাউর রহমান সান্টু, সাধারণ সম্পাদক, ইআরসি ঢাকা। আহবায়ক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, আহবায়ক আইইবি জাতীয় শোক দিবস পালন কমিটি ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এইচআরডি), আইইবি। সঞ্চালনায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. রনক আহসান, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি। সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি। আলোচনা শেষে ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়ার আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন আইইবি'র পেশ ইমাম মুফতি মো. সাইফুল ইসলাম।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১খ্রি. রোজ বুধবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) এর যৌথ উদ্যোগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (খাদ্য সামগ্রী বিতরণ) আওতায় আইইবি, ঢাকা

কেন্দ্র কর্তৃক নবাবগঞ্জ সাত শহীদ কমিউনিটি সেন্টার, লালবাগ, ঢাকায় দুঃস্থদের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি মেনে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথি ছিলেন, ড. মো. আব্দুর রজ্জাক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও সভাপতিমন্ডলীর সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, মো. হুমায়ুন কবির, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ , ইঞ্জিনিয়ার এ. এম. খোরশেদুল আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড। সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালক ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র।

মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে দুঃস্থদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। প্রকৌশলীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও করোনা দুর্যোগে মানুষের পাশে থাকার এই উদ্যোগ সবার মাঝে প্রশংসিত হয়। আইইবি সদর দপ্তরের উদ্যোগে সারাদেশে আইইবি'র ১৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., এই মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জনান।

আইইবি বিভাগীয় সংবাদ

কৃষিকৌশল বিভাগ

Agricultural Mechanization in Bangladesh: Present Status and Future Strategy শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কৃষিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে Agricultural Mechanization in Bangladesh: Present Status and Future Strategy শীর্ষক সেমিনার ০৭ জানুয়ারি ২০২১খ্রি. স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, ড. মো. আব্দুর রজ্জাক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, প্রাক্তন, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

কৃষিকৌশল কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে অতিথিবৃন্দ

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, ইঞ্জিনিয়ার মো. আইয়ুব হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফার্ম মেশিনারী এন্ড পোষ্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর বলেন, কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি আমাদের কৃষিখাত। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে আমাদের উৎপাদন সক্ষমতা যেমন বাড়বে তেমনি উৎপাদিত শস্যের অপচয় হবে না। দেশে বগুড়া জেলায় সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে নানা কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী হচ্ছে সেসব যন্ত্রপাতি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী হচ্ছে। কৃষি কৃষক কৃষিভিত্তিক শিল্পই বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নানা রকমের ধান, রবিশস্য, আলু ফল-ফলাদি এসবের উপসি বীজ উন্নত জাত উদ্ভাবন ও উৎপাদনে সাফল্য রয়েছে আমাদের। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ, বন্যা খরা ও লবণ সহিষ্ণু ধানবীজ উদ্ভাবন এবং কৃষি যন্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থার সামগ্রীক উন্নয়নে বিএডিসির মৌলিক অবদান রয়েছে। সমগ্রীকভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের একটি সুদূর প্রসারী নীতিমালা প্রণয়ন জরুরী বলে মনে করেন। সম্মানিত আলোচক ছিলেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মঞ্জুরুল আলম, ফার্ম পাওয়ার এন্ড মেশিনারী বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. মিছবাহুজ্জামান চন্দন। সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. মোয়াজ্জেম হুসেন ভূঞা, পিইঞ্জ., চেয়ারম্যান কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শফিকুল ইসলাম শেখ (শফিক) ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

Food Fortification Opportunity in Bangladesh: Present Status, Challenges and Way Forward শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কৃষিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Food Fortification Opportunity in Bangladesh : Present Status, Challenges and Way Forward" শীর্ষক সেমিনার ২১ জুন ২০২১খ্রি. স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, প্রাক্তন, প্রেসিডেন্ট, আইইবি।

কৃষিকৌশল আয়োজিত সেমিনারে কৃষিকৌশলের জার্নাল উন্মোচন

বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা প্রেসিডেন্ট, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, ড. ইঞ্জিনিয়ার আশেক মাহফুজ, Portfolio Lead, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) ঢাকা বলেন, বাংলাদেশে খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা এখনো পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেনি। শিশুদের প্রতিদিন কতটুকু আয়োডিন দরকার আর প্রাপ্ত বয়স্কদের কতটুকু আয়োডিন দরকার তা আমাদের জানতে হবে। আয়োডিন যুক্ত লবণই আমাদের দেশে আয়োডিনের সহজ উৎস তবে সামুদ্রিক মাছেও যথেষ্ঠ আয়োডিন থাকে। জাতীয়ভাবে মানুষের গড় উচ্চতা, গড় আয়ু, উচ্চতা অনুসারে শরীরের ওজন এসব ফুড ফরটিফিকেশন তথা খাদ্য সুরক্ষার উপর নির্ভর করে।

সমন্বিত জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা ও পুষ্টিমান নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে। খাবার খেলেই হবে না। খাদ্যমান পুষ্টিমান ও নিরাপদ খাদ্য এসব বিষয় এখন বিশ্বজুড়ে নতুন চ্যালেঞ্জের জন্মদিয়েছে। বিশ্বায়নের এ যুগে বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। খাদ্য সুরক্ষা কিংবা খাদ্য নিরাপত্তা এখন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা না হলে সকল উন্নয়নই ব্যর্থ হবে। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের নজর দিতে হবে। সম্মানিত আলোচক ছিলেন, অধ্যা. ড. মো. আবদুল আলীম, ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সদস্য নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, আইইবি'র কৃষিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. মিছবাহুজ্জামান চন্দন। সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. মোয়াজ্জেম হুসেন ভূঞা, পিইঞ্জ., চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শফিকুল ইসলাম শেখ (শফিক) ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি।

যন্ত্রকৌশল বিভাগ

Transforming to a Shipbuilding and Exporting Country শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Transforming to a Shipbuilding and Exporting Country" শীর্ষক সেমিনার ২৩ জানুয়ারি ২০২১খ্রি. স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. মনোয়ার হোসেন এমপি, মাননীয় সদস্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ইঞ্জি. এ কে এম ফজলুল হক এমপি, মাননীয় সদস্য শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা প্রেসিডেন্ট আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

সেমিনারে প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ইঞ্জি. খবিরুল হক চৌধুরী বুয়েট ও চার্টার্ড ইঞ্জি. নেভাল আর্কিটেক্ট এন্ড ট্রান্সপোর্ট প্লানার বলেন, বাংলাদেশের নতুন রপ্তানীখাত শীপবিল্ডিং। এখাতের সম্ভাবনা অনেক। অনেক কম খরচে বিশ্বমানের নৌযান তৈরী করছে বাংলাদেশ। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে ইউরোপসহ বিশ্বের নানা দেশে নৌযান

রপ্তানী করছে। এক্ষেত্রে বৈশ্বিক নীতিমালা অনুসরণ করে একটি প্রমিত নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নৌযান মন্ত্রণালয়। শীপবিল্ডিং খাত ক্রম প্রসারমান একটি রপ্তানীখাত। এখাতে সরকার ভর্তুকি প্রদান করলে আগামীতে এটি বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানীখাত হিসেবে বিবেচিত হবে। সেমিনারে আলোচক ছিলেন, ইঞ্জি. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, শীববিল্ডিং এক্সপার্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক থ্রি এঞ্জেল মেরিন লি.।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ হিরো। সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নাসির উদ্দিন চেয়ারম্যান যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার আহসান বিন বাসার (রিপন) ভাইস-চেয়ারম্যান, যন্ত্রকৌশল বিভাগ আইইবি।

কম্পিউটারকৌশল বিভাগ

Role of Fin Tech in Financial inclusion for Poverty Eradication শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কম্পিউটারকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Role of Fin Tech in Financial Inclusion for Poverty Eradication" শীর্ষক সেমিনার ১৭ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব মোস্তফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), ইঞ্জিনিয়ার মো. সাহাব উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.।

প্রবন্ধ উপস্থপন করেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম পিইঞ্জ., উপাচার্য কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের মাধ্যমে ই-কমার্সের ক্ষেত্রে বিশাল সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। গ্রাম শহর সর্বত্র প্রযুক্তির স্পর্শ মানুষের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে। যেমন মোবাইল বাংকিং। বিপুল জনগোষ্ঠী-এ সেবা নিচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে এমনকি দারিদ্র বিমোচনেও ভূমিকা রয়েছে। প্রযুক্তির অপব্যবহার যেন সাধারণ কৃষক শ্রমজীবী মানুষ প্রতারিত ও তার সমান্য আয়ের অংশ বেহাত না হয় রাষ্ট্রকে সে বিষয়ে তদারকী করতে হবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন আইইবি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর

সেই নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে দ্রুত। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন, ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় কুমার নাথ, সম্পাদক, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ আইইবি। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, ইঞ্জিনিয়ার খান মোহাম্মদ কায়ছার, ভাইস-চেয়ারম্যান কম্পিউটারকৌশল বিভাগ আইইবি। সভাপতিত্ব করেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. তমিজ উদ্দীন আহমেদ, চেয়ারম্যান, কম্পিউটারকৌশল বিভাগ, আইইবি।

কেমিকৌশল বিভাগ

Quality Assurance of PPE for Workplace Biosafety Challenges and Lessons Learned in Covid-19 Pandemic Control in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর কেমিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে 'Quality Assurance Of PPE For Workplace Biosafety Challenges And Lessons Learned In Covid-19 Pandemic Control In Bangladesh' শীর্ষক সেমিনার ০৫ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, ড. ইঞ্জিনিয়ার মহিদুস সামাদ খান, সহযোগী অধ্যা. কেমিকৌশল বিভাগ, বুয়েট বলেন, করোনা মহামারী কালে জৈব সুরক্ষা সামগ্রীয় (পিপিই) মান নিয়ন্ত্রণ একটি অতীব জরুরী বিষয়। মান সম্মত জৈবসুরক্ষা সামগ্রীর ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকির মুখে পড়বে। বিশেষ করে মহামারী কালে মাস্কসহ অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রীর মান নিশ্চিত করতে না পারলে কর্মস্থলের জৈবসুরক্ষা ভেঙ্গে পড়বে। বিশেষ করে

সেমিনারে অতিথিকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন

গার্মেন্টস কারখানা ও অন্যান্য জনবহুল কারখানাসমূহে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয় নিশ্চিত করা জরুরী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র কেমিকৌশল বিভাগের সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. নাসির উদ্দিন আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী মো. জিয়াউল হক, চেয়ারম্যান, কেমিকৌশল বিভাগ, আইইবি । ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. ইঞ্জিনিয়ার সালমা আখতার, ভাইস-চেয়ারম্যান কেমিকৌশল বিভাগ আইইবি।

টেক্সটাইলকৌশল বিভাগ

Strengthening of Jute Fiber for Composite Applications শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর টেক্সটাইল বিভাগের উদ্যোগে 'Strengthening of Jute Fiber for Composite Applications' শীর্ষক সেমিনার ০৫ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. স্বশরীরে/Zoom Cloud-এর মাধ্যমে আইইবি'র কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, জনাব আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী মো. আবদুস সবুর, ইঞ্জি. মো. মোজাফফর হোসাইন এমপি, প্রেসিডেন্ট বিবিটিইএ, লোকমান হোসাইন মিয়া, সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, এবং ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, ইঞ্জি. মো. শাফিকুর রহমান, সিআইপি, প্রেসিডেন্ট আইটিইটি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইইবি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, ড. ইঞ্জি. ফরকান সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বুয়েট বলেন, পাটের আঁশের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে পাটের সোনালী আতীত ফিরিয়ে আনা সম্ভব। জুট ডাইভারফিকেশন প্রজেক্টের আওতায় কেবল পাট বস্ত্র নয় বহু রকম পাট পণ্য উৎপাদন করছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বজুড়ে পরিবেশ বিপর্যয় এখন নতুন ইস্যু। পাটজাত পণ্যের ব্যবহার তাই বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় হচ্ছে। আমাদের এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। গার্মেন্টস খাতের সাথে পাটজাত পণ্যের সমন্বয় করে রপ্তানীর নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হবে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন, টেক্সটাইলকৌশল বিভাগের সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সাঈদ আতিকুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন টেক্সটাইলকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. মাসুদুর রহমান।

সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের স্থিরচিত্র

কেন্দ্র / উপকেন্দ্র সংবাদ

ঢাকা কেন্দ্র

Project Management (PMI Framework) with Primavera & Pert Master আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র ও InfoBit Lab এর যৌথ উদ্যোগে গত ০৬ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি., বুধবার, আইইবি কাউন্সিল হলে Project Management- দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে Project Management (PMI Framework) with Primavera & Pert Master" প্রশিক্ষণের Concluding Session অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ।

দুঃস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৯ জানুয়ারি, ২০২১খ্রি., মঙ্গলবার, সকাল ১১:০০ টায়, আইইবি প্রাঙ্গণে দুঃস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

আইইবি প্রাঙ্গণে দুঃস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৮ জানুয়ারি, ২০২১খ্রি., বৃহস্পতিবার, বিকাল ০৫.০০ টায়, আইইবি কাউন্সিল কক্ষে (নতুন ভবনের ২য় তলায়) স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বশরীরে/Zoom Cloud এর মাধ্যমে নবীন প্রকৌশলীদের সাধারণ ক্যাডার সার্ভিসে যোগদানের প্রবণতা এবং আইইবি'র করণীয় শীর্ষক 'গোল টেবিল বৈঠক' অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সঞ্চালক হিসেবে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করেন ড. ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ. এম. সাইফুল আমিন, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও সদস্য-সচিব, বোর্ড অব এক্রিডিটেশন ফর ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনিক্যাল এডুকেশন (বিএইটিই) এবং অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মিজানুর রহমান, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি ও অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

আইইবি'র করণীয় শীর্ষক 'গোল টেবিল বৈঠক'

Mentor Development ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অধিবেশন ও সংবাদ সম্মেলন

২৯ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি., শুক্রবার, সকাল ১০.০০ টায়, আইইবি কাউন্সিল কক্ষে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি (BHTPA) এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত (University+Incubator - 'Unibator') প্রোগ্রামের Mentor Development ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অধিবেশন ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. সাজ্জাদ হোসেন, ইউজিসির সদস্য ও পরিচালক, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানী, হোসনে আরা বেগম এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সচিব), বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সিনিয়র সচিব, আইসিটি বিভাগ। অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

ট্রেনিং প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠান স্বশরীর/ জুম ক্লাউড

Project Management (PMI Framework) with Primavera & Pert Master প্রশিক্ষণের 2nd Session আয়োজন

০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি., বুধবার, বিকাল ০৫.০০ টায়, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র ও InfoBit Lab এর যৌথ উদ্যোগে Project Management- দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে "Project Management (PMI

Framework) with Primavera & Pert Master" প্রশিক্ষণের 2nd Session অনুষ্ঠিত হয়। ০৩-২০শে ফেব্রুয়ারি'২১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়।

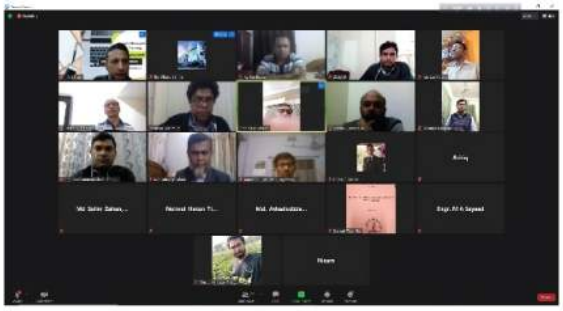

ভার্চুয়ালি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের একাংশ

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন ও Building Vulnerability Assessment for Earthquake Preparedness in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি., সোমবার, বিকাল ০৫:১৫ ঘটিকায়, আইইবি কাউন্সিল হলে (নতুন ভবনের ২য় তলা) স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বশরীরে/Zoom Cloud এর মাধ্যমে "মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন" ও "Building Vulnerability Assessment for Earthquake Preparedness in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব শরীফ আহমেদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এবং ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এবং জনাব নাসির উদ্দীন ইউসুফ, ফাউন্ডার, ঢাকা থিয়েটার। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মেহেদী আহমেদ আনসারী, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শামীম আখতার, প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার রাজিব হাসান, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে অতিথিদের একাংশ

Unibator' (Mentor Development Camp) ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজন

১১-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১খ্রি., বৃহস্পতিবার-রবিবার, দিনব্যাপী আইইবি শহীদ প্রকৌশলী কনফারেন্স কক্ষে তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি (BHTPA) এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে 'Unibator' (Mentor Development Camp)' ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

ট্রেনিং প্রোগ্রামের একাংশ

Project Management (PMI Framework) with Primavera & Pert Master (Batch-2) এর Certificate Award Ceremony Program

০১ মার্চ ২০২১ খ্রি., রবিবার, বিকাল ৬:০০টায়, আইইবি কাউন্সিল কক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র ও InfoBit Lab এর যৌথ উদ্যোগে Online Training Course on Project Management (PMI Framework) with Primavera & Pert Master (Batch-2) এর Certificate Award Ceremony অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট

(এইচআরডি), আইইবি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মুনাজ আহমেদ নূর, আহ্বায়ক, ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা কমিটি, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে সার্টিফিকেট প্রদানের একাংশ

Water Supply Network Design, Construction & Maintenance এর উপর Training আয়োজন

১৩-১৪ মার্চ ২০২১ খ্রি., শনি-রবিবার, বিকাল ৩:০০-৫:০০ টায়, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে Water Supply Network Design, Construction & Maintenance এর উপর Training অনুষ্ঠিত হয়। মূল Training এর পূর্বে Training Program এর Inaugural Session অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেনিং-এ প্রধান অতিথি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মুনাজ আহমেদ নূর, আহ্বায়ক, ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা কমিটি, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

ট্রেনিং প্রোগ্রামের একাংশ

বিশ্ব পানি দিবস-২০২১ উপলক্ষে Valuing Water: Bangladesh Aspect শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত বিশ্ব পানি দিবস-২০২১ উপলক্ষে ২৩ মার্চ, ২০২১ খ্রি., মঙ্গলবার, বিকাল ০৫:০৫ মিনিটে, আইইবি নতুন ভবনের কাউন্সিল কক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র ও পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি'র যৌথ উদ্যোগে "Valuing Water : Bangladesh Aspect" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মুনাজ আহমেদ নূর, চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি ও উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মফিজুর রহমান, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। সম্মানিত মূখ্য আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার আইনুন নিশাত, ইমেরিটাস অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি

Water Supply Network Design, Construction & Maintenance "Certificate Award Ceremony" আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্র ও Esolve International Ltd. এর যৌথ উদ্যোগে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে ২৩ মে, ২০২১ খ্রি., রবিবার, সন্ধ্যা ৭:০০টায়, ভার্চুয়ালী Water Supply Network Design, Construction & Maintenance "Certificate Award Ceremony" অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মুনাজ আহমেদ নূর, আহ্বায়ক, ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা কমিটি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মাদ আবু সাঈদ, সদস্য-সচিব, ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা কমিটি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

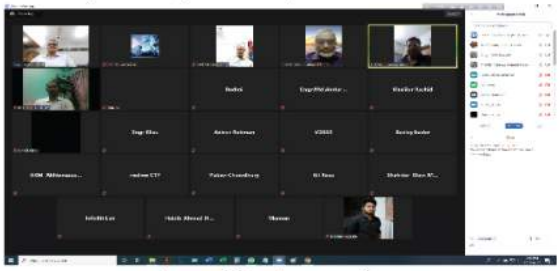

জুম ক্লাউডে সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড আয়োজন

Urban Drainage System Design and Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

২৮-৩০ মে, ২০২১ খ্রি., স্বশরীরে/ভার্চুয়ালী আইইবি ঢাকা কেন্দ্র ও ইসলভের যৌথ উদ্যোগে "Urban Drainage System Design and Management" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মুনাজ আহমেদ নূর, আহ্বায়ক, ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা কমিটি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মাদ আবু সাঈদ, সদস্য-সচিব, ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা কমিটি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

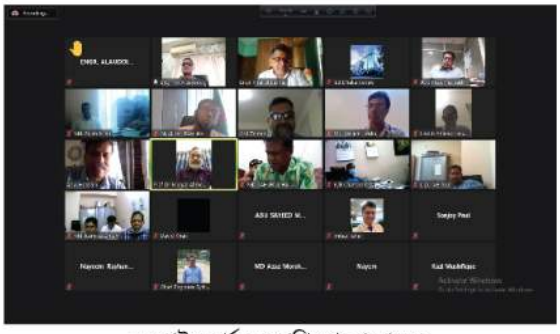

অনলাইন ভার্চুয়লে প্রশিক্ষণ আয়োজন

মুজিব শতবর্ষে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি, 'ফলাহার' ও 'মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' আয়োজন

আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৫ জুন, ২০২১ খ্রি., মঙ্গলবার, বিকাল ৫:০০টায়, আইইবি মিলনায়তনে "মুজিব শতবর্ষে শতবৃক্ষ রোপন কর্মসূচি", "ফলাহার" ও "মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান" আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন হাবিবুন নাহার এমপি, মাননীয় উপমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, মাননীয় প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এবং ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

বৃক্ষরোপন ও ফলাহার অনুষ্ঠানের একাংশ

সপ্তাহব্যাপী সমগ্র বাংলাদেশে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন

১৩-১৯ জুলাই, ২০২১ খ্রি., দুপুর ১২:০০ টায়, আইইবি প্রাঙ্গনে করোনার দুর্যোগকালীন সময়ে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি, ঢাকার পক্ষ থেকে সপ্তাহব্যাপী সমগ্র বাংলাদেশে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

মানবিক সহায়তা কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ও দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর

মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (খাদ্য সামগ্রী বিতরণ) এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন

১৯ আগস্ট, ২০২১ খ্রি., বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ০৭:০০ টায়, আইইবি কাউন্সিল কক্ষে আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবসে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (খাদ্য সামগ্রী বিতরণ)' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জনাব নসরুল হামিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও ইঞ্জিনিয়ার এ. এম. খোরশেদুল আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট, আইইবি। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

Integrated Water Solutions for Buildings শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

ভবনের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার সলিউশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ের উপর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ২৭-২৯ আগস্ট, ২০২১খ্রি., শুক্রবার-রবিবার "Integrated Water Solutions for Buildings" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৬টি সেশনে বিভক্ত বক্তৃতা, অনুশীলন, কেস স্টাডি এবং সাইট ভিজিটের মাধ্যমে পরিপূর্ণ কারিকুলামের কোর্সটি প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট Integrated water solution practice এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হয়। প্রশিক্ষণটি অনলাইন ও স্বশরীরে পরিচালিত হয়। ট্রেনিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএস ডব্লিউ) ইঞ্জিনিয়ার মো. মুসলিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

স্বশরীরে ও অনলাইনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

Cyber Security and Awareness শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন

IT সেক্টরে Cyber Security খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩০ আগস্ট, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১খ্রি., সোমবার-রবিবার "Cyber Security and Awareness" শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়। ০৭ টি সেশনে বিভক্ত বক্তৃতা, অনুশীলন এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে পরিপূর্ণ কারিকুলামের কোর্সটি প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট Cyber Security practice এর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হয়। প্রশিক্ষণ অনলাইন ও স্বশরীরে পরিচালিত হয়। ট্রেনিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোল্লা মোহাম্মদ আবুল হোসেন, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রেনিং ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মুনাজ আহমেদ নূর। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইঞ্জিনিয়ার কাজী খায়রুল বাশার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র।

স্বশরীরে ও জুম ক্লাউডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রে মহান একুশের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে রবিবার (একুশে ফেব্রুয়ারি-২০২১) যথাযোগ্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদযাপন করা হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও সম্মানী সম্পাদকের নেতৃত্বে সকালে জাতীয় পতাকা (অর্ধনমিত) এবং কালো

পতাকা উত্তোলনের পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রভাতফেরী নিয়ে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এই সময় প্রাক্তণ চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরীসহ কাউন্সিল সদস্য ও উর্ধ্বতন প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে কেন্দ্রের মিলনায়তনে প্রকৌশলী পরিবারের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি, আলোচনা সভা এবং সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভায় কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হারুন অন-লাইনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলমসহ প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হারুন বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি মানে মাথা নত না করা। এটি আত্মোপলব্ধি ও প্রয়োগের বিষয়। তিনি বলেন, একুশের ধারাবাহিকতায় স্বাধীকার আন্দোলন, ৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তির আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল। একুশের চেতনাকে ধারণ করে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর এদেশ স্বাধীন হয়েছে। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন বলেন, ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগে অর্জিত আমাদের মাতৃভাষা বাংলা মহান ভাষা দিবসকে আজ পৃথিবীর ১৯৬টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। সিয়েরা লিওনে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় দ্বিতীয় ভাষা এবং অনেক দেশে গুরুত্ব সহকারে বাংলা ভাষা চর্চা করা হয়। তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধশীল ও অসাম্প্রদায়িক দেশে পরিণত করার প্রচেষ্টায় প্রকৌশলীদের আরো এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ০৮ মার্চ, ২০২১ সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের ইআরসি রুমে আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন প্রধান অতিথি হিসেবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করে তিনি বলেন, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং মনের আনন্দের জন্য খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন, কেন্দ্রকে প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় নিবাস হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও সহমর্মিতা স্থাপনের লক্ষ্যে আরো অধিক হারে শরীর চর্চা, খেলা-ধুলা ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। ক্রীড়া উপ-কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, স্বাস্থ্যই হচ্ছে সকল সুখের মুল। শুধু বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে নয়, বর্তমান সামাজিক অস্থিরতা, ফেইসবুক আসক্তি যুব সমাজের অবক্ষয় ও মাদকের আগ্রাসী গ্রাস হতে সমাজ ও পরিবারকে মুক্ত রাখার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে খেলাধুলা। ক্রীড়া উপ-কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার অসীম সেন এর উপস্থাপনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইঞ্জিনিয়ার সুভাষ চক্রবর্তী। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চুয়েটের অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. জামাল উদ্দিন আহমেদ, পিইঞ্জ., ইঞ্জিনিয়ার পরিমল চন্দ্র পাল, ইঞ্জিনিয়ার বিধান চন্দ্র দাস, ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত দাশ, ক্যাপ্টেন ইঞ্জিনিয়ার মাহবুবুর রশীদ ও ইঞ্জিনিয়ার নুরুল হাকিম। পরে ক্যারামবোর্ড খেলার মাধ্যমে মাসব্যাপী প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২৬২জন প্রকৌশলী, ইঞ্জিনিয়ার গৃহিণী/স্বামী ও সন্তান ৮টি ইভেন্টে ৮টি গ্রুপে ৩৮টি আইটেমে একশত ৬২টি খেলায় অংশগ্রহণ করছেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম শতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৭ মার্চ, ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন উপলক্ষে কেক কাটা ও বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে বিশেষ দোয়া করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন অনলাইনে সংযুক্ত থেকে অনুষ্ঠানের সবাইকে শুভেচ্ছা জানান ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন উপলক্ষে কেক কাটেন আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ।

সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম মানিক, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান সামিনা বানু, সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ইআরসির নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল হাসেম, কাউন্সিল সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোর্শেদ মঞ্জুরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার উজ্জ্বল কুমার মোহন্ত, ইঞ্জিনিয়ার কেনোয়ার হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার অসীম সেন, ইঞ্জিনিয়ার সাঈদ ইকবাল পারভেজ, ইঞ্জিনিয়ার মো. আশিকুল ইসলাম, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মো. কামাল হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার মো. দুলাল হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার ইমাম হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার শহিদুল ইসলাম মৃধা, ইঞ্জিনিয়ার তোফাজ্জল হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার হোসাইন ইমাম, ইঞ্জিনিয়ার মো. শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

কালো রাতের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে আজ ২৫ মার্চ ২০২১ খ্রি. রাতে একাত্তরের কালো রাতে নিহতদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম মোমবাতি জালিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এই সময় কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্যরাসহ প্রকৌশলী সদস্যরা মোমবাতি প্রজ্জ্বলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা শহীদদের সম্মানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেন। এদিকে কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামীকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হবে। এ উপলক্ষে নেয়া কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও আলোকসজ্জা।

কালো রাতের স্মরণে আইইবিতে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

জীবন ধারণে শ্বাস-প্রশ্বাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে লাইফ ইন ব্রিথিং (Life in Breathing) শীর্ষক এক ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৫ মে, ২০২১খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বিশিষ্ট মানব শরীর বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এস এম মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এর উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রফিকুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় এই কর্মশালায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সেমিনার কমিটির আহ্বায়ক ড. ইঞ্জিনিয়ার রশিদ আহমেদ চৌধুরী, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান সামিনা বানু ও ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম মানিক। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন বলেন, বর্তমান করোনা মহামারীর প্রেক্ষাপটে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি খুবই কার্যকর। তিনি আশা করেন এর মাধ্যমে কেন্দ্রের কয়েক হাজার প্রকৌশলী সদস্য উপকৃত হয়েছেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, এস এম মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান একজন প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় জাতীয় পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর মূল্যবান এই প্রশিক্ষণ করোনাকালে খুবই কার্যকর হবে। তিনি এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের জন্য আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রকে ধন্যবাদ জানান। প্রশ্নোত্তর পর্বে জনাব মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী প্রকৌশলীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব ও পরামর্শ দেন। প্রশ্নোত্তরকালে তিনি বলেন, সুচারু ও স্বাস্থ্য সম্মতভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চর্চা করলে ইমিউনিটি বাড়ায় এবং ব্লাড প্রেসার, হৃদযন্ত্রসহ শরীরে বিভিন্ন অংশের সুস্থতা রক্ষা করে।

দেশের উন্নয়নে আত্মত্যাগের ব্রত নিয়ে প্রকৌশলী সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ মার্চ, ২০২১খ্রি. শুক্রবার মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যানদ্বয় ও সম্মানী সম্পাদকের নেতৃত্বে সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম মানিক এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান সামিনা বানু, কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার সাদেক মোহাম্মদ

মহান স্বাধীনতা দিবসে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।

চৌধুরী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য প্রকৌশলী শামসুল আলম, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার খোরশেদ উদ্দিন বাদল, ইআরসি'র নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবুল হাশেম, স্থানীয় কাউন্সিল সদস্য ইঞ্জিনিয়ার সাঈদ ইকবাল পারভেজ ও ইঞ্জিনিয়ার মো. মাঈন উদ্দিন জুয়েল, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শাহজাহানসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মাধ্যমে সমগ্র বাঙালি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। ৩০ লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এদেশকে স্বাধীন করে। তাঁরা অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ১৯৭১'র মত আবারো আত্মত্যাগের ব্রত নিয়ে প্রকৌশলী সমাজকে এগিয়ে আসার আহবান জানান। এ উপলক্ষে প্রকৌশলী পরিবারের সন্তানদের জন্য স্বাধীনতা দিবসের উপর রচনা প্রতিযোগিতা এবং আইইবি ভবনে আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়।

প্রকৌশলী এম. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ. এর স্মরণে শোকসভা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৫ জুন, ২০২১খ্রি. শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, সাদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য, বিশিষ্ট নগর পরিকল্পনাবিদ মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এম. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ. এর স্মরণে এক ভার্চুয়াল শোক সভার আয়োজন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা শোক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে আয়োজিত শোক সভায় প্রধান বক্তা আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুস সবুর ও আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হারুন, ইঞ্জিনিয়ার মো. দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ. ও

প্রকৌশলী এম. আলী আশরাফ, পিইঞ্জ. এর স্মরণে শোক সভায় বক্তব্য রাখছেন আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী প্রবীর কুমার সেন

ইঞ্জিনিয়ার সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রফিকুল আলম, প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এ এস এম নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, পিইঞ্জ., ড. ইঞ্জিনিয়ার রশিদ আহমেদ চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার দে এবং কেন্দ্রের বর্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম মানিক ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান সামিনা বানু স্মৃতিচারণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে মরহুমের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহেদ আশরাফ, মরহুমের ভগ্নিপতি কে এম জাহাঙ্গীর, প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব ইঞ্জিনিয়ার তাজুল ইসলাম চৌধুরী, নগর পরিকল্পনাবিদ ইঞ্জিনিয়ার সুভাষ বড়ুয়া, কুমিল্লা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. শহিদুল ইসলাম। সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এম. আলী আশরাফ এর জীবন বৃত্তান্ত পাঠ ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী শোক সভা উপলক্ষে এক লিখিত বার্তা প্রদান করেন। বার্তায় তিনি বলেন, ইঞ্জিনিয়ার আলী আশরাফ চট্টগ্রামের তথা বাংলাদেশের প্রথিতযশা প্রকৌশলী। আমরা চট্টগ্রামবাসী উনার মৃত্যুতে গভীর শোকাহত। উনার মত মানুষকে চট্টগ্রামের উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত করতে পারলে চট্টগ্রামবাসী উপকৃত হত। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর চলে যাওয়া আমাদের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আমি উনার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা কামনা করছি এবং উনার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা তাঁর বক্তব্যে বলেন, মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এম আলী আশরাফ ছিলেন অসামান্য প্রতিভাবান একজন ব্যক্তিত্ব। শুধু প্রকৌশল কাজে নয়, তাঁর বিচরণ ছিল শিক্ষাঙ্গন, সাহিত্য, সামাজিক, সমাজ সেবা ও সম্প্রচার কেন্দ্রগুলোতে। তাঁর মৃত্যু দেশ ও জাতির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। প্রধান বক্তা ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুস সবুর বলেন, তাঁর বহুবিধ কর্মযজ্ঞ বাংলাদেশ বিশেষত চট্টগ্রামের জনগণের কল্যাণে নিবেদিত ছিল। মরহুম আলী আশরাফ এর অবদান আইইবি এবং আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দসহ ইঞ্জিনিয়ার সমাজ কখনো ভুলতে পারবেনা। সভাপতির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন বলেন, কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এম আলী আশরাফ পিইঞ্জ. নতুন প্রযুক্তি

ও সম্ভাবনাময় প্রকৌশল বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করতেন এবং সেগুলোর উৎকর্ষতা ও বাংলাদেশে প্রয়োগের সম্ভাব্যতা নিয়ে কাজ করে গেছেন। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র তাঁর অকাল মৃত্যুতে একজন সুহৃদ ও কার্যকর সদস্যকে হারাল। বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী জুম ক্লাউডের মাধ্যমে শোক সভায় অংশগ্রহণ ও আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মরহুম ইঞ্জিনিয়ার এম আলী আশরাফ এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

সিআরবি রক্ষায় প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দের সাথে নাগরিক সমাজের মতবিনিময়

সিআরবি রক্ষা আন্দোলনকারী নাগরিক সমাজ চট্টগ্রামের অনুরোধক্রমে তাদের সাথে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের এক মতবিনিময় সভা ০৭ আগস্ট, ২০২১খ্রি. আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় নাগরিক সমাজ চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. অনুপম সেন ও সদস্য-সচিব এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী বাবুল উপস্থিত ছিলেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হারুন ও ইঞ্জিনিয়ার সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী এবং বর্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম মানিক বক্তব্য রাখেন। নাগরিক সমাজের পক্ষে বক্তব্য রাখেন কো চেয়ারম্যান এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, বিশিষ্ট একুশে পদক প্রাপ্ত নাট্য ব্যক্তিত্ব আহমদ ইকবাল হায়দার ও মুক্তিযোদ্ধা মো. ইউনুস।

মতবিনিময় সভায় প্রকৌশলীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সৈকত কান্তি দে, ইঞ্জিনিয়ার সুভাষ চক্রবর্তী, ইঞ্জিনিয়ার অসীম সেন, ইঞ্জিনিয়ার গিয়াস ইবনে আলম, ইঞ্জিনিয়ার নুরুল আবছার, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাখাওয়াত হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার সাঈদ ইকবাল পারভেজ, ইঞ্জিনিয়ার মাঈন উদ্দিন জুয়েল, ইঞ্জিনিয়ার কেনোয়ার হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার এ এস এম রেজাউন্নবী, ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ আবছার চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার সাইফুদ্দিন মো. ফোরকান চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মো. গোলাম কিবরিয়া শাকিল, ইঞ্জিনিয়ার ইউসুফ শাহ সাজু, ইঞ্জিনিয়ার মো. তৌহিদুল ইসলামসহ অনেকেই। নাগরিক সমাজের পক্ষে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক মহসীন কাজি, চৌধুরী ফরিদ, শিব প্রসাদ চৌধুরী, প্রিতম দাশ, কামাল পারভেজ ও শুকলাল দাশ. আইনজীবি মো. আমির খসরু চৌধুরী, জীবন বড়ুয়া ও রাশেদুল আলম রাশেদ। এছাড়া সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে ছিলেন সাইফুল ইসলাম বাবু, শরীফ চৌহান, রাহুল দত্ত, প্রনব চৌধুরী, নুরুল আজিম রনি, দিবেন্দু সরকার, নুর মোহাম্মদ রুবেল এবং হাসিনা আক্তার টুনু। বক্তারা বলেন, চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ হাসপাতাল স্থাপনের বিরোধী নয়। তারা বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত চট্টগ্রামের ফুসফুস হিসেবে খ্যাত সিআরবি এলাকায় তা হতে পারে না। নাগরিক সমাজ নেতৃবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন যে, হেরিটেজ ঘোষিত সিআরবিতে হাসপাতালের নামে বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি স্বার্থান্বেষী মহল সরকারের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার নেপথ্য পরিকল্পনাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবী

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল ১৫ আগস্ট, ২০২১খ্রি. রবিবার বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকালে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও কালো পতাকা উত্তোলন, খতমে কোরআন, মিলাদ এবং দোয়া মাহফিল, আলোচনা সভা, চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ। কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব মুছলেম উদ্দিন আহমদ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হারুন ও ইঞ্জিনিয়ার সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে ঢাকা থেকে ভার্চুয়ালি বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইইবির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, আইইবি প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুল হুদা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. ও সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম হাজারী। এছাড়া অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান সামিনা বানু, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার খোরশেদ উদ্দিন বাদল, ইঞ্জিনিয়ার অসিত বরণ দে, কাউন্সিল সদস্য ইঞ্জিনিয়ার সুভাষ চক্রবর্তী, ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ বড়ুয়া ও ইঞ্জিনিয়ার এ কে এম সাইফুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মোছলেম উদ্দিন আহমদ বলেন, জাতির পিতা যখনই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচি বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন স্বাধীনতা বিরোধী এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী'৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধুলিস্যাৎ করার নীল নকশা বাস্তবায়ন করে। তিনি আরো বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে উন্নয়নের যে গতিধারার সূচনা হয়েছে তাকে সফল করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকৌশলীসহ সকলকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। সভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার নেপথ্যে যারা পরিকল্পনাকারী ও মাস্টারমাইন্ড হিসেবে কাজ করেছে তাদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবী জানান। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ব্যাপারে আগামীতেও সতর্ক থাকার

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আয়োজিত আলোচনা সভায় কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ

ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন এর নেতৃত্বে প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়া এ উপলক্ষে কেন্দ্রের এবাদতখানায় খতমে কোরআন, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'র ৪৬তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড এর যৌথ আয়োজনে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির অধীনে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২১খ্রি. বৃহস্পতিবার বেলা ১১:০০টায় কেন্দ্রের মিলনায়তনে গরীব জনগণের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. দেলোয়ার হোসেন, পিইঞ্জ., ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হারুন ও ইঞ্জিনিয়ার সাদেক মোহাম্মদ চৌধুরী, বর্তমান ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম মানিক এবং ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান সামিনা বানু বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. রশীদ, ইআরসির নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল হাশেম, কাউন্সিল সদস্য ইঞ্জিনিয়ার সুভাষ চক্রবর্তী, ইঞ্জিনিয়ার তৌহিদুল আনোয়ার, ইঞ্জিনিয়ার মোর্শেদ মঞ্জুরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার অসীম সেন ও ইঞ্জিনিয়ার আশিকুল ইসলাম, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পরিমল চন্দ্র পালসহ প্রকৌশলী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সিটি মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, বিশ্বের বহু উন্নত দেশ করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দুরদর্শী নেতৃত্ব, সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ বিপর্যয় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের একজন লোকও অনাহারে নেই। বঙ্গবন্ধুর কর্মীরা সার্বক্ষণিকভাবে অসহায়দের পাশে রয়েছে। মেয়র বলেন, প্রকৌশলী সমাজ গরীবদের সহায়তায় এগিয়ে আসায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি আরো বলেন, যেসব নিম্ন মধ্যবিত্ত লোক ত্রাণ সামগ্রীর জন্য আসতে পারেন না তারা ৩৩৩ এ আবেদন করলে তাদের ঘরে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হচ্ছে এবং মোবাইলেও টাকা পাঠানো হচ্ছে। মেয়র বলেন, আমরা জনগণের পাশে আছি এবং থাকবো। তিনি সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের একাংশ

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আইইবি'র উদ্যোগে এই ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার যেকোন মানবিক কর্মসূচিতে আইইবি ও প্রকৌশলী সমাজ তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। উল্লেখ্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির অধীনে ছয় শতাধিক পরিবারকে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এই কর্মসূচি আরো কয়েকদিন চলবে।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সাথে ইম্পেরিয়াল হাসপাতাল লি. এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্র এবং ইম্পেরিয়াল হাসপাতাল লি. আজ এক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পক্ষে সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম শহিদুল আলম এবং ইম্পেরিয়াল হসপিটাল লি. এর পক্ষে সিএফও এন্ড কোম্পানী সেক্রেটারী এম মনোয়ারুল হক, এফসিএমএ স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পক্ষে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর কুমার সেন ও সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা সুদীপ কুমার চন্দ এবং ইম্পেরিয়াল হাসপাতাল লি. এর পক্ষে চীফ ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুল করিম, পরিচালক প্লান্ট অপারেশন ইঞ্জিনিয়ার মো. মহিউল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রিয়াজ হোসেন, একাউন্টস এন্ড কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স ম্যানেজার রুবেন চৌধুরী ও ব্যবসা বিভাগের সহকারী ম্যানেজার সামিহা চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ইঞ্জিনিয়ার সদস্যরা এবং প্রকৌশলী পরিবার হ্রাসকৃত মূল্যে ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা পাবেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র এবং ইম্পেরিয়াল হাসপাতাল লি. এর মধ্যে সমাঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করছেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী এস এম শহিদুল আলম এবং ইম্পেরিয়াল কোম্পানীর সেক্রেটারী এম মনোয়ারুল হক।

যশোর কেন্দ্র

জাতীয় শোক দিবস উদযাপন

আজ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। এ দিনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬ তম শাহাদাৎবার্ষিকী। এই দিনে বাঙালি জাতির ইতিহাস কলঙ্কের। যে মহান পুরুষ বাঙালি জাতিকে স্বাধীন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছিলেন, ১৯৭৫ সালের এই দিন ভোরে তাকেই সপরিবারে হত্যা করেন একদল বিপথগামী সেনা সদস্য। সেদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্যদিয়ে তারা শুধু বাঙালি জাতিকেই কলঙ্কিত করেননি, বাধাগ্রস্ত করেছিলেন "সোনার বাংলা" গড়ার স্বপ্নকে। দেশে করোনা ভাইরাসের মহামারী থাকায় সামাজিক দূরত্ব মেনে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. মোস্তাফিজুর রহমান এবং সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এস এম মোয়াজ্জেম হোসেন এর নেতৃত্বে সকাল ১০:০০ঘটকায় আইইবি কেন্দ্র চত্বরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত ও শোকের প্রতিক কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকাল ১০:১০ মিনিটে শোক র‍্যালিসহ বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। সকাল ১০:২৫ মিনিটে: যশোর কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক আলোচনা সভা করা হয়। পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও সম্মানী সম্পাদক সহ ইঞ্জিনিয়ার মো. আবু সাঈদ, ইঞ্জিনিয়ার মো. সোহেল রানা, ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহফুজুর রহমান, ড. ইঞ্জিনিয়ার এ.এস.এম মুজাহিদুল হক, ইঞ্জিনিয়ার মো. বেঞ্জুর রহমান, স্থপতি আব্দুল্লাহ আল ফিরোজ প্রমুখ। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন ১৯৭৫ সালের ২৭ জুলাই পরমানু বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ মিয়ার কর্মস্থলে পশ্চিম জার্মানিতে বঙ্গবন্ধুর ২ (দুই) কন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ছোট বোন শেখ রেহেনা অবস্থান করায় প্রাণে বেচে যান। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছাসহ ঢাকার ৩২ নম্বরে থাকা পরিবারের সকল সদস্য শহীদ হন। আদর্শের মৃত্যু হয় না। বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের পথ ধরে ১৯৯৬ সাল থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ খুদামুক্ত এবং দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। ইঞ্জিনিয়ার মো. আবু সাঈদ ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

বঙ্গবন্ধু'র প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

রাজশাহী কেন্দ্র

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চত্বর প্রকৌশলীদের পদচারণায় মুখরিত হতে থাকে। সমবেত প্রকৌশলীগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেন। অতঃপর অর্ধনমিত অবস্থায় জাতীয় পতাকা ও শোকের প্রতীক কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপরেই শহীদদের স্মরণে প্রভাত ফেরী। প্রায় শতাধিক প্রকৌশলীর অংশগ্রহণে আইইবি চত্বর থেকে প্রভাত ফেরী রাজশাহীর রাজপথ পেরিয়ে ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী কলেজস্থ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌঁছে। শোকার্ত পরিবেশে শহীদ মিনারে প্রকৌশল নেতৃবৃন্দ পুষ্পসিক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এসময় উপস্থিত সদস্যরা হলেন আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাসার, এফ/০৫১০১, সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. নিজামুল হক সরকার, এফ/১১১০৫, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. শামিমুর রহমান, এফ/৮৭২৪, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল আলীম, এফ/০৮৯০৯, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আসিক রহমান, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ড. ইঞ্জিনিয়ার এন এইচ এম কামরুজ্জামান সরকার, ইঞ্জিনিয়ার হাসিবুল হুদা, ইঞ্জিনিয়ার তারেক মোশাররফ, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম মন্ডল, ইঞ্জিনিয়ার মো. তরিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর সাত্তার, ইঞ্জিনিয়ার জিন্নুরাইন খান, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহীনুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার শেখ কামরুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইঞ্জিনিয়ার শ্যাম দত্ত, ইঞ্জিনিয়ার শোয়াইব মুহাম্মদ শাইখ, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মো. আসিফ আল আমিন সাফি, ইঞ্জিনিয়ার মো. ওয়াসেক আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার শাহ আলম, ইঞ্জিনিয়ার ইকবাল হোসেন সুমনসহ আরো অনেকে।

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের চত্বরে সকাল ৯:০০ ঘটিকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাসার। পতাকা উত্তোলন শেষে সকাল ৯:০৫ মিনিটে নেতৃবৃন্দ শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ান। এ সময় কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. নিজামুল হক সরকার ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন), অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. শামীমুর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল আলীম, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, রাজশাহী এর সাধারণ সম্পাদক প্রকৌ. আসিক রহমান, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো. কামরুজ্জামান সরকার, ইঞ্জিনিয়ার মো. মখলেসুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার আসিক রহমান, ইঞ্জিনিয়ার শিবির আহমেদ, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুর রশিদ, ইঞ্জিনিয়ার মো. আসাদুজ্জামান সুইট, ইঞ্জিনিয়ার বিমলেন্দু শেখর, ইঞ্জিনিয়ার মো. আতিকুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইঞ্জিনিয়ার শোয়াইব মুহাম্মদ শাইখ, ইঞ্জিনিয়ার মো. ইকবাল হোসেন সুমন, ইঞ্জিনিয়ার মো.

আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

রায়হান, ইঞ্জিনিয়ার মো. হাসান, ইঞ্জিনিয়ার মাহমুদুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার স্বপন সহ কাউন্সিল সদস্য ও সাধারণ প্রকৌশলী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ইঞ্জিনিয়ার মো. নিজামুল হক সরকার, সম্মানী সম্পাদক এর নেতৃত্বে প্রকৌশলীগণ আইইবি চত্বর থেকে শোভা যাত্রার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী কলেজ চত্বরে অবস্থিত শহীদ মিনার এ উপস্থিত হন। সেখানে সকল প্রকৌশলীগণ মিলিতভাবে পুষ্পর্ঘ্য অর্পণ করেন।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর নিকট অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

আইইবি নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে করোনা ভাইরাসে (কোভিড-১৯) মহামারীতে ৩০ জুন ২০২১ খ্রি. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এর নিকট ৬টি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করেছে। বুধবার দুপুরে নগর ভবনের মাননীয় মেয়র এর কক্ষে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব এ.এইচ.এম খায়রুজ্জামান লিটন এর হাতে অক্সিজেন সিলিন্ডার তুলে দেন আইইবি রাজশাহী এর নেতৃবৃন্দ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাসার, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল আলীম, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন), অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. শামীমুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. নিজামুল হক সরকার ও কাউন্সিল সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো. তারেক মোশাররফ প্রমুখ।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নিকট ৬টি অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

মাননীয় পুলিশ কমিশনার আরএমপি এর নিকট অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

আইইবি নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে চলমান করোনা ভাইরাসে (কোভিড-১৯) মহামারীতে ০১ জুলাই ২০২১খ্রি. রাজশাহী মহানগর পুলিশের ব্যাংকে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান করেছে। মহানগর পুলিশ কমিশনার আবু কালাম সিদ্দিক এর নিকট অক্সিজেন সিলিন্ডার হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাসার, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল আলীম, সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. নিজামুল হক সরকার, কাউন্সিল সদস্য অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. নজরুল ইসলাম মন্ডল, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ-আল-মামুন ও ইঞ্জিনিয়ার মো. তারেক মোশাররফ প্রমুখ ।

কমিশনার আরএমপি এর নিকট সিলিন্ডার প্রদান

পরিচালক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

আইইবি-ম্যাক্স গ্রুপ অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টারের পক্ষ থেকে ০২ আগস্ট ২০২১খ্রি. ৩০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার (১০টি ৪০লিটার ও ২০টি ১০ লিটার) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. শামীম ইয়াজদানী, পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী এর নিকট কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে অক্সিজেন সিলিন্ডার হস্তান্তর করেন আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাসার, চেয়ারম্যান, আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্র, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল আলীম, ভাইস-চেয়ারম্যান, আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. নিজামুল হক সরকার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার আসিক রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ, রাজশাহী, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, সদস্য,আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. তারেক মোশাররফ, কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্র ও ইঞ্জিনিয়ার মো. নাজমুল হুদা, কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, রাজশাহী কেন্দ্র।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র

নির্মাণ সামগ্রী প্রদর্শনী পরিদর্শন

২৫ মার্চ ২০২১খ্রি. সকাল ১১.০০ ঘটিকায় আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল জব্বারের নেতৃত্বে ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহফুজুর রহমান, সেন্ট্রাল কাউন্সিল সদস্য ও ভাইস-চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ কর্তৃক এলজিইডি ময়মনসিংহ অফিসে নির্মাণ সামগ্রী প্রদর্শনী পরিদর্শন করা হয়। উক্ত প্রদর্শনীতে সিভিল, মেকানিক্যাল, রং, কাঠ, ইলেক্ট্রিক্যাল বিভিন্ন পন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার, জনসাধারণ প্রদর্শনী ঘুরে বলেন এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি ময়মনসিংহ অঞ্চলের চেম্বারে মতবিনিময় সভা হয়। উক্ত সভায় এ ধরণের প্রদর্শনী যাতে প্রতি বছর হয় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার মো. নুর হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ময়মনসিংহ অঞ্চল, ইঞ্জিনিয়ার মো. শহীদুজ্জামান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ইঞ্জিনিয়ার মো. আশরাফুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ প্রমুখ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডি, ময়মনসিংহ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানের একাংশ

স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী ও জাতীয় দিবস পালন

২৬ মার্চ ২০২১খ্রি. সকাল ০৯.০০ ঘটিকায় আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে বিজয়স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল মজিদ কনভেনশন হলে স্বাধীনতার সুর্বণ জয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মঞ্জুরুল আলম সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মো. রফিকুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী (বিতরণ), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ এবং বিশেষ অতিথি সৈয়দ মইনুল হাসান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ইঞ্জিনিয়ার মো. কামরুজ্জামান, অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, নালিতাবাড়ী বক্তব্য রাখেন। বক্তারা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন এবং স্বাধীনতার ঘোষণাসহ তাঁর অবদানের উপর আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল জব্বার এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার এ.বি.এম ফারুক হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্র। সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতীয় দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৭-০৩-২০২১খ্রি. সার্কিট হাউজ মাঠে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে সকাল ১০:০০টায় পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ময়মনসিংহ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যা. ড. ইঞ্জি. মো. মঞ্জুরুল আলমের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইঞ্জি. মো. রফিকুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ইঞ্জি. এ. কে. এম কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জি. গণপূর্ত অধিদপ্তর, ইঞ্জি. মো. আব্দুল হালিম, ইঞ্জি. ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, ইঞ্জি. শহীদুজ্জামান খান, ইঞ্জি. এবিএম ফারুক হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান, আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্র, ইঞ্জি. শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ, ভাইস-চেয়ারম্যান, আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসে বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে র‍্যালি প্রদর্শন

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ পরিচালক এর নিকট অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

৩০ জুলাই ২০২১ খ্রি. বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় আইইবি-ম্যাক্স গ্রুপ কর্তৃক সরবরাহকৃত (৩০) ত্রিশটি অক্সিজেন সিলিন্ডার হাসপাতালের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ডা. ফায়েজ উদ্দিনের নিকট হস্তান্তর করা হয়, উক্ত সিলিন্ডারগুলো কোভিড রোগীদের চিকিৎসায় বিনা মুল্যে সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীতে অক্সিজেন খালি হলে পুনরায় ভর্তি করে সিলিন্ডার সরবরাহ করা হবে। হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. ফজলুল কবির তাদের চাহিদাপত্র সরবরাহ করেন। উক্ত হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ, ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল জব্বার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহফুজুর রহমান, সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার, আইইবি ময়মনসিংহ, ইঞ্জিনিয়ার একে এম কামরুজ্জামান, কাউন্সিল মেম্বার এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত, ময়মনসিংহ, ইঞ্জিনিয়ার মো. শহীদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিআরডি, ময়মনসিংহ প্রমুখ। উপস্থিত আইইবি নেতৃবৃন্দ দেশের দুঃসময়ে সরকারের পাশে থেকে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। আইইবি ও ম্যাক্স গ্রুপের সহায়তার জন্য তাদেরকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতলে সিলিন্ডার প্রদান

দুঃস্থ ও গরীবদের জন্য ভ্যাক্সিন রেজিস্ট্রেশন পয়েন্ট উদ্বোধন

আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ৩০ জুলাই ২০২১ খ্রি. বিশেষ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ শহরে ৮টি (আটটি) স্থানে দুঃস্থ ও গরীব মানুষের জন্য ভ্যাক্সিন রেজিস্ট্রেশন সেন্টার খোলা হয়। উক্ত কাজের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মঞ্জুরুল আলম। যারা ভ্যাক্সিন নিতে চান না, রেজিস্ট্রেশন করতে আগ্রহ দেখান না এমন গরীব ও দুঃস্থ লোকদের বিনা পয়সায় রেজিস্ট্রেশন করানোর সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম ১০ (দশ) দিনে প্রায় চার হাজার লোকের ভ্যাক্সিন রেজিস্ট্রেশন কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়। উক্ত কাজ এখনো চলমান আছে। এ কাজে সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ, ভাইস-চেয়ারম্যান, আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার এবিএম ফারুক হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান, আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল জব্বার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহফুজুর রহমান, সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার, ময়মনসিংহ, কাউন্সিলবৃন্দ ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল হালিম, ইঞ্জিনিয়ার একে এম কামরুজ্জামান, ইঞ্জিনিয়ার জিএম আফাজ উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার মো. বদরুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিত দেবনাথ, ইঞ্জিনিয়ার সমীর কুমার দাস প্রমুখ।

কোভিড-১৯ টিকা রেজিস্ট্রেশনের একাংশ

দুঃস্থ ও গরীবদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান

২৮ আগস্ট ২০২১খ্রি. হতে ৩১ আগস্ট ২১ খ্রি. পর্যন্ত আইইবি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে দুঃস্থ ও গরীবদের মাঝে মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এই কাজের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনজুরুল আলম। এ ব্যাপারে আইইবি সদর দপ্তর ও নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী আর্থিক সহযোগীতা ও নির্দেশনা প্রদান করেন। ময়মনসিংহ কেন্দ্র থেকেও আর্থিক সহযোগীতার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনজুরুল আলম, ইঞ্জিনিয়ার শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান, আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার এবিএম ফারুক হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান, আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল জব্বার, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ময়মনসিংহ কেন্দ্র, ইঞ্জিনিয়ার একে এম কামরুজ্জামান, কাউন্সিল সদস্য ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ময়মনসিংহ, কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ, ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল হালিম, ইঞ্জিনিয়ার জিএম আফাজ উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার আবু হেনা মো. মোকাম্মেল হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার সমীর কুমার দাস, ইঞ্জিনিয়ার মো. বদরুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএডিসি, ময়মনসিংহ, ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিত দেবনাথ, নির্বাহী প্রকৌশলী, বিউবো, ইঞ্জিনিয়ার মো. শহীদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ প্রমুখ মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

দুঃস্থদের মাঝে খাদ্য বিতরণ

খুলনা কেন্দ্র

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১ পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ২১ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রি. প্রথম প্রহরে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ. ভাইস-চেয়ারম্যানদ্বয় ও সম্মানী সম্পাদককে সাথে নিয়ে সরকারি নির্দেশনার প্রতি সম্মান রেখে ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুলনাস্থ শহীদ হাদিস পার্কে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হন এবং বায়ান্নর ভাষা অন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী অকুতোভয় ভাষা শহীদদের স্মরণে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তাবক অর্পণ করেন ও ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন। সকালে আইইবি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত রাখা হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১খ্রি. বিকাল ৫:০০টায় আইইবি খুলনা কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে ভাষা আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক মাতৃষাভা দিবস এর উপর এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ. এর সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ. তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারটি আমাদের তথা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, কারণ একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে বাঙ্গালী জাতি আত্মমর্যাদার চেতনা লাভ করেছিল এবং মাতৃভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের প্রেরণা পেয়েছিল ও অনুভব করেছিল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষা আজ বিশ্বদরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার সোবহান মিয়া। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, একুশ আমাদের অহংকার, মাথা উঁচু করে দাড়ানোর শক্তি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ, দুরদৃষ্টি জ্ঞান ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে মায়ের ভাষাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ আলোচনা সভা থেকে বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের দপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণার দাবী জানান। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এর আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস- চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনিরুজ্জান, কাউন্সিল সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম.ডি. কামাল উদ্দিন আহমেদ, কাউন্সিল সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহমুদুর রহমান ও ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল খালেক প্রমুখ। আলোচনা শেষে ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। সমাপনী

বক্তব্যে চেয়ারম্যান মহোদয় উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দকে আইইবি'র সকল কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান এবং সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি কামনা করেন।

কারিগরি সেমিনার আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে "মুজিব শতবর্ষ" উদযাপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে "পদ্মা সেতুর নির্মাণ কৌশল ও দক্ষিণ বঙ্গে পদ্মা সেতুর অর্থনৈতিক প্রভাব" শীর্ষক কারিগরি সেমিনার অদ্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি. রবিবার বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় আইইবি খুলনা কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ এর সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার পিন্টু চন্দ্র শীল, আহবায়ক, কারিগরি সেমিনার কমিটি আইইবি খুলনা কেন্দ্র এবং মূল প্রবন্ধ পর্যালোচক ছিলেন আইইবি খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এ্যাডমিন, প্রফেশন এন্ড এসডাব্লিউ) প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনিরুজ্জামান। উক্ত কারিগরি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর মাননীয় মেয়র আলহাজ্জ্ব তালুকদার আব্দুল খালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইইবি এবং ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, প্রেসিডেন্ট আইইবি ও ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু),পিইঞ্জ., সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। কারিগরি সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইঞ্জিনিয়ার দেওয়ান মো. আব্দুল কাদের, নির্বাহী প্রকৌশলী (সেতু) ও প্রজেক্ট ম্যানেজার, পদ্মা বহুমূখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার সোবহান মিয়া, উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আইইবি খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ., সমাপনী বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ভূয়সী প্রসংশা করে বক্তব্য রাখেন এবং যুগের চাহিদার গুরুত্ব অনুধাবন করে এ জাতীয় কারিগরি সেমিনার আয়োজন করার জন্য আইইবি খুলনা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শততম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শততম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষে ১৭ মার্চ, ২০২১খ্রি. আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ., ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার সোবহান মিয়া, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনিরুজ্জামান ও সম্মানী সম্পাদককে সাথে নিয়ে সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে খুলনা বেতার ভবন অঙ্গনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তাবক অর্পণ করেন ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে স্মৃতিচারণ করেন।

আইইবি খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ এর সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সঞ্চালনায় বিকাল ৫:০০ ঘটিকায় খালিশপুরস্থ আইইবি ভবনে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শৈশব, কৈশোর, সংগ্রামী ছাত্র ও রাজনৈতিক জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার সোবহান মিয়া সোনার বাংলা গড়ার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সহযোগিতা করা এবং উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়তে প্রকৌশলীদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় মসজিদের পেশ ইমাম জনাব মো. ইলিয়াস আলী। এ অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলেন। সমাপনী বক্তব্যে চেয়ারম্যান উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দকে আইইবি'র সকল কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহবান জানান এবং সকলের সু-স্বাস্থ্য কামনা করেন।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

মহান স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৫০তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ., প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার সোবহান মিয়া, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনিরুজ্জামান ও সম্মানী সম্পাদক ২৬শে মার্চ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে গল্লামারীস্থ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ও শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন। এছাড়া ২৬শে মার্চ-২০২১খ্রি. সকালে আইইবি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ. এর সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সঞ্চালনায় আইইবি খুলনা কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে বিকাল ৫:০০ টায় মহান স্বাধীনতা দিবসের উপর এক মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের

স্মৃতিচারণ করে দেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু সার্বভৌম বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা এর নেতৃত্বে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ., ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার সোবহান মিয়া, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনিরুজ্জামান এবং অন্যান্য সিনিয়র ও নবীন প্রকৌশলীবৃন্দ। জাতির জনকের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারীদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। চেয়ারম্যান উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সুস্থতা কামনা করেন।

আইইবি'র ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

কোভিড-১৯ এর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশব্যাপী কঠোর লকডাউন দেওয়ায় প্রেক্ষিতে এবারে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আইইবি'র ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভা অনলাইনে আয়োজন করা হয়। অত্র কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ. এর সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আলমগীর। অনুষ্ঠানের শুরুতে চেয়ারম্যান মহোদয় আইইবি'র শপথ পাঠ করেন এবং অনলাইনে যুক্ত প্রকৌশলীবৃন্দও তাঁর সাথে শপথ পাঠ করেন। আইইবি'র নিয়ম অনুযায়ী এ দিন সকালে আইইবি প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে এর উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে আজ থেকে ৭২ বছর আগে যাঁদের দূরদর্শী প্রজ্ঞা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার বিনিময়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন এর জন্ম হয়, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় মরহুম প্রকৌশলী এম, এ, জব্বার এবং তাঁর সহযোগী প্রকৌশলীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং প্রকৌশলীদের জন্য আইইবি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রকৌশল পেশার মানোন্নয়নে প্রকৌশলীদের ভূমিকা পর্যালোচনা করে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ, খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার সোবহান মিয়া, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনিরুজ্জামান এবং অন্যান্য সিনিয়র ও নবীন প্রকৌশলীবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আলমগীর আইইবি'র ৭৩তম ইঞ্জিনিয়ার্স ডে-২০২১ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি, প্রকৌশলী ও তাঁদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতার স্বপ্ন পুরণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে প্রকৌশলীদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহবান জানান এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে প্রকৌশলীদের অবদান সমাজে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করেন। কারণ এ দেশের কৃতিমান প্রকৌশলীরা স্বদেশে ও বিদেশে বহু সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন। পরিশেষে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইতোমধ্যে যে সকল প্রকৌশলী ও সাধারণ জনগণ ইন্তেকাল করেছেন তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয় এবং যাঁরা অসুস্থ আছেন তাদের আশু রোগ মুক্তি কামনা করা হয়। সবশেষে সম্মানী সম্পাদক ও চেয়ারম্যান মহোদয় সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। আগামীতে আইইবি'র সকল কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণের আহবান জানান।

অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

সাম্প্রতিক সময়ে খুলনা অঞ্চলে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় অক্সিজেন সংকট দেখা দিয়েছে। মানবতার এই বিপর্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কার্যক্রমকে গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে খুলনা অঞ্চলে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীদের অক্সিজেন সংকট দূর করার জন্য ০৪ জুলাই ২০২১খ্রি. রোজ রবিবার মাননীয় মেয়র খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষে প্যানেল মেয়র আমিনুল ইসলাম মুন্না এর মাধ্যমে ১১টি (এগারটি) অক্সিজেন সিলিন্ডার ডা. নিয়াজ মোহাম্মদ, সিভিল সার্জন, খুলনার কাছে হস্তান্তর করেন। এসময় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর পক্ষে আইইবি খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ., ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার সোবহান মিয়া, প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনিরুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার হুসাইন মুহাম্মাদ এরশাদ, সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. জুলফিকার হোসেন ও কাউন্সিল মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার এম ডি কামাল উদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে খুলনা সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার, রোগ নিয়ন্ত্রণ ডা. শেখ সাদিয়া মনোয়ারা ঊষা এবং বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এসময় এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আইইবি খুলনা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ. বলেন, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর যে ভয়াবহতা পরিলক্ষিত হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের কারনে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা বহির্বিশ্বের চেয়ে তুলনামূলক কম। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এছাড়া তিনি সকলকে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান। তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা ও সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. কে এই মহৎ উদ্যোগের জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) খুলনা কেন্দ্রের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৬তম শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ১৫ আগস্ট-২০২১খ্রি. রোজ রবিবার সকালে আইইবি প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা ও শোক পতাকা অর্ধনমিতভাবে উত্তোলন করা হয় এবং কোভিড-১৯ এর কারণে সরকারি নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বেলা ১০:০০ টায় আইইবি খুলনা কেন্দ্রের মাননীয় চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ. এর নেতৃত্বে অফিস বেয়ারার ০৪ জন বাংলাদেশ বেতার ভবন চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তাবক অর্পণ করেন এবং তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন।

২য় পর্বের কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় অনলাইনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ এর সঞ্চালনায় ও অত্র কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল্লাহ্ পিইঞ্জ. এর সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ও রাজউক এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ.। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও দারিদ্র ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গঠনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ওপর আলোকপাত করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নুরুজ্জামান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. খন্দকার মনজুর মোর্শেদ, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ. এবং সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবুল কালাম হাজারী ভিন্ন মতালম্বীদের চক্রান্ত ও ১৫ই আগস্টের মর্মান্তিক ও পৈশাচিক ঘটনার বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন। তাঁরা এ ঘটনার মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বক্তব্য রাখেন। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার সোবহান মিয়া জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০২১-২০৪১ বাস্তবায়ন ও উন্নয়নের ধারা বাধাগ্রস্ত করার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা সক্রিয় আছেন। এর বিরুদ্ধে আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে উল্লেখ করেন। আইইবি খুলনা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. মনিরুজ্জামান স্বাধীনতা উত্তর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ ও জাতির কল্যাণের কথা চিন্তা করে শিক্ষা ব্যবস্থার আমুল পরিবর্তনসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসংশনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেন। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট ঘুমন্ত অবস্থায় স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও মুক্তিকামী মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতাসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দকে যে পৈশাচিকভাবে হত্যা করা হয় তার বর্ণনা করে আরও যাঁরা বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার জিয়াউল করিম (জিললু), কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. জুলফিকার হোসেন, অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. রাফিজুল ইসলাম, কাউন্সিল সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহমুদুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার মো. রকিব উদ্দিন ও ইঞ্জিনিয়ার পিন্টু চন্দ্র শীল প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর সমাপনী বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অসমাপ্ত আত্মজীবনী তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং তার বক্তব্যের মাধ্যমে অনেক অজানা বিষয় জানতে সক্ষম হন উপস্থিত প্রকৌশলীবৃন্দ। ১৯৭১ সনে সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেও তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সবশেষে ১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্টের শোকাবহ দিনে শাহাদাৎ বরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. রাফিজুল ইসলাম।

গাজীপুর কেন্দ্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র গাজীপুর কেন্দ্র কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১খ্রি. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন আইইবি গাজীপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান, উপাচার্য, ডুয়েট, গাজীপুর ও সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার প্রণব কুমার সাহা, আরো উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য আইইবি, গাজীপুর কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ

গাজীপুর কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আইইবি'র গাজীপুর কেন্দ্র কর্তৃক ২৬মার্চ ২০২১খ্রি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এবং সকল বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন আইইবি গাজীপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান, উপাচার্য, ডুয়েট, গাজীপুর, ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার রথীন পল্লব চক্রবর্তী ও সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার প্রণব কুমার সাহা, কাউন্সিল সদস্যসহ উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সদস্য আইইবি, গাজীপুর কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

বরিশাল কেন্দ্র

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭:০০টায় বরিশাল সার্কিট হাউজের সম্মুখে সমবেত হন। সেখান থেকে র‍্যালি করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে যান এবং সেখানে অবস্থিত শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার স্বপন কুমার হালদার এবং ইঞ্জিনিয়ার মো. সামশের আলী মিয়া লিটুসহ অন্যান্য প্রকৌশলীগণ সমবেত হয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্যতা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার স্বপন কুমার হালদার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ

কুমিল্লা কেন্দ্র

অক্সিজেন সিলিন্ডার হস্তান্তর

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের অগ্রণী শিল্প প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স গ্রুপের সহায়তায় আইইবি সদরদফতরে একটি অক্সিজেন সাপোর্ট সেন্টার গঠন করা হয়েছে। ১০০০টি অতি প্রয়োজনীয় হাইফ্রো অক্সিজেন সিলিন্ডার বিনামূল্যে সরবরাহ ও পুনঃরায় রিফিলিং করার জন্য সমস্ত অবকাঠামো এই সেন্টারে নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে খুলনা, বরিশালসহ করোনা আক্রান্ত জেলায় অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রেরণ করা হয়েছে। ২৬ জুলাই ২০২১ খ্রি. কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা সদর হাসপাতাল, দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মেঘনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৪টি পৃথক অনুষ্ঠানে আইইবি ম্যাক্স গ্রুপের সৌজন্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়। কুমিল্লা মেডিকেল কলজে হাসপাতালে ৩০ টি, কুমিল্লা সদর হাসপাতালে ১৫টি, দাউদকান্দি উপজেলায় ২০টি ও মেঘনা উপজেলায় ১৫টি সিলিন্ডার বিতরণ করা হয়। কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও সদর হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কুমিল্লা সদর আসনে মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আকম বাহাউদ্দিন বাহার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আবুল বাসার, ভাইস-চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার রহমত উল্লাহ কবির এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মীর ফজলে রাব্বী, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. মহিউদ্দিন, অধ্যক্ষ ডা. মোস্তফা কামাল আজাদ, সিভিল সার্জন মীর মোবারক হোসেন, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. শাহাদাত হোসেন ও মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. সাহেলা নাজনিন, জাগ্রত মানবিকতার সাধারণ সম্পাদক তাহসিন বাহার সূচনা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় সংসদ সদস্য এই ধরণের কাজে অংশগ্রহণ

করায় আইইবি ও ম্যাক্স গ্রুপকে ধন্যবাদ জানান। দাউদকান্দি ও মেঘনা উপজেলা পৃথক আরো দুইটি অনুষ্ঠানে আইইবি'র প্রাক্তন সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণ উদ্বোধন করেন। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রকৌশলীদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সবকিছু করার মাধ্যমে দেশ, মাতার সেবার নিবেদিত হতে তিনি প্রকৌশলীদের আহবান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন আইইবি প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মো. নূরুল হুদা, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. শাহাদাৎ হোসেন (শীবলু), পিইঞ্জ., দাউদকান্দি উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম খান, উপজেলা পরিবার কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম প্রমুখ। বাংলাদেশের প্রাচীনতম পেশাজীবী সংগঠন আইইবি দেশের সকল দুর্যোগময় মুহূর্তে জনগণের পাশে থাকবে এই প্রত্যয়ে অঙ্গিকারাবদ্ধ। আইইবি প্রত্যাশা করে এই ধরণের মহতি কাজ পরিকল্পনার সাথে, সমাজের সকলস্তরের বিত্তবান ব্যক্তি ও স্বচ্ছল পেশাজীবী সংগঠন ও জনগণ এগিয়ে আসবে।

আশুগঞ্জ কেন্দ্র

৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উপলক্ষে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

৭ মে আইইবি'র ৭৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উপলক্ষে আইইবি, আশুগঞ্জ কেন্দ্র কর্তৃক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী এএমএম সাজ্জাদুর রহমান, সম্মানিত চেয়ারম্যান আইইবি, আশুগঞ্জ কেন্দ্র ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এপিএসসিএল। আইইবি আশুগঞ্জ কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. কামরুজ্জামান ভূঞার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের বিশেষ আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন ইঞ্জিনিয়ার মো. তৌফিকুর রহমান তপু, চেয়ারম্যান, আইইবি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপকেন্দ্র ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিএফসিএল। আলোচনায় আরো অংশগ্রহণ করেন, ইঞ্জিনিয়ার একেএম ইয়াকুব, ভাইস-চেয়ারম্যান, আইইবি, আশুগঞ্জ কেন্দ্র ইঞ্জিনিয়ার ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), এপিএসসিএল, ইঞ্জিনিয়ার আবু হায়াত মোহাম্মদ বদিউজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক (ওএন্ডএম) এপিএসসিএল, ইঞ্জিনিয়ার মো. আলী মোক্তেজার, মহাব্যবস্থাপক, বিজিএফসিএল, ইঞ্জিনিয়ার মোহা. আব্দুল মজিদ প্রধান প্রকৌশলী এপিএসসিএল, ইঞ্জিনিয়ার মো. রেজাউল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক, বিজিএফসিএল, ইঞ্জিনিয়ার উত্তম কুমার, মহাব্যবস্থাপক, বিজিএফসিএল, ইঞ্জিনিয়ার এম কে মাসুক, সম্পাদক আইইবি ব্রহ্মণবাড়িয়া উপকেন্দ্র ও উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিজিএফসিএল; ইঞ্জিনিয়ার মো. ইমরান হোসাইন, উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিজিএফসিএল; ইঞ্জিনিয়ার কাজী আব্দুল কাইয়ুম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এপিএসসিএল; ইঞ্জিনিয়ার মো. আশিকুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী এপিএসসিএল; ইঞ্জিনিয়ার মো. জুলহাস উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, এপিএসসিএল; ইঞ্জিনিয়ার মো. ওবায়দুল মোক্তাদির অদিত, নির্বাহী প্রকৌশলী, এপিএসসিএল; ইঞ্জিনিয়ার মো. সালাউদ্দিন, ব্যবস্থাপক, বিজিএফসিএল; ইঞ্জিনিয়ার মো. আতিকুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এপিএসসিএল; ইঞ্জিনিয়ার মো. মাহমুদুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এপিএসসিএল; ইঞ্জিনিয়ার মো. কাওসার আলম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, এপিএসসিএল প্রমূখ। আলোচনা সভায় আলোচকবৃন্দ ইঞ্জিনিয়ার্স ডে'র তাৎপর্যের উপর আলোচনা করেন।

ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

কক্সবাজার উপকেন্দ্র

অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রদান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও ম্যাক্স গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে ১৭ আগস্ট হাসপাতালের রোগীদের জন্য বিনামূল্যে অক্সিজেন সিলিন্ডার কক্সবাজারের সিভিল সার্জনকে কক্সবাজার উপকেন্দ্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়। কক্সবাজার গণপূর্ত বিভাগের অফিসে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার বদিউল আলম, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপ-কেন্দ্রের সম্পাদক ও গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার ইমতিয়াজ আহমদ। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনস্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার ঋত্বিক চৌধুরী, কক্সবাজার পৌরসভার নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার নুরুল আলম, ম্যাক্স গ্রুপের এর প্রকল্প পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ হোসেন, ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান। সিভিল সার্জনের পক্ষে অক্সিজেন সিলিন্ডার গ্রহণ করে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ কে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ডা. মহিউদ্দিন আলমগীর।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. শাহজান নাজির, রামু উপজেলা হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. আফাজুল হক ও মেডিকেল অফিসার ডা. রাজিব কুমার ঘোষ। এছাড়া অনুষ্ঠানে আরো বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আগামীতে আরো অক্সিজেন সিলিন্ডার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ও ম্যাক্সগ্রুপ, কক্সবাজার উপকেন্দ্রের মাধ্যমে জনস্বার্থে বিনামূল্যে প্রদানের আশ্বাস দেন উপ-কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার বদিউল আলম।

ENGINEERING STAFF COLLEGE, BANGLADESH (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.
Tel: 880-2-9574144 Fax: 88-02-7113311
E-mail: info@esc-bd.org, escbieb@gmail.com; web: www.esc-bd.org
Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects, Main & City Campus

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	18
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	36
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	30
11	Training Course on Microcontroller	36
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programmable Logic Controller (PLC) and Distributed Control System (DCS) for industrial automation	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Training Course on Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (V-18.8 Latest Version)	30
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course on Captive Power Generation	15
20	Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	20
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	6
22	Training Course on A/C Inverter Drives	21

B. Training on Computer and IT Related Subjects, City Campus, Ramna, Dhaka

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	AutoCAD (2D)	40
6	AutoCAD (3D)	24
7	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
8	Geographic Information System (GIS)	48
9	Website Design and Development (Module-A)	60

রেজি নং- ডিএ ১৯২৭ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ২য় জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২১খ্রি.

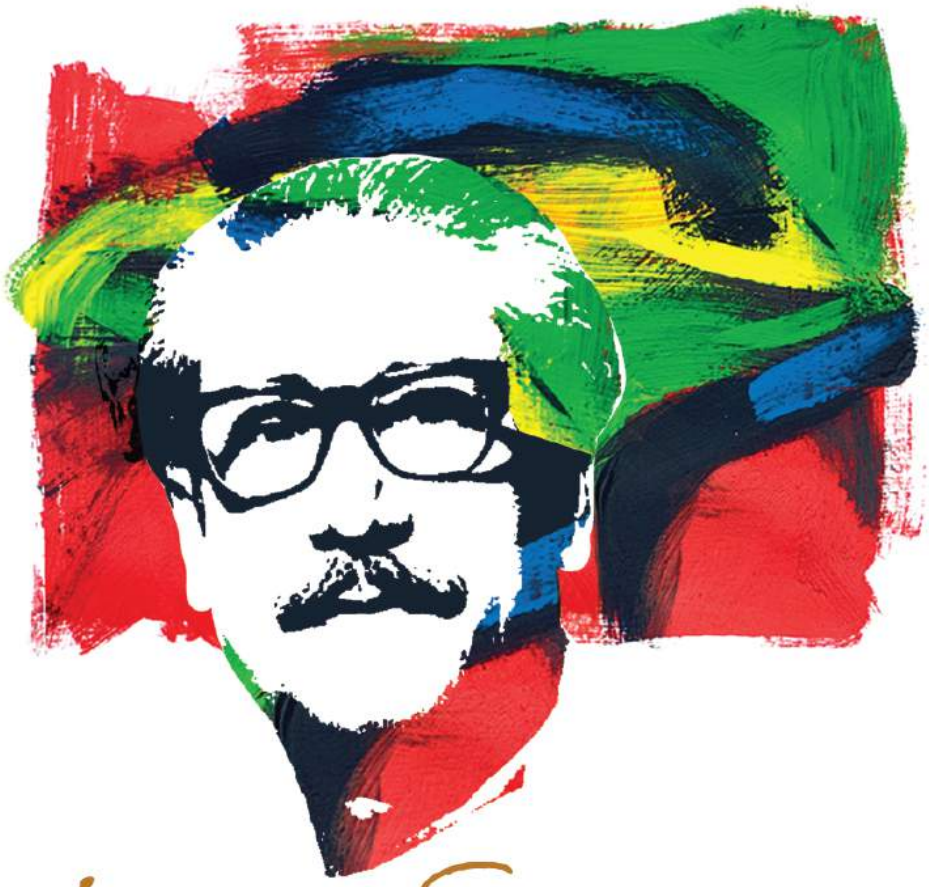

শেখ মুজিবুর রহমান

জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বাধীনতার জন্যে বাংলাদেশের
জনগণ যে রক্ত দিয়েছে
দুনিয়ার কোনো দেশ স্বাধীনতার জন্য
এত কঠিন মূল্য দেয়নি।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

www.iebbd.org IEBangladesh

poster design Dhruba Esh